CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 24 May 2019 ■ আগরতলা, ২৪মে, ২০১৯ ইং ■ ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আরও শক্তি নিয়ে ভারত সিংহাসনে মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২৩ মে।। শক্তি বাড়িয়ে আছড়ে পড়ল মোদি ঝড়। ঝড়ের প্রভাব এতটাই ছিল যে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়িয়ে তিনশ'র গন্ডি পার করতে চলেছে বিজেপি। স্বাভাবিকভাবেই, আবার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কাঁধে ভর করেই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরাট সাফল্য, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। গণনা সমাপ্ত হয়নি। কিন্তু, বিজেপি একা ২৭৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। আরো ২৯টি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। ফলে, চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পর বিজেপির একা আসন সংখ্যা হবে ৩০৩। অবশ্য, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার আসন বাড়িয়েই থেমে থাকেনি বিজেপি। এবার ভোটের হারও গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় বেড়েছে বিজেপির। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ২৮২টি আসনে জয়ী হয়েছিল এবং ৩১.৩৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবার ভোটের হার বেড়ে হতে চলেছে ৪৫ শতাংশ।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হতেই, বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ে সমর্থকদের কাছে নরেন্দ্র মোদি নতুনভাবে স্বপ্ন ফেরি করলেন। দেশবাসীর ঢালাও সমর্থন তাঁকে আরো বেশী দায়বদ্ধ করে তুলেছে সে-কথাও স্বীকার করলেন। সাথে তিনি ফকিরের ঝোলা ভর্তি করে দেওয়ার জন্য দেশবাসীর সমস্ত আশা-আকাঙ্খা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আজ নরেন্দ্র মোদির পরাক্রমে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা আরো বেশী ছন্নছাড়া এবং দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মোদি ঝড়ের গতি এতটাই ছিল যে বিরোধীরা খড়কুটোর মতো উড়ে গেলেন। তাই, এযাত্রায় মোদি বিদায়ের স্বপ্ন বিরোধীদের অধরাই রয়ে গিয়েছে। অবশ্য, ছন্নছাড়া বিরোধীরা সেই যোগ্যতা আদৌ অর্জন করতে পারবে বলে বিশ্বাস করতে পারছে না রাজনৈতিক মহল।

জওহর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লীতে বিজেপির মুখ্য কার্য্যালয়ে ফলাফল ঘোষণার পর সমর্থকদের মাঝে মোদি ও শাহ। ছবি- সৌজন্যে ফেইসবুক

রাজ্যের দুই আসনেই ফুটল পদ্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। রাজ্যের দুটি আসনেই বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। তাতে, দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যের দুটি আসনের দখল হাতছাড়া হয়েছে বামেদের। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কংগ্রেস ও বামেদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। কিন্তু, তাতে কংগ্রেস সফল হওয়ায় তৃতীয় স্থানে গিয়ে ঠেকেছে বামেরা।

ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে বিজেপি প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিক ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ২১ এবং ত্রিপুরা পূর্ব আসনে দলীয় প্রার্থী রেবতিকুমার ত্রিপুরা ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৩৪ ভোট পেয়েছেন। অন্যদিকে, পশ্চিম আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৭৫ এবং বামফ্রন্ট প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত ১ লক্ষ ৭১ হাজার ১৭৫ ভোট পেয়েছেন। শাসক জোট শরিক আইপিএফটির প্রার্থী বৃষকেতু দেববর্মা এই আসনে পেয়েছেন ৪৩ হাজার ৭৬৪ ভোট। এদিকে, ত্রিপুরা পূর্ব

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি + জয়ী	বিজেপি + এগিয়ে	কংগ্রেস + জয়ী	কংগ্রেস + এগিয়ে	অন্যান্য + জয়ী	অন্যান্য + এগিয়ে
২৭৫	৭৩	৬৩	২৩	৪০	৬৮

সর্বশেষ ফলাফল

আপনারা এই ফকিরের ঝুলি ভর্তি করে দিয়েছেন,আপনাদের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সব সময় থাকব

- নরেন্দ্র মোদি

আম জনতা স্পষ্ট মতামত জানিয়েছে, সেই রায়কে স্বাগত, মোদি ও বিজেপিকে অভিনন্দন

- রাহুল গান্ধী

বিজয়ীদের অভিনন্দন। সব পরাজিতরাই পরাজিত নন

- মমতা ব্যানার্জি

সিপিএম থেমে গেল তিনেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। সিপিএম থেমে গেল তিনে। লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবি এতটাই হল যে, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় খাতাই খুলতে পাড়ল না সিপিএম। কোনওমতে কেরলে একটি এবং তামিলনাড়ুতে দুইটি আসন জয়ী হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী তামিলনাড়ুতে একটি আসনে জয়ী এবং একটি আসনে এগিয়ে রয়েছে সিপিএম। অন্যদিকে কেরলে একটি আসনে জয়ী হয়েছে তারা। স্বাভাবিক ভাবেই তথাকথিত আঞ্চলিক দলের থেকেও খারাপ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে সিপিএম। কারণ, এবার লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় আসন হারিয়েছে তারা। এই ফলাফল মাথা পেতে নিয়েছে সিপিএম পলিটব্যুরো। দলের তরফে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নানা স্থানে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনার সাথে সাথেই রাজ্যের নানা জায়গায় হামলা হুজ্জতি চালানোর অভিযোগ করেছে সিপিএম। দলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, শাসক দলের কর্মীরা সিপিএম কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমণ করছে। সিপিএম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, বিজেপি কর্মী ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরেও সিপিএম নেতা কর্মীদের বাড়ি-ঘরে, কাউন্টিং এজেন্টদের জন্য ভাড়া করা গাড়ির চালকের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে। বিলোনীয় ও শান্তিরবাজার মহকুমায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পাড়ায় আক্রমণ করা হয়েছ। জিরানীয়া ও শচীন্দ্রনগরে সিপিএম পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কোথাও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না বলে সিপিএম অভিযোগ করেছে। শুধু তাই নয় ব্যাপক সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা পশ্চিম কেন্দ্রে সিপিএমের কাউন্টিং এজেন্টদের প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে বলেও দাবি করেছে দল। সিপিএমের তরফে প্রচারিত বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ভোট গণনা শুরু থেকে শাসক দল বিজেপির দুর্বৃত্তরা আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমীতে ভোট গণনা কেন্দ্রে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতেই সিপিএম প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্টদের ওপর আক্রমণ চালায়। ১১জন কাউন্টিং এজেন্ট আক্রমণে আহত হন। বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে বলেও দাবি সিপিএমের। এদিকে, শান্তিরবাজারে সিপিএম কাউন্টিং এজেন্টদের একটি ভাড়া করা বাসে পাঠানো হয়েছিল। কাউন্টিং হলে ঢোকার সাথে সাথে তাদের হুমকি দেয়া হতে থাকে। গণনা শেষ করে ফেরার পথে পুলিশের সামনেই বিজেপির দুর্বৃত্তরা বাসটি আক্রমণ করে চালককে গুরুতর আহত করে বলে অভিযোগ। ইট পাটকেল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবারতন্ত্রের রাজনীতিকে খারিজ করে দিয়েছে দেশবাসী দাবি অমিতের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : ১১ কোটি বিজেপি কর্মী এবং ১২৫ কোটি দেশবাসীর জন্য এই জয় সম্ভব হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সামনে কর্মী এবং সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে এমনই দাবি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। এই জনাদেশ থেকে স্পষ্ট দেশবাসী পরিবারতন্ত্র, জাতপাত এবং তোষণের রাজনীতিকে খারিজ করে দিয়েছে। বিজেপি কর্মীরা সফল ভাবে সবকা সাথ সবকা বিকাশের দর্শনকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে সফল হয়েছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে অমিত শাহ বলেন, দেশের ২১ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খাতাই খুলতে পারেনি কংগ্রেস। এদিন নিজের ভাষণে যেমন কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি গত পাঁচ বছরে মোদী সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের জন্যই এই সাফল্য বলেও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, স্বাধীনতার পর এটাই সবচেয়ে বড় জয়। তাই এটা সকলের জন্য গৌরবময় বলেই তিনি দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে মোদী ঝড়ে উড়ে গিয়েছিল বিরোধীরা। এনডিএ পেয়েছিল ৩০০-র বেশি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ২৮২টি আসন। যদিও এর পর একাধিক উপ-নির্বাচনে হারতে হয়েছে বিজেপিকে। সব মিলিয়ে বিজেপির আসন সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ২৭২-এ।

ফলে এবার জল্পনা ছিল বিজেপি কেমন ফল করে তার উপর। রাজনৈতিক মহলের একটা অংশের দাবি ছিল, শক্তি কমিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে বিজেপি। মোদীর দলের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী, সন্তান নিয়ে দুই এনএলএফটি বৈরীর আত্মসমর্পণ, বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে এনএলএফটি বিশ্বমোহন গোষ্ঠির দুই বৈরী আত্মসমর্পণ করেছে। বাংলাদেশের মন্দারিছড়া বৈরী ক্যাম্প থেকে তারা ধলাই জেলার গণেশ বিওপি'র জওয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাদের সাথে ৮৪৭ গ্রাম বিস্ফোরক ছিল।

নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরী সংগঠন এনএলএফটি-র লেন্স কর্পোরাল পরেশ দেববর্মা(৪৭), তার স্ত্রী প্রেমিতা দেববর্মা(২২), ১০ মাসের পুত্র সন্তান রাহুল দেববর্মা এবং এসএস প্রাইভেট সিপাহী দ্বিপেনজয় ত্রিপুরা(২৩), স্ত্রী কর্জবালা ত্রিপুরা(২০), ১৪ মাসের পুত্র সন্তান জুবান ত্রিপুরাকে নিয়ে বিএসএফ-এর ডিআইজি সিন্ধু কুমারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের সাথে ৮৪৭ গ্রাম বিস্ফোরক এবং ৩.৮৫ মিটার ফিউজ উদ্ধার হয়েছে।

বিএসএফ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলীয় প্রার্থীর জয়ে বিজয়োল্লাস বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। বৃহস্পতিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

তৃণমূল নেত্রীর লম্ফজম্ফের জবাব দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী : বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। তৃণমূল নেত্রীর লম্ফজম্ফের জবাব দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী। বাংলার মানুষ তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের অবসান চেয়েছেন, আজ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে তা প্রমাণিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিজেপি সদর কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যাণার্জিকে বিঁধেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, নরেন্দ্র মোদির কর্মনিষ্ঠা ও দেশের জনগণের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার দাম দিয়েছেন জনগণ। দেশের উন্নতির প্রশে নরেন্দ্র মোদির বিকল্প কেউ হতে পারেন না, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। তাই বিপ্লব কুমার দেব দেশবাসীকে কুর্ণীশ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপির আজ ঐতিহাসিক জয় হয়েছে। তবে, লোকসভা নির্বাচনের এই ফলাফল শুধু বিজেপির নয়, সমগ্র দেশবাসীর জয় বলে দাবি তাঁর। বিপ্লবের মতে, পাঁচ বছরের রিপোর্ট কার্ডের ভিত্তিতেই দেশের জনগণ আবারও নরেন্দ্র মোদিকে জয়ী করেছে। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ-র রাজনৈতিক রণকৌশলে বিরোধীরা ধরাশায়ী হয়েছেন। তাঁর দাবি, নির্বাচনী ফলাফল নরেন্দ্র মোদির কর্মক্ষমতা, দৃঢ়তা এবং দেশপ্রেমের প্রতিফলন। সে জন্যই প্রত্যেক রাজ্যে বিজেপি বিপুল ভোটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে।

বিপ্লব বলেন, ২০১৪ নির্বাচনে দেখেছি হিন্দি বলয়ে বিজেপি ভাল ফলাফল করেছিল। কিন্তু এবার দেশের প্রত্যেক প্রান্তে পদ্ম ফুটেছে। তিনি দাবি করেন, নরেন্দ্র মোদির নতুন ভারত তৈরির কল্পনা এবং ভারতবাসীর সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তোলার জেদ এবার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে গত নির্বাচনের থেকেও বেশি আসনে জেতাতে সহায়তা করেছে।

ত্রিপুরা প্রসঙ্গে বিপ্লব দেব বলেন, নানা ষড়যন্ত্র সত্বেও রাজ্যবাসী বিজেপির প্রতি আস্থা রেখেছেন। সমস্ত চক্রান্তের জবাব ত্রিপুরাবাসী ভোটের ফলাফলের মাধ্যমে দিয়েছেন। তাই দুই আসনে দেড় লক্ষের অধিক ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হতে চলেছে। এদিন তিনি সতর্ক করে বলেন, যারা ষড়যন্ত্র করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিপ্লবের কথায়, লোকসভা নির্বাচন তাঁকে মানুষ চিনতে সহায়তা করেছে। রাজনীতি নতুনভাবে শিখিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এই নির্বাচনে সরকারী কর্মচারী, কার্যকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃত্বদের চিনতে পেরেছি। ফলে, আগামীদিনে সরকার এবং দল পরিচালনায় ভিষণ সহায়তা মিলবে। তাঁর মতে, ত্রিপুরায় কর্মসংসৃকতি বামেদের পঁচিশ বছরের শাসনে ঘূণে ধরেছে। তাই, মন্ত্রিসভা গত দেড় বছরে প্রচুর জনমুখী সিদ্ধান্ত নিয়েও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ঘাটতি রয়ে গিয়েছে।

বিপ্লব দেব আজ সিপিএমকে নিশানা করে বলেন, শুধু দূর্বলতা খুঁজে বের করাই বিরোধীদের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২২০ ▫ ২৪মে ২০১৯ ইং ▫ ৯ জ্যৈষ্ঠ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আবার মোদি সরকার

অনৈক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ বিরোধী দলগুলি একেবারে ধুলিসাৎ হইয়া গেল। যে বিরোধীরা কেন্দ্রে সরকার গড়িবার প্রত্যয় গলা ফাটাইয়া ভোটারদের বলিয়াছেন তাহাদের এই বিপর্য্যস্ত অবস্থা কেন তাহার ময়না তদন্তই আজ বড় কথা। বিজেপি বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়া কেন্দ্রের ক্ষমতায় আবার অধিষ্ঠানের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল বিরোধীদের উপর দেশবাসী ভরসা রাখিতে পারে নাই। বিরোধী দলগুলির নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সমস্ত হিসাব নিকাশ এমন ভাবে তছনছ করিয়া দেওয়ার পিছনে প্রকৃতপক্ষে কোন্ যাদু কাজ করিয়াছে তাহাা স্পষ্ট হওয়া খুব বেশী জরুরী। প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের মানুষ বালখিল্য রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিতে চাহে না। ইহাও প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, পরিবারতন্ত্র, জাতপাতের রাজনীত, সম্প্রদায়গত তোষণের রাজনীতি দিয়া ভোট কুড়াইবার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। স্বাধীনতার পর নেহেরু পরিবার যেভাবে দেশ শাসন করিয়াছে সেই দিন ফুরাইয়াছে। কংগ্রেসের সেনাপতি রাহুল গান্ধী যে এখনও পরিপক্কতার শিখরে পৌঁছাইতে পারেন নাই। দেশবাসী যে তাঁহাকে উজার করিয়া বিশ্বাসের বরণ ডালা দিতে রাজী নহেন তাহাও প্রমাণ হইয়া গেল। কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে দলের বিপর্য্যস্ত অবস্থা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল ভোটের রাজনীতিতে বিজেপির কাছে এই দল একেবারেই শিশু। যেন মনে হইতে পারে রাজনীতিতে শৈশবই কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই রাহুল।

বিরোধীদের সমস্ত হিসাব নিকাশ তছনছ করিয়া দিয়া বিজেপির এই বিপুল জয় নতুন ভারত গঠনে কতখানি ভূমিকা নিতে পারিবে তাহার চাইতেও বড় কথা মানুষের উজার করা বিশ্বাস কতখানি মূল্য পাইবে? ছিন্ন ভিন্ন বিরোধী দলগুলিলর উপর দেশবাসী বিশ্বাস ও ভরসা রাখিতে পরে নাই। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জনমনে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ অসন্তোষকে বিরোধী দলগুলি কাজে লাগাইতে ব্যর্থ হইয়াছে। এই ব্যর্থতার বড় কারণ বিরোধী দলগুলির মধ্যে অনৈক্যের ছাপ। নির্বাচনের অগে বিরোধীরা মহাজোট গড়িতে পারিল না। বিরোধীরাই একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাইয়া গেল। সোজা কথায় দেশবাসী দেখিয়াছে বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়াই কাটাকাটি মারামারি করিবে। এক অনিশ্চয়তার গহ্বরে দেশকে ঠেলিয়া দিতে চাহে নাই দেশবাসী। বিরোধী দলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া বিজেপি হঠাইবার ডাক তো হাস্যকর ছাড়া কিছুই নহে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এহ উত্থানের জন্য অবদান যুগাইয়াছেন তো তৃণমূল নেত্রী মমতা স্বয়ং। সেখানে অভাবনীয় সাফল্য দেখাইয়াছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের অবস্থা দেখিয়া তো ভোটারদের হতাশ হইবার কথা। সে রাজ্যে সিপিএম ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তৃণমূল লড়াই করিয়াছে। নির্বাচনী মঞ্চে একে অপরকে মুন্ডুপাত করিয়া বিরোধী ঐক্যের যে নজীর রাখিয়াছে দেশবাসী তাহার সমুচিত জবাব দিয়াছে। অনৈক্যের কারণে বিরোধী দলগুলির উপর ভোটাররা মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন। অনৈক্যে বিধ্বস্ত বিরোধীদের হাতে এতবড় দেশের শাসন ভার তুলিয়া না দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কোনওভাবেই খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। বরং ইহাই বলা সংগত হইবে যে, দেশ এক বিড়ম্বনার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বিরোধীদের ছন্নছাড়া অবস্থা, এক দল অপর দলের মুন্ডুপাত যেখানে চলে সেখানে কেন্দ্রে তাহারা শক্তিশালী সরকার দিতে পারিবে, দেশবাসী বিশ্বাস করে নাই। কেন্দ্রের সরকারের অস্থিরতা নিশ্চয়ই কাম্য হইতে পারে নাা। দূর্বল সরকার দেশবাসীর কাছে নিশ্চয়ই তাহা প্রত্যাশিত নহে। বিজেপির এই জয়যাত্রা রুখিবার শক্তি অর্জনের জন্য বিরোধীদের অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হইবে। বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীরা মহাজোট গড়িয়া দেশে সম্মিলিত ঐক্যের ছবি তো তুলিয়া ধরিতে পারিল না। বিরোধী দলগুলির মধ্যে ন্যূনতম মিলিঝুলি অবস্থা নাই। উনিশে জানুয়ারী কলকাতায় ব্রিগেডে বিরোধীদের অনেকেই যোগ দিয়াছিলেন। ব্যস আর কোনও ঐক্যের ছবি দেখা গেল না। মায়াবতী অখিলেশও নিজের মতো চলিয়াছে। বিরোধীদের এই ঘটনাকে কি বালখিল্যপনা বলিলে ভুল হইবে? ১৯৭৭ সালে প্রবল প্রতাপান্বিত ইন্দিরাকে হারাইতে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সম্মিলিত জোট গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জোট বিপুল ভোটে জয়ী হইলেও জয়প্রকাশ মন্ত্রীত্ব বা ক্ষমতায় আসীন হন নাই। সেই সম্মিলিত জোট কংগ্রেসের বা ইন্দিরার বিরুদ্ধে তখন অন্তত চারশ আসনে একজনের বিরুদ্ধে একজন বিরোধী প্রার্থী দেওয়া হইয়াছিল। এইবার বিরোধীরা এই কাজটা করিতেই ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ হইয়াছে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের এবারের লোকসভা নির্বাচনে শতকরা হার ৩৯ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৬ শতাংশ হইয়াছে। বিজেপির সাত শতাংশ ভোট বাড়িয়া এবার হইয়াছে ৫৭ শতাংশ। হিসাবে দেখা যায় তৃণমূলের ভোট কমে নাই। সিপিএম ও কংগ্রেসের ভোট বিজেপির সাফল্যকে ত্বরান্বিত করিয়াছে বাংলায়। সেই সাথে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধরাও ভোট দিয়াছেন বিজেপিকে। সোজা কথায় বিরোধীদের অনৈক্য ছন্নছাড়া অবস্থা বিজেপির ব্যাপক জয় অনিয়া দিয়াছে। রাজনীতি ছেলেখেলার জায়গা নহে। দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্য সঁপিয়া দেওয়ার জন্য ভোটারদের সুচিন্তিত চিন্তাই লক্ষ্যণীয় ভাবে দেখা গিয়াছে। বালখিল্য রাজনীতি পরিহার না করিলে সম্মিলিত ঐক্যের পথে না হাটিলে বিরোধীরা সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি হারাইবে। দেশের শক্তিশালী গণতন্ত্র কি ইহাতে হোচট খাইবে?

হার নিশ্চিত বুঝে গণনা কেন্দ্র ছাড়লেন অভিনেতা প্রার্থী প্রকাশ রাজ

বেঙ্গালুরু, ২৩ মে (হি.স.) : হার নিশ্চিত বুঝে তৃতীয় রাউন্ডেরর পরেই গণনা কেন্দ্র ছাড়লেন অভিনেতা প্রার্থী প্রকাশ রাজ। সেই সময় তিনি ৩০০০ ভোট পেয়েছেন যদিও তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের রিজওয়ার আরশাদ এবং বিজেপি-র পিসি মোহন পেয়েছেন এক লক্ষের বেশি ভোট পেয়েছেন।

প্রকাশরাজ বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল থেকে ভোটে দাঁড়ান। এখানে বিদায়ী সাংসদ বিজেপির পিসি মোহন এবং কংগ্রেসের রিজওয়ার আরশাদ তখন ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে ১,২৭,৬১৬ এবং ১,২৫,০৯৮ জন। ২০০৮ সালে এই কেন্দ্রটি জন্ম হয় এবং তা বিজেপির দুর্গ বলে পরিচিত এবং ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে বিজেপি প্রার্থীই জয়ী হয়।পরবর্তী কালে প্রকাশ রাজ টুইট করে জানিয়েছেন, ভোটের ফল তাঁকে ভাল থাপ্পর মেরেছে।

কংগ্রেসের নক্ষত্রপতন, পরাজিত বীরাপ্পা, শীলা, মাকেন

বেঙ্গালুরু, ২৩ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নক্ষত্র পতন। পরাজিত শতাব্দী প্রচীন দলের হেভিওয়েট নেতানেত্রীরা।

কর্ণাটকে চিক্কাবল্লাপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা এম বীরাপ্পা মইলি পরাজিত। প্রায় ১,৮২,১১০ ভোটে বি এন বাচে গৌড়ার কাছে পরাজিত হতে হয় মইলিকে। গৌডা পান ৭,৪৫, ৯১২ ভোট। বীরাপ্পা মইলি পান ৫,৬৩,৮০২ ভোট। ২০১৪ সালে এই গৌডাকে হারিয়েছিল মইলি। কিন্তু এবার সেই ফলাফলের আর পুনরাবৃত্তি হল না। কর্ণাটকের গুলবর্গা লোকসভা আসন থেকে পরাজিত হন আরও এক হেভিওয়েট কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খারগে। পরাজয়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মল্লিকার্জুন খারগে বলেন, জনগণের এই রায় মেনে নিলাম। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আমরা। যে ভুলগুলি হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। মধ্যপ্রদেশের ভোপাল লোকসভা কেন্দ্রে সাধ্বী প্রজ্ঞা কাছে হারলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং। পরাজয়ের পর দিগ্বিজয় সিং বলেন জনাদেশ মেনে নিলাম। রাজ্যের গুনা লোকসভা কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। অন্যদিকে উত্তরপূর্ব দিল্লিতে ভোজপুরী তারকা তথা বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি কাছে হারতে হয় শীলা দীক্ষিতের। নয়াদিল্লি লোকসভা কেন্দ্রে মীনাক্ষী লেখির কাছে হারতে হয়েছে অজয় মাকেনকে।

নেতাজি-ময় সাম্প্রতিক ভারত

অভিজিৎ সেন

ভারত-ইতিহাস উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁর অদম্য প্রচেষ্টার ফসল আজাদ হিন্দ বাহিনীর আসামান্য বীরত্ব যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান অনুঘটক, সেটা বিশ্ব-স্বীকৃত হলেও মানতে দ্বিধা এখনও কাটছে না আমাদের দেশেরই একশ্রেণীর ক্ষমতালোভী রাজনীতিকের। স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৪৭ সাল থেকে জওহরলাল নেহরু তথা তাঁর তথাকথিত অভিজাত রাজনৈতিক পরিবার থেকে আসা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করে গেছেন যাতে নেতাজির বলিদান ও অবদান তাঁদের পরিবারের বড় নামের ঢক্কানিনাদে তলিয়ে যায় এবং ইতিহাসে তাঁর ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়। বলা বাহুল্য যে, স্বাধীনতা লাভের প্রক্কালে নেতাজি নিজেই কংগ্রেসের অনুনয়-বিনয়ের রাজনীতিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং সেই কারণেই স্থির করেন, কংগ্রেসের পথে বরং সশস্ত্র যুদ্ধেই তিনি ভারতমাতাকে মুক্ত করবেন।

তাই কংগ্রেস ছেড়ে তিনি সেই কাজেই লিপ্ত হন। ক্ষোভের বিষয় এই যে, স্বাধীনতার আন্দোলনের সব কৃতিত্বের দাবিদার আজ দেশের একটিমাত্র অভিজাত পরিবার। আর সেই দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা শুরুর থেকেই নিজেদের চাটুকার ঐতিহাসিকদের দিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করে এসেছে। সুপরিকল্পিত ভাবে নেতাজির অন্তর্ধানের গোপন তথ্য লোকচক্ষুর আগোচরে রেখে দিয়েছে এবং নেতাজি সম্পর্কিত বহু নতি তারা সরকারে থাকাকালীন বিনষ্ট করেছে নিজেদের গর্হিত কর্ম ঢাকার জ্য। অবশেষে বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকার ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে সেই সব গোপন নথি জনসমক্ষে প্রকাশ করে। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহ নেতাজিকে তাঁর এতদিনের অপ্রাপ্ত ও যোগ্য সম্মান দেওয়ার সমান। আজও ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয় তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায়ই নেতাজির মৃত্যু হয়েছে এবং সাধারণ জনমানসেও এই ধারণাই বদ্ধমূল করার চেষ্টা হয়, ঘাঁটলে অনেক চাঞ্চল্যকর বিষয়ের সন্ধান মেলে। জানা যায় যে, ১৯৪৭ সালের পর তেকে পণ্ডিত নেহরুর লেখা বিভিন্ন চিঠিতে ভারতমাতার বীর সন্তান সুভারচন্দ্র বসুকে (War criminal) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও জার্মান সরকারকে নেজাতির খোঁজ পেলে তাঁকে বন্দী করতে বলা হয়। কংগ্রেসেত্যাগী নেতাজির নিজের তৈরি করা দলটিও স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই এমন এক দলরে সঙ্গে হাত মেলায় যারা সর্বসমক্ষে নেতাজিকে তোজোর কুকুর আখ্যা দেয় এবং নিজেদের পত্রপত্রিকায় ব্যাঙ্গচিত্র এঁকে প্রকাশ করে।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর হল ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৯৫৫ সালে BBCকে দেওয়া একটি অকপট সাক্ষাৎকার। সেখানে তিনি-দাবি করেন যে, তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার নেতাজি ও তাঁর গড়া আজাদ হিন্দু বাহিনীর পরাক্রমে ভয়ভীত হয়ে চটজলদি ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর তথা স্বাধীনতা দিতে আগ্রহী হয়। এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য ভুলভাবেই গান্ধীজির ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে সমস্ত কৃতিত্ব দেওয়া হয়। যদিও রাজনৈতিক মহল ও ঐতিহাসিকগণ ঐ মত পোষণ করেন না। ডঃ আম্বেদকর আরও দাবি করেন যে, ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজি তঁরত্রা জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সেনাবাহিনী গঠনের মাধ্যমে সম্মুখ সমরে ইংরেজেদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের কাজে লিপ্ত হন। নেতাজি বুঝতে পারেন যে, কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের রাজনীতি ব্রিটিশদের আংশিক চাপে রাখলেও সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর তথা পূর্ণ স্বারাজ দিতে বাধ্য করবে না। ডঃ আম্বেদকর আরও বলেন যে, যদিও নেতাজির ই দুঃসাহসিক কার্যকলাপকে অনেকেই খাটো করে দেখবে এবং তাঁর ওই অকল্পনীয় অভিযানকে বাস্তবচিন্তার অভাব বলে ব্যঙ্গ করবে, কিন্তু কত প্রতিকূলতার মধ্যেও নেতাজি ওই ফৌজ গঠন করেছিলেন এবং দেশমাতৃকাকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, সেটা তাদের মনে রাখা উচিত। তিনি সাক্ষাৎকারে এও মন্তব্য করেন যে, জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে গান্ধীজির অবদান যে অপরিসীম সেকথা স্বীকার করেও বলতে হয়, নেতাজি যখন সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ভাবছিলেন সেইসময়ই ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫৫ সালের ওই সাক্ষাৎকারে ডঃ আম্বেদকর আরও বলেন যে, ১৯৪৭ সালে তদানীন্তর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলির তাড়াহুড়ো করে ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্তে তিনি অবাক হন। পরে হয়ত এটলি তাঁর আত্মজীবনীতে ওই সিদ্ধান্তের কারণ লিখবেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। আশ্চর্যের কথা, ১৯৫৬ সালে অক্টোবর মাসে ডঃ আম্বেদকরের মৃত্যুর ২ মাস আগে BBC কে দেওয়া এক গোপন সাক্ষাৎকারে এটলি স্বীকার করেন যে, নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বিচলিত হয়েই তদানীন্তর ব্রিটিশ সরকার ভারতে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয। ডঃ আম্বেদকরের অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় এটলির ঐ স্বীকারোক্তি থেকে আমরা পাই এবং জানাতে পারি নেতাজির প্রকৃত ভূমিকা।

ডঃ আম্বেদকর সাক্ষাৎকারে আরও বলেন যে, তদানীন্তন ইংল্যান্ডের সরকার ও ক্ষমতাসীন Labour Party দুটি কারণে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরেও রাজি হয়। কারণ সুভাষ বোসের সশস্ত্র বাহিনী গঠন ব্রিটিশদের বেসি করে ভায়ভীত করে। কেননা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন হওয়ার আগে তারা ভাবত, ভারতীয় রাজনীতিকরা যতই অনশন আন্দোলন করুন না কেন তাঁরা কোনও ভাবে ভারতের সোনাবাহিনীর অনুগত্যকে প্রভাবিত করতে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করতে পারবে না। তাই বেপরোয়া শাসনের মাধ্যম ব্রিটিশদের পক্ষে ভারতকে অনেকদিন পরাধীন রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু সুভাষবাবুই সেই মানুষ যিনি ব্রিটিশদের ওই চিন্তাভাবনাকে ছিন্নভিন্ন করে দেন এবং তারা বুঝতে পারে নেতাজি যদি তাঁর সশস্ত্র আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে ভারতে এসে যান তাহলে ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয় সেনাদের আনুগত্য চলে যেতে বেশি সময় লাগবে না। এটাই তাদের গভীর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ডঃ আম্বেদকরের মতামতের সপক্ষে বহু সামরিক বিশেষজ্ঞের বিভিন্ন নথি আজ আমাদের হাতে এসেছে। এখন আর নেতাজির বীরত্বগাথাকে না মানার কোনও কারণ থাকে না। ভারতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা ব্যুরোর তদানীন্তন অধিকর্তা স্যার নর্ম্যান স্মিথ এক গোপন নথিতে লিখেছেন, "ভারতের জনমানসে নেতাজির সশস্ত্র সংগ্রাম যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর এই অভিযান নেতাজিকে দেশবাসীর কাছে অপরিসীম শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করেছে। তাই বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতীয় সেনার বিদ্রোহ ভীষণ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং এর জন্য সাবধানতা প্রয়োজন।" ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে সেনার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন লেঃ জেঃ এস কে সিনহা, যিনি কিছুদিন আগেই জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন। তাঁর মতে " নেতাজি ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রিটিশদের নতুন করে ১৯৫৭-র সেনা অভ্যুত্থান আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়"।

নেতাজি সম্পর্কে এই সব মতকে কেউ কেউ না মানলেও ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সাংসদের এক প্রতিনিধিদল তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এটলির কাছে এক প্রতিবেদন পেশ করে। তাতে বলা হয়," বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশদের কাছে ভারতে দুটি বিকল্প খোলা রয়েছে।

১) দ্রুত ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারত থেকে বেরিয়ে আসা ২) ভারত থেকে খুব বাজে ভাবে বিতাড়িত হওয়া, কারণ নেতাজি ভারতের সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন। "পরবর্তীকালে নেতাজির পরাজয় সত্ত্বেও তাঁর বীরত্ব ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর দৃঢ়তা বাস্তবিকই ব্রিটিশদের মনোবলকে দুর্বল করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। তাই ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে নেতাজির ভূমিকা সবার উপরে এবং তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন একান্ত আবশ্যক।

যদিও ১৯৪৭ সালে কংগ্রস ক্ষমতার আসার পর থেকে নেতাজি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য গোপন করার চেষ্টা করে এবং লোককে এটাই বোঝায় যে, তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায নেতাজির মৃত্যু হয়েছে। ভারতবাসী তা মানতে না চাইলে রহস্য উন্মোচনের নামে একের পর এক মিশন গঠন করে এবং সেইসব কমিশন থেকে উঠে আসা তথ্যকে নিজেদের সুবিধা মতো খারিজ করতে থাকে। শেষমেশ মুখার্জি কমিশন তাইহোকুতে নেতাজির মৃত্যু হয়নি বলে সুস্পষ্টভাবে রায় দিলেও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার সেই রায় গ্রহণ করেনি। বর্তমানে অনুজ ধর নামক এক গবেষকের লেখা পুস্তকে এই সব তথ্য গোপনের অপচেষ্টার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ওই বইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে ইদানিংকালে নেতাজিকে নিযে একাধিক চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিকও তৈরি হয়েছে।

যাই হোক এখন এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নেতাজিকে ক্রমশ অন্তরালবাসী করে ফেলার স্বাধীনতা ইস্তক নিরবচ্ছিন্ন পরিকল্পিত অপপ্রয়াসে ছেদ পড়েছে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকে । ২০১৫ সালে নেতাজি সম্পর্কিত বহু গোপন নথির প্রকাশ দিয়ে তার শুরু। তারপর গত অক্টোবরে নেতাজি পরিবারের একাংশ, আজাদ হিন্দ বাহিনীর এখনও জীবিত কিছু সদস্য ও ভারত সরকারের উদ্যোগে দিল্লির লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী মোদি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নেতাজিকে মুক্ত ভারতের প্রথম ও প্রধান নায়ক হিসাবে সম্মান জ্ঞাপন করেন এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর ৭৫ বর্ষপূর্তিও উৎযাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, নেতাজি ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সম্মান জানাতে প্রথমবার দেশের কোনও প্রধানন্ত্রী ১৫ ই আগস্ট ছাড়া আরও এখবার লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর সরকার কীভাবে নেতাজির আশা ভরসা অনুযায়ী ভারতীয় সেনাকে সশক্ত করে তোলা হচ্ছে তার বিবরণ দেন এবং বলেন, নেতাজির নামে শীঘ্রই জাতীয় পুরস্কার ঘোষিত হবে। এই উপলক্ষে সম্প্রতি ৭৫ টিকার একটি স্মরক ধাতব মুদ্রাও প্রকাশ করা হয়েছে।

এরপর গত ৩০ ডিসেম্বর পোর্ট ব্লেয়ারে মোদি সরকার এক ভব্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখলের ৭৫ বছর পূর্তিকে শ্রদ্ধা জানায়। ১৯৪৩ সালে ৩০শে ডিসেম্বর নেতাজি যে জায়গাটিতে প্রথম স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন সেখানেই ১৫০ উঁচু একটি দণ্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। নেতাজি সেদিন দ্বীপ দুটির নাম দিয়েছিলেন শহীদ ও স্বরাজ। যথারীতি এই নামকরণ ভারতের কোনও সরকরই গ্রহণ করেনি। তাই নেতাজিকে সম্মান জানিয়ে ভারতে সরকার ২০১৮ সাল থেকে আন্দোমান নিকোবরের Ross দ্বীপের নাম নেতাজি সুভাষ বোস দ্বীপ, Neil দ্বীপের নাম শহীদ দ্বীপ ও Havelock দ্বীপের নাম স্বরাজ দ্বীপ রাখছে বলে ঘোষণা করেন মোদি। জনতা ওই সিদ্ধান্তকে বিপুল রাখছে বলে ঘোষমা করেন মোদি। জনতা ওই সিদ্ধান্তকে বিপুল করতালিতে স্বাগত জানান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, "স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী"-র সম্মান যাঁর প্রাপ্য, অনেক দেরিতে হল্যে পাপশৃঙ্খলনে আজ যখন একটি সরকার ও তার প্রধামন্ত্রী তৎপর, তখন কেউ কেউ তথাকথিত ঐতিহ্যবাহী দলের অভিজাত নেতার সম্মানের আসন টলে যাওয়ার আশঙ্কায় ভীত, খুঁজে পাচ্ছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক দলগুলির এমন মতিগতি নাহয় বোঝা যায়, কিন্তু সংবাদমাধ্যমে? নেতাজি সংক্রান্ত এত সব ইতিবাচক খবরে শুরু থেকেই তাদের মুখে কুলুপ। বিন্দুমাত্র জাতীয় গৌরববোধ নেই তাদের দায় সেরেছে যৎসামান্য খবর দিয়ে। অথচ সম্পাদকীয় স্তম্ভের শোভা বাড়াতে মাথায় লিখে যাচ্ছে 'বন্দে মাতরম', 'জয় হিন্দ'।

সৌজন্যে নবোত্থান

অর্থনৈতিক পরিক্রমা ২০১৮

বিশেষ সংবাদদাতা

অর্থনীতিতে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান দেশ হল ভারত। ভারতের অর্থনীতির বিকাশহার এখন ৭.১ শতাংশ যা চিনের ৬-৫ শতাংশ বিকাশহারের চেয়ে অনেক বেশি। শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের হার ৭.৪ শতাংশ হারে বেড়েছে। ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম কমে যাওয়ায় ও অপরিশোধিত খনিজ তেলের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় শিল্পে কিছু সমস্যা দেখা দিলেও গত মাসে তা ঠিক হয়েছে।

নোটবন্দি ও জিএসটি'র মতো কিছু বড় সিদ্ধান্তের ফলে জিডিপি কমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আবার তা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।

ভারত সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ভারতে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহদানের কারণে ভারতে বাণিজ্য করার সুবিধা আরও উন্নত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতে, ব্যবসায় সুবিধার সূচক ভারত ১৪৪ থেকে সরাসরি ৭৭-তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সরকারের সহায়তা পাওয়ায় বাণিজ্যের পরিবেশ আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এর ফলে বিদেশে বিনিয়োগকারীদের কাছে ভারতীয় অর্থনীতি আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিগত বছর মূলত উৎপাদন, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে মন্দা দেখা গেছে। বিশ্ব বিত্তকোষের তথ্য অনুযায়ী বিশ্ব অর্থনীতর বিকাশহার অনুমানের থেকে ০. ২ শতাংশ কম হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে অপরিশোধিত খনিজ তেলের মূল্যবৃদ্ধি , ব্রেক্সিট আলোচনার ফল, উচ্চ সুদের হার, বাণিজ্য-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যার গড় বয়স ৩৫ বছরের নিচে। ভারতের অর্থনীতিকে এরাই আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। বর্তমান মোদি সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার ও নীতির (মূলত GST এবং ব্যাঙ্কের NPA কারণে জিডিপি আর ওঠানামা করবে না, বরং বাড়বে। ভারত যুব-প্রধান দেশ। অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা ২৫ বছরের কম বয়সী এবং দুই-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে। ২০২৭-এর মধ্যেই ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মক্ষম লোকের সৃষ্টি হতে চলেছে। যদিও সমালোচকরা বলছেন, ভারতের যুবসমাজের জন্য যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, তথ্যপ্রযুক্তির ও প্রযুক্তিগত মানের উন্নতির জন্য ইদানিং গতানুগতিক জীবিকার থেকে প্রযুক্তিগত দিকেই কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বেশি। এবং নবীনদের প্রথম চাকরি হওয়া ওই ক্ষেত্রেই বেশি করে সম্ভব। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষম নেওয়া সুলভ হয়েছে। কর্মভিত্তিক সাইটের মাধ্যমে কাজ পাওয়া অনেক বেড়েছে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই প্রযুক্তি দিয়ে কী ধরনের অর্থনীতি গড়ে তুলবে সেটা এখনই বলা কঠিন, তবে আমি আশাবাদী। ভারতের মতো দ্রুতগতিতে অগ্রসর অর্থনীতিতে গতানুগতিক জীবিকা ও ফ্রিল্যান্সিঙের মাধ্যমে কাজ-দুয়েরই বিস্তৃতি ঘটবে। আজকাল চুক্তিভিত্তিক কাজ বাড়ছে; মানুষ একের পর এক চুক্তিভিত্তিক কাজ করছে। যদিও এতে মাসিক বেতনের স্থিরতা নেই, তবে অনেকেই এইভাবে কাজ করতে খুবই আগ্রহী। এর প্রধান কারণ যে মানুষ তার নিজস্ব সময় ও অবকাশের কথা মাথায় রেখে কাজ করতে পারছে এবং এক কাজ থেকে আরেক কাজে পরিবর্তন ও গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে সমক্ষ হচ্ছে। ধরাবাঁধা কাজ বা সাপ্তাহিক রুটিনমাফিক কাজের একঘেয়েমি থেকেও মুক্তি পাচ্ছে এবং নিজের পরিবারকেও যথেষ্ট সময় দিতে পারছে। সেই সঙ্গে এই প্রযুক্তি ভিত্তিক কাজে তাদের কাছে কোনও রকম স্থানিক প্রতিবন্ধকতা থাকছে না। তাই এক্ষেত্রে নিজেরাই একরকম নিজেদের প্রভু হয়ে উঠছে। স্বচ্ছন্দে এটা বলা যায় যে,শীঘ্রই এই গিগ-ভিত্তিক অর্থনীতি মূল অর্থনৈতিক ধারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

পেপলের সমীক্ষা অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে প্রতি চার জন্য ফ্রিল্যান্সারের মধ্যে একজন হল ভারতীয়। বিশ্বের মধ্যে ফ্রিল্যান্সিঙের জন্য ভারত একটি উৎকৃষ্ট জায়গা। কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের প্রসার এই প্রযুক্তি ভিত্তিক পেশাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যা বর্তমান সরকারের সংস্কারেরই ফল। ওই সমীক্ষার মতে, ভারতীয়রা এই সব কাজের মাধ্যমে বছরে ১৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করছে।

জিএসটি এবং ডিজিটাল কর প্রদানের পরিকঠামো আজ কর-আদায়কে আরও ত্বরান্বিত ও সংগঠিত করে তুলেছে, যার ফলে করের পরিধি আর ও প্রশস্ত হয়েছে করের থেকে সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে । ফলে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকার আর ও বেশি করে খরচ করতে পারছে এবং আইনের শাসন প্রণয়নেরও সুবিধা হয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারতীয়রা তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী কর ফাঁকি দিতে বেশি উৎসাহী থাকলেও বর্তমান সরকারের কিছু কিছু পদক্ষেপের জন্য কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা অনেক কমেছে এবং কালো টাকাতে কেনাবেচাও আগের থেকে বেশ কমেছে। নতুন আয়করদাতার সংখ্যা বিস্ময়কর ভাবে বেড়েছে।

ভারতকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত করতে সমস্ত নাগরিকের উচিত যথাযোগ্য কর দেওযা এবং এমন এক সরকার থাকা দরকার যা সেই কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার ও সদুপযোগ করে। ২০১৪ থেকে তার বহু নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। ক্রমাগত ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতার প্রকাশ এবং সুষ্ঠুভাবে আইন প্রণয়ন আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

সৌজন্যে নবোত্থান

বিজয়োল্লাস

বৃহস্পতিবার লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ের বিজয়োল্লাসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিক সহ দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

কংগ্রেসেও অমিত শাহের মত ক্ষুরধার বুদ্ধির সেনাপতি প্রয়োজন, মত মেহবুবা মুফতির

শ্রীনগর, ২৩ মে (হি.স.) : ২০১৪-র পর এবারও ২০১৯-ও মোদী ঝড়ের গতিবেগ যে অনেক বেড়েছে তা বলাই বাহুল্য। ট্রেন্ডেই পরিস্কার এবারও ক্ষমতা ধরে রাখছে বিজেপি। ফলাফলের জন্য উঠে আসছে মোদীর সেনাপতি অমিত শাহের নাম। বিরোধী শিবিরও অমিতের ক্ষুরধার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছে না। প্রবল বিজেপি বিরোধী মেহবুবা মুফতির মুখেও অমিত স্তুতি।প্রায় ৩৫০ আসন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে স্বমহিমায় ফিরছেন নরেন্দ্র মোদী।

এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে এদিন ট্যুইট করে শুভেচ্ছা জানান মেহবুবা মুফতি। লেখেন, আজকের দিনটা নিঃসন্দেহে বিজেপি ও তাদের সহযোগী দলের জন্য। প্রশংসার এই অংশটুকু বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীর জন্য। পরের লাইনে কংগ্রেসকে খোঁচা মেরে মেহবুবা লেখেন, "কংগ্রেসের এখন অমিত শাহ দরকার।"মেহবুবার ট্যুইটের শেষ লাইনটি তাৎপযপূর্ণ। কংগ্রেসের এখন অমিত শাহের মতো যোগ্য সেনাপতি দরকার। দলকে বাঁচাতে প্রিয়াঙ্কাকে ময়দানে নামানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দাদার মতো তিনিও দলের হাল ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রিয়াঙ্কা ম্যাজিক চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, মেহবুবার মন্তব্যটি নিয়ে কংগ্রেসকেও এখন ভাবতে হবে। কংগ্রেস নেতারা যদি এখনও একটি পরিবারকে আকড়ে ধরে বাঁচতে চায় তাহলে দলের ভবিষ্যত প্রশ্নের মুখে।

রাজস্থানের মানুষকে ধন্যবাদ জানালেন বসুন্ধরা রাজে

জয়পুর, ২৩ মে (হি.স.) : ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে ঘোষণা হয়নি। তবে এখনও পর্যন্ত পাওয়া ফলাফলের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে যে নরেন্দ্র মোদী পুণরায় ক্ষমতায় আসছেন। এই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে রাজস্থানের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সভাপতি অমিত শাহের নেতৃত্বে বিজেপি একটা নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ''আমি রাজস্থানের ভোটারদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি''.এছাড়াও রাজে, বিজেপির রাজস্থানের রাজ্য সভাপতি মাদান লাল সাইনি এবং তাদের পার্টির কর্মীদের তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ জানান।

রাজস্থানে ২৪ জন বিজেপি প্রার্থীর মধ্যে ২১ জন প্রার্থী এক লক্ষ ভোটে এগিয়ে আছে।বিজেপি রাজস্থানে ২৪টি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। শুধুমাত্র একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টির জোটের প্রার্থী।

ভাটপাড়া উপনির্বাচনে জয়ী অর্জুন পুত্র পবন

কলকাতা, ২৩ মে (হি.স) : ভাটপাড়ায় উপনির্বাচনে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী পবন সিং উ এদিন অর্জুন পুত্রের কাছে হেরে যান তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মদন মিত্র উ বৃহস্পতিবার ৩৬ হাজার ভোটে জয়লাভ করেন পবন সিং উ এদিন তার মোট প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ৬২ হাজার ৬৭৭ টি উএদিন গণনার শুরু থেকেই ভাটপাড়া বিধানসভা উপনির্বাচনে পিছিয়ে ছিলেন তৃণমূলকংগ্রেস প্রার্থী মদন মিত্র। অন্যদিকে প্রথম থেকেই সামনের আসনে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী পবন সিং। অন্যদিকে, শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং উ এরসঙ্গেই এদিন পবন সিং-এর জয়ের খবর বেরোতেই, উল্লাসিত হয়ে ওঠেন ভাটপাড়ার বিজেপি সমর্থকরা উ খুশির মেজাজ দেখা যায় এলাকায়।

উল্লেখ্য, বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রাথী হয়ে দাঁড়ানোয় জন্য ভাটপাড়ার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন অর্জুন সিং। সেই শূন্যপদ পূরণ করার জন্যই প্রয়োজন হয় উপনির্বাচনের। ভাটপাড়ার এই শূন্য আসনেই বিজেপি প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অর্জুন পুত্র পবন সিং উঅন্যদিকে, বহুদিন রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় ভুমিকা থেকে বঞ্চিত ছিলেন মদন মিত্র উ এবার ভাটপাড়ায় উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রাথী হয়ে দাঁড়িয়ে, ফের আরএকবার সক্রিয় রাজনীতিতে কামব্যাকের চেষ্টা করেছিলেন তিনি উ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো এই প্রচেষ্টাউ ৩৬ হাজার ভোটে জয় ছিনিয়ে নিলেন অর্জুন পুত্র।

নির্বাচনের সময় ছাপ্পা ও জাল ভোট ঠেকাতে পারলে তৃণমূলের ফল আরও খারাপ হত, মত মুকুলের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের সময় ছাপ্পা ও জাল ভোট ঠেকাতে পারলে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের ফল আরও খারাপ হত বলে মনে করছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। টিভির পর্দায় লোকসভা ভোটের ফলাফলে চোখ রেখে প্রতিক্রিয়া দিলেন তিনি।বৃহস্পতিবার লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার দিন। চলছে গণনা পর্ব। প্রতি মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাড়ের উপর নিশ্বাস ফেলছে বিজেপি। রাজনৈতিক মহলে এখন টানটান উত্তেজনা।এর মধ্যে দিল্লির বাড়িতে বসে বিজেপি নেতা মুকুল রায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি বলেন, "লোকসভা ভোটের আগে থেকেই বাংলায় মোদীজীর পক্ষে আমরা জনসমর্থন লক্ষ করেছি। যদি নূন্যতম ছাপ্পা ভোটটা আটকাতে পারতাম তাহলে বাংলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সাফ হয়ে যেত। কিছু কিছু জায়গায় ছাপ্পা ভোট, জালিয়াতি হয়েছে। তা না হলে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে ভারতবর্ষের মানুষের যে রায় ছিল পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম হত না।"

তাঁর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ৪২-এ ৪২ পাবে। আজকের এই ফলাফল প্রমাণ করে দিচ্ছে বাংলার মানুষের তৃণমূল সরকারের প্রতি অনীহা ও অনাস্থা। ২০১৪ সালে পশ্চিবঙ্গে বিজেপি মাত্র ২টি আসন পেয়েছিল। এই বছর ১৫ টা পাক বা ১৬ টা এটাকে ধরতে হবে একটা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকে শুধু মোদীজীর দিকে লক্ষ রেখে বাংলার মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে মমতা যে কুৎসা করেছে বাংলার মানুষ আজ জবাব দিচ্ছে।"

বিপুলভাবে প্রত্যাবর্তন বিজেপির মোদীকে অভিনন্দন জিনপিং-পুতিনের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.): ঐতিহাসিক জয়ের পথে ভারতীয় জনতা পার্টিউ পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এখনও ঘোষণা হয়নি, তার আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানালেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংউ নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানানোর তালিকায় রয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসরাফ ঘানি, এবং ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকওউ ফোন করে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবেউ সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক সাফল্যের প্রেক্ষিতে টেলিগ্রাম মারফত মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনউ আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসরাফ ঘানি টুইট করে লিখেছেন, 'ভারতের জনগণের বিপুল রায়ের জন্য অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদীউ দুই গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে আরও দৃঢ় সহযোগের জন্য উদগ্রীব আফগান সরকার ও জনগণ।

সর্বশেষ প্রবণতা অনুযায়ী, ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে রয়েছে ৩০১টি আসনেউ কংগ্রেস মাত্র ৫০টি আসনে এগিয়ে রয়েছেউ প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, 'একসঙ্গে আমরা উন্নীত হবউ একসঙ্গে আমরা শক্তিশালী এবং সর্বব্যাপী ভারত নির্মাণ করবউ ভারত ফের জয়লাভ করল!'

চিনের প্রেসিডেন্ট, জাপানের প্রধানমন্ত্রী, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং ভুটানের রাজা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহ এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুউ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত শুভেচ্ছা বার্তায় শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'জমকালো জয়ের জন্য অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদীউ আপনার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে কাজ করতে উদগ্রীবউ' পাশাপাশি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, 'ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও মজবুত করতে হবে আমাদের।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে বিজেপির সুনামি বইছে, দাবি শিবরাজের

ভোপাল, ২৩ মে (হি.স.) : প্রত্যাশা মতোই এখনও পর্যন্ত ২৯১টি আসনে এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। কংগ্রেস মাত্র ৫০টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। গোটা দেশজুড়ে বিজেপির সাফল্য দেখে উৎফুল্ল মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গোটা দেশজুড়ে বিজেপির সুনামি বইছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এদিন শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট শুধুমাত্র ঝড় নয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গোটা দেশজুড়ে বিজেপির সুনামি বইছে। জনগণের হৃদয়ে নরেন্দ্র মোদীর বসবাস করেন। ভগবানের মতো শক্তি তাঁর রয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে ২৯টি আসনের মধ্যে ২৮টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে পারেনি কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, কৃষি ঋণ মকুবের নাম করে মধ্যপ্রদেশে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। তাই রেগে গিয়ে জনগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। দেশজুড়ে বিজেপির সাফল্যের কথা তুলে ধরে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, বিজেপি সভাপতি হিসেবে অমিত শাহ বলেছিলেন ওডিশা এবং পশ্চিমবঙ্গে আগের তুলনায় ভাল করবে বিজেপি। উত্তরপ্রদেশে আমি বলেছিলাম বিজেপি ৫০টির বেশি আসন পেতে চলেছে। তাই হয়েছে। রেকর্ড মারজিনে ভোপাল থেকে জিতবেন সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর।

নির্বাচনী জয় নরেন্দ্র মোদীর একার, বিজেপির নয়, খোঁচা সিংভি

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : বিজেপির বিপুল জয়কে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি। এই জয় নরেন্দ্র মোদী একার। বিজেপির নয় বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। এখন পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে ৩৪৬টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট এগিয়ে ৯১টি আসনে। বিজেপির এই বিপুল জয়কে কটাক্ষ করে অভিষেক মনু সিংভি বলেন, জয়ের ধারা যে দিকে যাচ্ছে তা থেকে স্পষ্ট এই জয়ের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একার। বিজেপির নয়। নির্বাচনী প্রচারে আদর্শ আচরণ বিধি ভাঙার জন্য নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে অভিষেক মনু সিংভি বলেন, নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি এখন মোদী কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গিয়েছে। ইভিএম-কে দায়ী করে অভিষেক মনু সিংভি বলেন, ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইভিএম এখন বিজেপির কাছে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং বিজেপির এই জয়কে ঐতিহাসিক হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

আগামী ৩০ মে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন জগনমোহন রেড্ডি : উমারেড্ডি ভেঙ্কটেশ্বরালু

অমরাবতী, ২৩ মে (হি.স.): আগামী ৩০ মে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির প্রধান জগনমোহন রেড্ডিউ বৃহস্পতিবার এমনই জানালেন ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির নেতা উমারেড্ডি ভেঙ্কটেশ্বরালুউ অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে তেলুগু দেশম পার্টিউ নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত ১৪৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টিউ তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি) মাত্র ২৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছেউ এছাড়াও পবণ কল্যাণের দল জনসেনা পার্টি মাত্র একটি আসনে এগিয়ে রয়েছেউ বৃহস্পতিবারই অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন চন্দ্রবাবু নাইডু।

এরপরই ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির নেতা উমারেড্ডি ভেঙ্কটেশ্বরালু জানিয়েছেন, আগামী ৩০ মে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির প্রধান জগনমোহন রেড্ডিউ বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রূপচর্চা থেকে নানাবিধ কাজে উপকারিতা বা ব্যবহার জেনে নিন

আমলকি খুবই জনপ্রিয় স্থানীয় একটি ফল। দামে সস্তা এই ফল মানুষ রুচি বৃদ্ধি থেকে শুরু করে নানা কাজে লাগিয়ে থাকে। রূপচর্চা থেকে নানাবিধ কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। নিচে আমলকির কয়েকটি উপকাতরিতা বা ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হল কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাইলস চিকিৎসায় আমলকির রস কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং পাইলস রোগ থেকে মুক্তি দেয়। স্কার্ভি দূরীকরণে: সাধারণত ভিটামিন সি এর অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ আমাদের শরীরে বাসা বাধে। এর ফলে দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে, মাড়িতে ঘা হয়, শরীর দুর্বল হয়ে যায়, চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ হয়, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং হাড়ের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। অথচ প্রতিদিন মাত্র ১-২ টি আমলকি খেলে এসব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ এত রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। আলসার চিকিৎসায়: নিয়মিত আমলকি খেলে পেটের আলসার দূর হয়। ক্ষুধামন্দা দূর করতে: প্রতিবার খাওয়ার আগে মাখন ও মধুর সঙ্গে আমলকির গুঁড়া মিশিয়ে খেলে ক্ষুধামন্দা দূর হয়। দৃস্টিশক্তি বৃদ্ধিকরণে: দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আমলকি। এছাড়া চোখ লাল হওয়া, চুলকনো ও চোখ দিয়ে জল পড়া রোধেও এটি বিশেষভূমিকা রাখে। সর্দি কাশির চিকিৎসায়: দীর্ঘমেয়াদী কাশি সর্দির জন্য আমলকির নির্যাস উপকারী। মেদ দূর করে. শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এমনকি এটি খেলে হজম শক্তি বেড়ে যায়। ফলে মানুষ মুটিয়ে যায় না। চুলের যত্ন: আমলকি চুলের টনিক হিসেবে কাজ করে। চুলের যত্ন নেওয়ার জন্য এটি একটি অপরিহার্য উপাদান। আমলকি খেলে শুধু চুলের গোড়াই শক্ত হয় না, চুল দ্রুত বেড়ে ওঠে। খুশকির সমস্যায়, চুলকে খুশকিমুক্ত ও কম বয়সে চুল পাকা রোধে আমলকি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চর্মরোগের চিকিৎসায়: প্রতিদিন সকালে মধুর সঙ্গে আমলকির রস মিশিয়ে খেলে চর্মরোগ নিরাময় হয়। তাছাড়া এটি খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং মুখের চামড়ায় কোনো দাগ পড়ে না।

গালিগালাজ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো

স্কুল-কলেজ, বাসাবাড়ি বা অফিসেই কেউ যদি অতি মানসিক চাপে গালি দেয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। ঘটে যায় মস্ত বড় কেলেঙ্কারি। তবে গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা। গবেষকদের দাবি গালিগালাজই কমাতে পারে মানসিক চাপ, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।একাধিক মার্কিন গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে মানসিক চাপ, অবসাদ, মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা কমানোর ক্ষেত্রে গালিগালাজ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই ধারণার সঙ্গে একমত ব্রিটিশ গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীরাও।কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক ও ফলিত ভাষাতত্ত্ব অধ্যাপক ড. কিরিকুস অ্যান্টনিও জানান, গালিগালাজ আসলে মন থেকে রাগ, ক্ষোভ বের করে মানসিক চাপ কাটানোর সহজ উপায়। অ্যান্টনিওর মতে, যেসব মানুষ উত্তেজিত হলেও গালিগালাজ দিতে পারেন না বা দেন না, তাদের মধ্যে মানসিক্য অবসাদ উচ্চরক্তচাপ, নানা স্নায়বিক সমস্যা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কখনো এসব ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সমস্যাও দেখা যায়। তুলনায় যারা সহজে গালাগাল দিয়ে চাপমুক্ত হন তারা অনেক বেশি সুস্থ থাকেন।

যেসব কারণে বাড়ে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি

স্তন ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্তন ক্যান্সার থেকে দরে থাকতে হলে সচেতনতাই প্রথম কথা। কিন্তু আমাদেরই প্রতিদিনের কিছু কাজ এই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

আসুন জেনে নেই যেসব অভ্যাসে বাড়ায় স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি।

সঠিক মাপের ব্রা

স্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট হলে স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকা

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকার কারণে ঘাম, আর্দ্রতা জমে থাকা সব মিলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। ঘরে থাকার সময়টুকুতে ব্রা ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন।

প্লাস্টিকের বক্স

প্লাস্টিকের বক্সে খাবার রাখা এবং বিশেষত সেটিতেই ওভেনে গরম করা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পারে। এর বদলে কাঁচের পাত্র ব্যবহার করুন। আর প্লাস্টিক ব্যবহার করতে চাইলে তা ফুড গ্রেড কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

চুল রঙিন করা

চুল রঙিন করার কাজে ব্যবহৃত রঙের ক্ষতিকর রাসায়নিকের কারণে হতে পারে স্তন ক্যান্সারও। তাই ভালো ব্র্যান্ডের ভেষজ চুলের রং ব্যবহার করুন। আর সবচেয়ে ভালো হয় মেহেদি ব্যবহার করতে পারলে।

এয়ার ফ্রেশনার

এয়ার ফ্রেশনার

এয়ার ফ্রেশনারে থাকা প্যাথালেট নামক প্লাস্টিসাইজিং রাসায়নিক যা সুগন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে, তার সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বরং ফুটন্ত জলেতে এক টুকরো দারুচিনি ফেলে দিন। ঘর থেকে দুর্গন্ধ দূর হবে।

নেপথলিন

কাপড়চোপড় পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে বা বাথরুমের দুর্গন্ধ এড়াতে বেসিনে, সিঙ্কেও নেপথলিন ফেলে রাখেন অনেকেই। কিন্তু এটি পুরোটাই ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি হয়, যা কেবল পোকামাকড়কে দূরেই রাখে না, বরং আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। এরচেয়ে নিমপাতা শুকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে রেখে দিন। একই উপকার পাবেন।

রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কেবিনেট

রান্নাঘরের স্কি বা কেবিনেটে যে রঙিন তরল ক্লিনার দিয়ে আপনি পরিস্কার করছেন, তাতে থাকা কেমিক্যাল কেবল আপনার স্তন ক্যান্সারই নয়, মাইগ্রেন ও অ্যালার্জির প্রকোপও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই কেমিকেলযুক্ত এই ক্লিনার ব্যবহার না করে ভিনেগার বা বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন।

শিং ও মাগুর মাছের পোনা মজুদ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

এ মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন কৌশল বেশ কয়েক বছর আগেই উদ্ভাবিত হলেও কয়েক বছর আগেও শিং মাছের চাষ তেমন একটা প্রচলন হয়নি। বর্তমানে হ্যাচারিসমূহে প্রচুর শিং মাছ এর পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে, ফলে পোনারপ্রাচুর্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ মাছের চাষেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। পাংগাস মাছের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবে শিং মাছের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবে শিং মাছের চাষসহ এককভাবে শিং মাছ চাষের প্রসারও ঘটেছে। পাংগাস মাছের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবে শিং মাছের চাষসহ এককভাবে শিং মাছ চাষের প্রসারও ঘটেছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে এ মাছের চাহিদা বেশি থাকায় এ মাছের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শিং মাছের পোনা উৎপাদন কৌশল সহজত হয়ে আসতে প্রয়োজনমতো পোনা সহজেই যাচ্ছে। মাগুর মাছ ঃ এ মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন কৌশল বেশ কয়েক বছর আগেই উদ্ভাবিত হলেও মাগুর মাছের একক চাষের তেমন একটা প্রচলন হয়নি। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বল্প পরিসরে এ মাছের পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। শিং মাছের মতো এ মাছ চাষের প্রসার ঘটে নাই। বর্তমানে পাংগাস মাছের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবেই চাষ হচ্ছে। ভবিষ্যতে পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজ হলে চাষের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে কারণ এ মাছের বাজার চাহিদা ব্যাপক।

পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন ঃ মাছ চাষে উত্তম ফলাফল নির্ভর করে ভালো মানের বীজের ওপর। কৌলিতাত্ত্বিকভাবে বিশুদ্ধ পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য পরিচিত বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য পোনা উৎপাদনকারীর নিকট হতে পোনা সংগ্রহ করাই উত্তম। পুকুর প্রস্তুতের সময় হতেই পোনার জন্য যোগাযোগ শুরু করতে পারে। ভালো মানের শিং মাছের পোনার জন্য পুকুর প্রস্তুতের সময় থেকেই হ্যাচারির সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পোনার জন্য অগ্রিম বুকিং প্রদান করতে হবে। অনেক সময় হ্যাচারিসমূহ বুকিং পাওয়ার পর পোনা উৎপাদন করে থাকে। নির্ধারিত দিনে উপযুক্ত পাত্রে পোনা পরিবহণ করে পুকুরে মজুতের ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকাংশ হ্যাচারি শিং মাগুর উভয় প্রজাতির মাছের ৭-৮ দিন বয়সের পোনা বিক্রয় করে থাকেন কিন্তু এ বয়সের পোনা উৎপাদন পুকুরে মজুদ করা উপযুক্ত নয় সে জন্য মজুদ পুকুরের জন্য উপযুক্ত আকারের পোনা প্রাপ্তির জন্য নার্সারিতে পোনা পালনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

উৎপাদন পুকুরে পোনা মজুদ ঃ নার্সারি পুকুরে পোনার আকার ৫-৭ সেমি হলে পোনা মজুদ পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পোনা ছাড়ার ঘনত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে খামারির মাছ চাষের অভিজ্ঞতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, মাছ চাষের আগ্রহ, পুকুরের মাটি ও জলের গুণাগুণ এবং চাষের পদ্ধতির ওপর। মজুদ পুকুর প্রস্তুতের ৪-৫ দিন পর পোনা মজুদ করতে হবে। বাণিজ্যিকভাবে শিং মাছের একক চাষের জন্য শতকে ৪০০-৫০০ টি পোনা ছাড়া যেতে পারে। কৈ বা পাংগাস মাছের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবেও শিং ও মাগুর মাছ চাষ করা বেশ লাভজনক। এক্ষেত্রে শতকে ৩০-৫০ টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে। এ জাতীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের প্লাংকটনের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য শতকে ১-২ টি সিলভার বা কাতলের পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

ডায়াবেটিসের প্রাথমিক উপসর্গ জেনে নিন

ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অসুস্থতা বাড়িয়ে তোলে। এই রোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয়টি হল, অষুধ, শরীর চর্চা এবং খাওয়া দাওয়া নিয়ম মেনে করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে বটে, কিন্তু তা কোনও ভাবেই পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব নয়। সঠিক সময়ে শারীরিক লক্ষণগুলো চিহ্নিত করে ডায়াবেটিসের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলে দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে দীর্ঘ স্বাভাবিক জীবন পাওয়া সম্ভব। ডায়াবেটিসের প্রাথমিক উপসর্গগুলি এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। ১। পিপাসা ও প্রস্রাবের মাত্রা বৃদ্ধি পিপাসা বেড়ে যাওয়া বা ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ পাওয়ার সমস্যা দুটি ডায়াবেটিস রোগের ক্ষেত্রে খুবই সাধারণ লক্ষণ। সাধারণত, একজন সুস্থ মানুষ সারাদিনে ৬-৭ বার প্রস্রাব করেন। পরিবেশ বা পরিস্থিতি পরিবর্তনে দিনে ৪-১০ বার প্রস্রাবকেও স্বাভাবিক ধরা হয়। তার বেশি হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ২. ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া ডায়াবেটিসের তিনটি প্রধান লক্ষণের মধ্যে অন্যতম হল ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া। বারবার খাওয়ার পরেও একটা খিদে খিদে ভাব থেকেই যায়। এমন হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ৩. অবসাদ বা ক্লান্তি বোধ পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও যদি সারাদিন অস্বাভাবিক ক্লান্ত বোধ করেন তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারণ ডায়াবেটিসের ফলে শরীর পর্যাপ্ত গ্লুকোজ পায় না। পাশাপাশি অতিরিক্ত প্রস্রাবের ফলে শরীরে জলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই শরীর ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ৪. অস্বাভাবিকভাবে ওজন হ্রাস খাদ্যাভ্যাসে কোনও ধরনের বিশেষ পরিবর্তন বা শরীরচর্চা ছাড়াই অস্বাভাবিকভাবে ওজন কমে যাওয়া ডায়াবেটিসের একটি অন্যতম লক্ষণ। ডায়াবেটিসের ফলে শরীর পর্যাপ্ত গ্লুকোজ পায় না। শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তির ঘাটতি দেখা দেয়। আর সেই ঘাটতি পূরণের জন্য শরীর তার ফ্যাট ব্যবহার করা শুরু করে। ফলে শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে, ওজন কমতে থাকে। ৫. অস্পষ্ট দৃষ্টি শক্তি হঠাৎ করে যদি অস্পষ্ট বা ঝাপসা হতে থাকে এবং তার জন্য যদি চোখের কোনও সমস্যা না থাকে, তবে বুঝতে হবে ডায়াবেটিসের সমস্যার জন্যই এমনটা হচ্ছে। শরীরের অভ্যন্তরে তরলের মাত্রার তারতম্য হওয়ায় চোখ ফুলে যায়। ফলে দৃষ্টি হঠাৎ করে অস্পষ্ট বা ঝাপসা হতে থাকে। এমন হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামশ নেওয়া উচিত। ৬. ক্ষতস্থান নিরাময় হতে সময় লাগা শরীরের যে কোনও কাটা ছেড়া ও ক্ষতস্থান শুকতে বা সেরে উঠতে যদি অনেক বেশি সময় লাগে তবে তা ডায়াবেটিসের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এমন হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

নারিকেল গাছে মাইকের আক্রমণ ও তার দমন ব্যবস্থা

মাইটের আক্রমণে নারিকেল গাছের ক্ষতি সম্বন্ধে আগে অজানা ছিল। এ মাইটের উপস্থিতি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৬৫ সালে মেক্সিকোতে। এরপর পরই এই মাইটের উপস্থিতি ব্রাজিল ও আইভোরিকোস্টে দেখা যায়। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে ভারতের কেরালাতে এমাইটের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় ভারতে এ মাইটকে নারিকেলের জন্য অনুপ্রধান ক্ষতিকারক পেস্ট হিসাবে বিবেচনা করা গ্গহয়। পরে ভারতে ১৯৯৯ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে কেরালায় এ মাইট মনিটরিং এর জন্য বিস্তারিত সার্ভের আয়োজন করা হয়। তাদের এ সার্ভের ফলাফলে দেখা যায়, তদাঞ্চলে প্রায় ৫৮৯ লক্ষ ফলন্ত নারিকেল গাছ এ মাইট দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এ আক্রমণের প্রভাবে এসব নারিকেলের ফলন প্রায় ৪২ শতাংশ কম হতে দেখা যায়। তখন থেকেই ভারতে এ নারিকেল মাইটকে প্রধান ক্ষতিকারক পেস্ট হিসাবে চিহ্নিত করে সরকারিভাবে তা দমন ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। একই গুরুত্ব বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ মাইট সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণার ব্যবস্থানিয়ে এ দেশে এ মাইটের উপস্থিতি ও তার দমন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিস্তারিত সুপারিশ মালা নারিকেল চাষিদের বৃহত্তর স্বার্থ প্রণয়ন করতে পারে।

নারিকেল মাটি চিহ্নিতকরণ: নারিকেল মাইট ইরিওফিড নামে পরিচিত, যা অন্য মাইট থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ মাইটের আকারে খুবই ছোট। খালি চোখে তা দেখা সম্ভব নয়। প্রায় ১০-১৫ গুণ পাওয়ার বিশিষ্ট ম্যাগনিফায়ারিং গ্লাস দিয়ে তা দেখা সহজ হয়। একটা নারিকেল মাইট লম্বায় প্রায় ২০০-২৫০ মাইক্রোন এবং চওড়ায় প্রায় ২০-৩০ মাইক্রোন হয়। সাধারণ মাইটের ৪ জোড়া বা ৮ টা পা থাকে। অথচ নারিকেলের ক্ষতিকারক নএই মাইটের পায়ের সংখ্যা মাত্র ৪ টা। পুরুষ মাইটের তুলনায় স্ত্রীমাইট আকারে কিছু বড়। মাইটের জীবন চক্র শেষ হতে সময় লাগে মার ১০-১২ দিন। শী মৌসুমে এ চক্র শেষ হতে কিছু বেশি সময় লাগে, এ সময় চক্র শেষ হয় প্রায় ১৫-২১ দিনে। ডিম ফুটে ৩-৪ দিন পর লার্ভা বের হয় পরে তা রূপান্তরিত হয়ে নিমফ আকার ধারণ করে।এর কয়েকদিনের মধ্যেই তা পূর্ণাঙ্গ মাইট রূপ ধারণ করে।

নারিকেল মাইটের তৎপরতা ও ক্ষতি

ঃ ফুল ফল ধরার জন্য নারিকেলের যে কাঁদি বের হয় এবং তাতে ক্ষুদ্র কচি নারিকেল গাঁথা / ধরার সঙ্গে সঙ্গে মাইট তার বোটার অংশের উপরিভাগে যে ক্যাপ বা খোলস থাকে তার নিচের অতি নরম অংশে অবস্থান অংশের টিস্যু খুবনরম থাকে। তাইঅবাধে এ অংশ ক্ষত করে মাইট ভিতরের রস চুষে খায়। কচি ফল ধরার পর থেকে তা নারিকেল হতে সময় লাগে প্রায় বার মাস। কচি ফল গাঁথা থেকে শুরু করে প্রথম ৬ মাস তখনওফল বা ডাব কটিও ছোট অবস্থায় থাকে, নরম টিস্যুর রস আহার করা ও বংশ বিস্তার করা মাইটসের জন্য অতি সহজ হয়।

ডাব ও নারিকেলে মাইটের উপস্থিতির লক্ষণ ও ধরণ ঃ নারিকেলে বা ডাবের গায়েগাঢ় বাদামী ছোবড়া ছোবড়া দাগ দেখা গেলে বুঝতে হবে তা মাইটের আক্রমণের লক্ষণ। আক্রমণের মাত্রা অত্যাধিক হলে কচি অবস্থায় মাটিতে অপূর্ণ ডাব ঝড়ে পড়ে। যেগুলো টিকে যায় সেগুলোও আকারে ছোট ও অনাকাঙ্খিত আকার (ডিফরম) ধারণ করে। মাইটের আক্রমণে ডাব ও নারিকেলের স্বাভাবিক রং থাকে না, বেশি গাঢ় হয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। ভিতরের শাঁস (কারনেল) গঠন খুব কম হয় (৩০ শতাংশ ক্ষতি), নারিকেলের ছোঁবড়ার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে তা শিল্পকারখানায় ব্যবহার অনুপযোগী হয়।

মাইটের বিস্তার ঃ একই গাছের বা পাশ্ববর্তী গাছ থেকে মাইট বাতাসের মাধ্যমে ব মৌমাছি বোলতা বা মধু আরোহনকারী পাখির মাধ্যমে অন্য গাছে বা অপর বাগানে ছড়াতে পারে। এছাড়াও প্রবল বাতাসের মাধ্যমে অথবা নারিকেল/ ডাব বা নারিকেল চারার মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে এ মাইট ছড়িয়ে পড়ে।

নিয়ন্ত্রণ / দমন ব্যবস্থা: যেহেতু মাইট বোটার অংশে খোলের নিচে অবস্থান করে এবং নরম টিস্যুর রস খেয়ে বংশবিস্তার করে তাই এ নিরাপদ স্থানে অবস্থানরত মাইট দমন খুব সহজ নয়। তবে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাইটের আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ।

এগুলোর বিবরণী নিম্নরূপ : ১. বাগান স্বাস্থ্য সম্মত রাখা — ক) নারিকেল বাগান বা গাছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। এ লক্ষ অর্জনে গাছের নিচে মাইটদ্বারা আক্রান্ত ঝরে পড়ে থাকা অপুষ্ট ডাবগুলো কুড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। ক) গাছে সময় মত, পরিমিত প্রয়োজনীয় খাদ্য সাল প্রয়াগ করা হলেও প্রয়োজনীয় খাদ্য সাল প্রয়োগ হলেও প্রয়োজনীয় সেচ নিকাশ ব্যবস্থায় নারিকেল গাছের ও ফলের বৃদ্ধি বেশি হয়। তাতে মাইটের আক্রমণ হলেও ক্ষতির মাত্রা খুব কম হয়। গ) প্রাকৃতিক (বায়ালজিক্যাল কন্ট্রোল) ভাবে দমন — ১) প্রিডেসিয়াম নামক এক ধরনের রাক্ষুসে বা পরজীব ভোজী মাটি নারিকেল মাইট কলোনিতে এ পরভোজী মাইটের উপস্থিতিতে নারিকেল মাইটের বিস্তার রোধে অন্যতম ভূমিকা রাখবে। ২) এক প্রকার প্যানোজেনিক ছত্রাক নারিকেল মাইট ধ্বংসের অন্যতম ছত্রাক। নারিকেল মাইট কলোনিতে এ ছত্রাকের উপস্থিতি নারিকেল মাইটের বংশ বিস্তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। গ) এছাড়াও এক প্রকারের লেডিবাড বিটল এ ক্ষতিকর নারিকেল মাইট ধ্বংস করতে সক্ষম। তাই এ জাতের লেডিবাড বিটল চিহ্নিত করে তা বাগানে ছেড়ে দেয়ার বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। মাইট আক্রান্ত নারিকেল গাছে / বাগানে এসব প্রকৃতিক শত্রুর উপস্থিতিতে এ নারিকেল মাইটের বংশ বিস্তার ও তা দ্বারাক্ষতির সম্ভাবনা বিনষ্ট হবে। একইকারণে পশ্চিমা দেশগুলো পরিবেশের দিক বিবেচনায় এনে মাকড় নাশক ব্যবহারে তারা খুব একটা উৎসাহিত নয়, নারিকেল মাইট দমনে এসব পরভোজী ছত্রাক ও পোকা মাকড় দ্বারা বায়োলোজিক্যাল কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনার উপর তারা বেশি গুরুত্বদিচ্ছে। ভারত একই ব্যবস্থায় এ মাইট দমনের লক্ষ্যে গবেষণা শুরু করেছে। ঘ) বায়োপেস্টি সাইড ব্যবহার--- পরিবেশ ও পরভোজী উপকারী প্রাণী সংরক্ষণ করার দিক বিবেচনায় এনে ভারতে নারিকেল মাইট দমনে বায়ো পেস্টিসাইড ব্যবহারের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। এগুলি নিম্নরূপ ঃ

নিম তেল দিয়ে তৈরি মাকড়ানাশক ব্যবহার — আক্রান্ত নারিকেল গাছ ২ শতাংশ নিম তেল, রসুন এবং সাবানের মিকচার দিয়ে স্প্রে করে সফলভাবে মাইট দমন করা বর্তমানে সহজ হচ্ছে। এ মিকচার তৈরি করার জন্য ২০ মিলি নিম তল, ২০ গ্রাম পরিষ্কার সুন বটা ও ৫ গ্রাম কাপড় ধোয়ার সাবান একত্রে মেশাতে হয়। এ স্প্রে মিশ্রণ তৈরির জন্য ৫ গ্রাম কাপড় ধোয়া সাবান ৫০০ মিলি জলেতে ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে ২০ মিলি নিম তেল মেশাতে হয়। এরপর ২০ গ্রাম পরিষ্কার রসুন বাটা ও ৫ গ্রাম কাপড় ধোয়ার সাবান একত্রে মেশাতে হয়। এ স্প্রে মিশ্রণ তৈরির জন্য ৫ গ্রাম কাপড় ধোয়া সাবান ৫০০ মিলি জলেতে ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে ২০ মিলি নিম তেল মেশাতে হয়। এরপর ২০ গ্রাম পরিষ্কার রসুনকে ভালোভাবে গুঁড়া করে বা বেটে নিয়ে তাতে সাবানগুলো জল ও নিম তেল মিশিয়ে সমস্ত মিকচার পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়ে তা দিয়ে স্প্রে করতে হয়। এ মিকচার তৈরির পর পরই স্প্রে করার কাজ সমাধা করতে হবে, তৈরিকৃত মিকচার রেখে দিয়ে পরের দিন ব্যবহার বা বাসী করে ব্যবহার করা উচিত হবে না।

বায়ো মাকড় নাশক ব্যবহার ঃ বর্তমানে অ্যাজাডাইর‍্যাথিন নামক নিম থেকে তৈরি এক ধরনের মাকড় নাশক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না নারিকল মাইট দমন কার্যকরি। এ মাকড়নাশক মাইট দমনে কার্যকরি। এ মাকড় নাশক দু'ধরনের ফরমুলেশনে পাওয়া যাচ্ছে। তা হতে পারে ১ শতাংশ অথবা ৫ শতাংহ ফরমুলেশনে তৈরি। এ মাকড় নাশক ব্যবহার ক্ষেত্রে ১ শতাংশ ফরমুলেশনের ব্যবহার করা হলে প্রতি লিটার জলেতে ৪ মিলি এবং ৫ শতাংশ ফরমুলেশনে তৈরি মাকড় নাশক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতি লিটার জলেতে ৩ মিলি এ মাকড় নাশক মিশিয়ে এ মিশ্রণ দিয়ে নারিকেল গাছের আক্রান্ত অংশ ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার সময় মাত্র নারিকেল ফুল ধরার প্রত্যেকটা নারিকেল কাঁদিতে স্প্রে করা হয় এবং স্প্রে ক্ষুদ্র ফোটা দিয়ে যেন নারিকেলের আক্রান্ত অংশগুলো ভালোভাবে ভেজানো হয়। খেয়াল রাখতে হবে যেন ব্যবহৃত স্প্রে যন্ত্রটি খুব ফাইন ফোটা বের হতে সক্ষম হয়। একটা নারিকেল গাছ স্প্রে করতে ১-১৫ লিটার স্প্রে মিশ্রণ যথেষ্ট। স্প্রে করার কাজ বছরে অন্তত ৩ বার করতে হবে। প্রথমবার ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে, দ্বিতীয়বার এপ্রিল-জুন মাসে এবং তৃতীয় বার সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে স্প্রে করার কাজ শেষ করতে হবে।

খেয়াল রাখতে হবে যেন এ স্প্রের তরল পদার্থ কচি নারিকেলের বোঁটার অংশসহ সমস্ত জায়গায় ভালভাবে ভেজানো যায়।

নারিকেলের কাঁদি ছাড়াঅন্য অংশে (পাতা ও কাণ্ড) স্প্রে করার প্রয়োজন নেই। কেন না, বাকি অংশে নারিকেলের মাইট থাকে না। নারিকেলের স্ত্রী ফুল বা ফল ধরা আরম্ভ হয়নি, সে অংশেও স্প্রে করা যাবে না।

স্প্রেকরার আগে অবশ্যই সংগ্রহযোগ্য ডাব ও নারিকেল পেড়ে নিতে হবে।

নারিকেল গাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা গ্রহণ: নারিকেলের বিভিন্ন অংশের উপাদানদিয়ে তৈরি ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরিকরে তা নারিকেল বাগানে বছর ব্যাপী ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে তাতে লিগনীল জাতীয় ছত্রাক ব্যবহার করতে হবে। বাগানে বা গাছের গোড়ায় সবুজ সার (বরবটি, ধৈঞ্চা) তৈরি ও ব্যবহার উদ্যোগ নিতে হবে। এগুলো গ্রীস্মকালে মালচিং এর কাজ করবে এবংপরবর্তীতে বর্ষায় তা পঁচে জৈব সারের কাজ করবে। বছরে বর্ষার আগেও পরে কমপক্ষে ২ বার অনুমোদিত ডোজে জৈব ও অজৈব সার নারিকেল গাছে ব্যবহার করতে হবে, শুকনামৌসুমে বাগানের মাটিতে রসের পরিস্থিতি বুঝে প্রতি গাছে সপ্তহে একবার ২০০-৪০০ লিটার জল সেচ দিতে হবে। গাছের গোড়ার চারদিকে মাটিতে রস সংরক্ষণের জন্য মালচিং ব্যবস্থানিতে হবে। এগুলো হতে পারে--- গোড়া থেকে প্রায় ২মিটার (রেডিয়াস) ব্যাপী স্থান নারিকেল ছোবড়া দিয়ে মালচিং ব্যবস্থা নেয়া। একইভাবে নারিকেল পাতা / সবুজ সার/ গ্রীন লতা পাতা দিয়ে তৈরি কম্পোষ্ট দিয়ে রস সংরক্ষণ করা। কোকো ডাস্ট দিয়ে মালচিং করার ব্যবস্থা নেয়া।

ওষুধ ছাড়াই ভালো হবে সর্দি-কাশি-জ্বর

প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হওয়ার কারণে হঠাৎ করেই সর্দি, কাশি, জ্বরের কবলে পড়তে হচ্ছে অনেককে। সর্দি, কাশি ও জ্বর ভালো হওয়ার জন্য ওষুধ খেয়ে থাকেন অনেকে। জেনে রাখা ভালো সর্দি, কাশি ও জ্বর সেরে উঠার জন্য ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

আসুন জেনে নেই ওষুধ ছাড়াই কীভাবে হবে জ্বর-সর্দি কাশি। জ্বরের কবলে পড়তে হচ্ছে অনেককে। সর্দি, কাশি ও জ্বর ভালো হওয়ার জন্য ওসুধ খেয়ে থাকেন অনেকে। জেনে রাখা ভালো সর্দি, কাশি ও জ্বর সেরে উঠার জন্য ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

আসুন জেনে নেই ওষুধ ছাড়াই কীভাবে ভালো হয়বে জ্বর সর্দি কাশি। রসুন

রসুনের গুণাগুণ অনেক। ভাইরাল ফিভার, ঠান্ডা লাগার মতো অসুখের প্রতিরোধ করতে রসুন খুব উপকারী। শুধু উান্ডা লাগাই নয়, উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক প্রতিরোধেও রসুন খুব কাজে দেয়। ৫ থেকে ৬ কোয়া রসুন থেঁতো করে নিন। তারপর সেটা শুধু খেতে পারেন কিংবা স্যুপের সঙ্গে মিশিয়েও খেতে পারেন।

আদারসুনের মতোই আদাও খুবই উপকারী একটি ঘরোয়া উপাদান। অনেক রকমের রোগ প্রতিরোধ করতে আদা খুব উপকারী। জ্বর কমাতে এক কাপ আদার রসে মধু মিশিয়ে খান। সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাবেন।

দারুচিনি

গলা ব্যথা, ঠান্ডা লাগা, কফ সারাতে দারুচিনি খুবই উপকারী। এতে অ্যান্টি ফাংগাল, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ভাইরাল উপাদান রয়েছে। এক চামচ দারুচিনির গুঁড়ো মধুর সঙ্গে মিশিয়ে তিন দিন দুই থেকে তিন বার খান।

তুলসী পাতা

জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা, ব্রঙ্কাইটিস, ম্যালেরিয়া এবং আরও অনেক রোগের উপশমকারী উপাদান হিসেবে তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী। এতে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিবায়োটিক এবং আরও অনেক উপাদান রয়েছে। ৮ থেকে ১০ টি তুলসীপাতা ভালো করে জলে ধুয়ে নিন। তারপর গরম জলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাতাগুলো ফোটান। সেই ফোটানো জল এক কাপ করে রোজ খান। ধনে বীজ বিভিন্ন রান্নায় আমরা ধনে বীজ হামেশাই ব্যবহার করে থাকি। যে কোনও রান্নায় আলাদা স্বাদ যোগ করে এটি। শুধু রান্নার স্বাদ বাড়ানোই নয়, ভাইরাল ইনফেকশন প্রতিরোধ করতে এটি খুবই উপকারী। রোগ প্রতিরাধ ক্ষমতা বাড়াতেও এটি সাহায্য করে।

ডালিমের যাবতীয় গুণাবলি জেনে নিন

ডালিম ছোট বড় সব মানুষের নিকট জনপ্রিয় একটি ফল। ভিটামিন ও অন্যান্য খনিজ উপাদান ভরপুর এই ফলটি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারি। ডালিমের বিচি থেকে তৈরি তেলে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী উপাদান। ডালিম শুধু প্রজনন নয়, চিরন্তন জীবন, আশা এবং সৌভাগ্যের প্রতীকও বটে। মানব শরীর গঠন ও সুরক্ষায় ডালিমের রয়েছে বহুমুখী ওষধি গুণ। এতে রয়েছেপ্রচুর পরিমাণ রোগ প্রতিরোধক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। ডালিমে খাদ্যশক্তি, শর্করা, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিংক রয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছেভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স যেমন থায়ামিন, রাইবোফ্লাবিন, নিয়াসিন এবং আয়রনেরও ভালো উৎস। নিচে ডালিমের যাবতীয়, পুষ্টি গুণ নিয়ে আলোচনা করা হলো ১. ডালিম ভাইরাস প্রতিরোধক। সাধারণ সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট ও বাতের ব্যথা দূর করতে এর জুড়ি নেই। ২. বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। ৩. ডালিমের খোসা ডায়রিয়া ও ডিসেন্ট্রি প্রতিহত করে ৪. ডালিমের বিচি থেকে তৈরি তলে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী উপাদান। মূলত ডালিম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ৫. ডালিমের ফিতাকৃমির সংক্রমণে ডালিমের মূলের শুকনো ছাল এবং কাণ্ড চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়। ৬. ডালিমের ফুল ঋতুস্রাবজনিত সমস্যার ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ৭. দাঁত এবং মুখের রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। ১০. ডালিম ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। এর রস খুবই ভালো ত্বক পরিষ্কারক।

বৃহস্পতিবার উমাকান্ত কাউন্টিং হলে ভোট গণনার একটি মুহূর্ত। ছবি- নিজস্ব।

মোবাইল ফোন নিয়ে গণনা কেন্দ্রে ঢুকে তৃণমূল এজেন্ট আটক

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.): মোবাইল ফোন নিয়ে গণনা কেন্দ্রে ঢোকার অভিযোগে এক তৃণমূল কংগ্রেস এজেন্টকে আটক করল পুলিশ। অভিযোগ, তৃণমূলের ওই এজেন্ট পানিহাটির গুরুনানক ডেন্টাল কলেজের গণনাকেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করে। নিরাপত্তাকর্মীরা বাধা দিলে সে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এরপর তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
পানিহাটির গুরুনানক ডেন্টাল কলেজে দমদম কেন্দ্রের ভোট গণনা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুরো উত্তর কলকাতা লোকসভার ভোট গণনা হচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভারই গণনা হচ্ছে। বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে হচ্ছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের গণনা। এই কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন দু'জন করে ডেপুটি কমিশনার পদের আধিকারিক। এ ছাড়াও দক্ষিণ কলকাতা লোকসভার ক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ার কলেজ, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল, শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল, সেন্ট থমাস স্কুল, কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, ঠাকুরপুকুরের দু'টি কেন্দ্রে হচ্ছে সাতটি বিধানসভা এলাকার গণনা। এই কেন্দ্রগুলোর দায়িত্বে আছেন একজন করে ডিসি ও দু'জন করে এসি পদমর্যাদার অফিসার। যেখানে গণনা হবে, সেই জায়গার নিরাপত্তার দায়িত্বে মূলত আছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর বাইরের স্তরে থাকবে পুলিশ। কেউ কেন্দ্রের ভিতর মোবাইল বা সিগারেট-দেশলাই নিয়ে যাচ্ছেন কি না, সেদিকে নজর রয়েছে পুলিশের ।
তৃতীয় স্তরে পুলিশ আছে গণনাকেন্দ্রের বাইরে। রাস্তায় নিরাপত্তা ও ট্রাফিকের দায়িত্বে আছেন তারা। গণনা কেন্দ্রের একশো মিটারের মধ্যে কোনও দলের সমর্থকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। লালবাজারের নির্দেশে গণনাকেন্দ্রের আশপাশের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কাছাকাছি কোনও গাড়িও পার্ক করতে দেওয়া হচ্ছে না। গণনার পর বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও গোলমাল না হয়, তার জন্য কলকাতায় থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। শহরে কোনও বড় ধরনের সংঘর্ষও যাতে না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বারাণসীতে রেকর্ড ব্যবধানে জয়ী হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : বারাণসীতে ইতিমধ্যেই রেকর্ড ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। নির্বাচনী ফলাফল ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের দিল্লির মসনদে বসতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪-র ফলাফলকেও ছাপিয়ে গিয়েছে এনডিএ। বিজেপি একাই প্রায় তিনশোর পাশাপাশি আসনে এগিয়ে রয়েছে। বিপুল জয়ের দিনে কী বলেন মোদী, সেদিকে তাকিয়ে ছিল গোটা দেশ। প্রধানমন্ত্রী প্রথম প্রতিক্রিয়ায় নতুন কোনও চমক দেন কিনা সেটা দেখতে মুখিয়ে ছিল দেশ।
বিপুল জয়ের দিনে নতুন কোনও চমক দিলেন না নরেন্দ্র মোদী। বরং চেনা ছন্দে তিনি সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন। সবকা সাথ-সবকা বিকাশের বুলি আরও একবার আওড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। আত্মবিশ্বাসী মোদীর দাবি, সবকা সাথ-সবকা বিকাশের বুলি দিয়েই তিনি সবার বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন। আর সেকারণেই সবকা সাথ-সবকা বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হল নতুন স্লোগান সবকা বিশ্বাস। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই তিনের সম্মেলনেই ভারত বিজয়ী হবে। প্রধানমন্ত্রী টুইট বার্তায় বললেন, 'একসঙ্গে আমরা বৃদ্ধি পাব। একসঙ্গে আমরা এগোব। একসঙ্গে আমরা শক্তিশালী এহং সম্মিলিত ভারত তৈরি করব।'
নরেন্দ্র মোদী সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেও, জয়ের দিনে বিরোধীদের একহাত নিতে ভুললেন না বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। তিনি বললেন, এই ফলাফল বিরোধীদের করা অপপ্রচার, মিথ্যা, ব্যক্তিগত আক্রমণ, এবং দিকভ্রষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে ভারতের জনাদেশ। এই ফলাফলে প্রমাণিত হল ভারতের মানুষ জাতিবাদ, পরিবারতন্ত্র, তুষ্টিকরণের রাজনীতিকে ছুঁড়ে ফেলেছে এবং বিকাশবাদ আর দেশপ্রেমকে জিতিয়ে দিয়েছে। ভারতকে আমি প্রণাম জানাই।

সানি দেওল ও হেমা মালিনীকে অভিনন্দন ধর্মেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : ট্যুইট করে ছেলে ও নিজের স্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানালেন বর্ষীয়ান বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। বৃহস্পতিবার ভোটগণনা শুরু হতেই গোটা দেশজুড়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের ঝড় বইতে শুরু করে। ৩৪৫ আসনে এগিয়ে রয়েছে এনডিএ জোট। পঞ্জাবের গুরুদাসপুর লোকসভা কেন্দ্রের এগিয়ে রয়েছে বিজেপি প্রার্থী তথা ধর্মেন্দ্রের ছেলে সানি দেওল। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে মথুরাতে এগিয়ে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী হেমা মালিনী। এই খবর পেয়েই নিজের পুত্র ও স্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ধর্মেন্দ্র ট্যুইটারে লেখেন, ফকিরের বাদশা মোদীজি, ভূমিপুত্র সানি দেওল। দুইজনকেই অভিনন্দন। ভাল দিন অবশ্যই আসবে।
গুরুদাসপুর লোকসভা কেন্দ্রে থেকে সাংসদ হয়েছিলেন বলিউড অভিনেতা বিনোদ খান্না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আসনটি চলে যায় কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেস প্রার্থী সুনীল ঝাখর থেকে এগিয়ে রয়েছে সানি দেওল। নিজের স্ত্রী হেমা মালিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে ধর্মেন্দ্র ট্যুইটারে লেখেন, হেমাকে অভিনন্দন জানাই। ভারত মাকে ভালবাসি। বিকানের এবং মথুরাতে তা প্রমাণ করেছি। পতাকা চিরকাল উড়বে। উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনের মতো এবারও আসন মথুরা লোকসভা আসন থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন হেমা মালিনী।

গ্রেফতারি এড়াতে ফের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ রাজীব কুমার

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : রক্ষাকবচের সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে ফের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ কলকাতার প্রাক্তন পুলিশকর্তা রাজীব কুমার। গ্রেফতারি এড়াতে রাজীব কুমারের করা নতুন আবেদন জরুরি ভিত্তিতে শুনতে সহমত হল শীর্ষ আদালত। নতুন করে বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতে দ্বারস্থ হলেন রাজীর কুমার ।শুক্রবার ২৪ মে শেষ হচ্ছে প্রাক্তন পুলিশকর্তার রক্ষাকবচ। সেই রক্ষাকবচের সময় বৃদ্ধি করতেই শীর্ষ আদালতে আবেদন জানান প্রাক্তন পুলিশকর্তা।
সরকারি সূত্রের খবর, রাজ্যের আদালতে যেহেতু আইনজীবীদের ধর্মঘট চলছে, সে হেতু কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করতে হলে রাজীবকে নিজেকেই বিচারপতিদের সামনে হাজির হয়ে সওয়াল করতে হবে। তাতে ঝুঁকি রয়েছে। তাই সুপ্রিম কোর্ট থেকেই সরাসরি আগাম জামিন নেওয়া ভাল বলে স্থির হয়। সেই অনুযায়ী রাজীবের পিটিশনের খসড়াও তৈরি হয়েছে। সেই অনুসারে এদিন আবেদন জানান রাজীব কুমার। শুক্রবার শীর্ষ আদালতে অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি অরুণ মিশ্র এবং বিচারপতি এমআর সাহ শুনবেন রাজীবের আবেদন।

ভোটের ময়দানে পিছিয়ে পরে দুঃখ প্রকাশ মুনমুনের

আসানসোল, ২৩ মে (হি.স.): আসানসোল লোকসভা আসনের গণনা যত এগোচ্ছে, ততই জেতার দিকে এগিয়ে চলেছেন বিজেপির বাবুল সুপ্রিয়র ।বাবুল সুপ্রিয়র বিপরীতে তৃণমূলের হয়ে দাঁড়িয়েছেন মুনমুন সেনঊ কিন্তু আসানসোলে বাবুল সুপ্রিয়র কাছে হারতে বসেছেন মুনমুনঊএকটি ভিডিওতে আসানসোলের তৃণমূল প্রার্থী মুনমুন সেনকে বলতে সোনা গেলো, 'আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। কারণ, গণনা ভালো দিকে যাচ্ছে না'ঊ
নির্বাচন কমিশন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুপুর ২টো ৪৫ পর্যন্ত বিজেপির বাবুল সুপ্রিয় পেয়েছেন ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ১২৬ ভোট। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুনমুন সেন। তিনি এখনও পর্যন্ত পেয়েছেন ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৫৩ ভোট ।বিজেপির প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় তাঁর নিকটতম প্রার্থী তৃণমূলের মুনমুন সেনের চেয়ে ৭১ হাজার ৪৭৩ ভোটে এগিয়ে আছেন।

মোদীর ভক্তদের আশীর্বাদ করলেন মা হীরাবেন

গান্ধীনগর, ২৩ মে (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভায় দেশজুড়ে ছেলে নরেন্দ্র মোদীর জয়জয়কার ঊ ছেলের সাফল্যে দু'হাত তুলে তাঁর ভক্তদের আশীর্বাদ করলেন মোদীর মা হীরাবেন। এখনও পর্যন্ত যা প্রবণতা, ৩৫৫ টি আসনে এগিয়ে এনডিএ। ইতিমধ্যে এই জোট জয়ী হয়েছে ২৩৫টি আসনে ঊ কংগ্রেস ৯০ এবং অন্যান্যরা ৯৭ টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। বুথ ফেরতসমীক্ষার রেজাল্টকেও ছাপিয়ে গেল এই ফল।
বারাণসী থেকে নরেন্দ্র মোদী বিপুল ভোটে জিতলেন। এই খবর পেয়ে গুজরাটের গান্ধীনগরে তাঁর বাড়ির বাইরে ভিড় করেন প্রচুর বিজেপি সমর্থক। ছোট ছেলে পঙ্কজ মোদীর সঙ্গে সেখানেই থাকেন নব্বইয়ের কোঠায় পা রাখা প্রধানমন্ত্রীর মা হীরাবেন। খবরটা গিয়ে পৌঁছয় তাঁর কাছেও। বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে সাধারণত বাড়ির বাইরে বের হন না তিনি। তবে বৃহস্পতিবারের পরিস্থিতি আলাদা ঊ গেটের সামনে জমে থাকা মানুষদের শুভেচ্ছা জানাতে বাড়ির অন্যদের সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন তিনি। তারপর হাসিমুখে সবাইকে জোড়হাত করে প্রণাম জানান।
২০১৪ সালে ৫৬ শতাংশ ভোট পেয়ে বারাণসী ও ভদোদরা থেকে জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু, এবার শুধু বারাণসী থেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বৃহস্পতিবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীতে তাঁর প্রচুর ভোটে এগিয়ে যাওয়া খবর পেয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন মোদী-ভক্তরা। তাতে ইন্ধন জোগায় দেশজুড়ে গেরুয়া সুনামির প্রভাব। শেষ পর্যন্ত এই কেন্দ্র থেকে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ভোট জয়ী হন তিনি।

জয় নিশ্চিত করে তবেই গণনা কেন্দ্রে পা রাখলেন নুসরাত

বসিরহাট, ২৩ মে(হি,স): একপ্রকার জয় নিশ্চিত বুঝে তারপরে বৃহস্পতিবার বিকালে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা কেন্দ্রে পা রাখলেন বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী নুসরত জাহান। গণনা কেন্দ্রে পা রেখেই এই জয় দলের জন্য উৎসর্গ করেন নুসরত।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে একের পর এক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে বেশ কিছুটা দেরি করেই শুরু হয় বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা। এদিন সকাল সাতটা নাগাদ পোস্টাল ব্যালটে ভোট গণনার কাজ শুরু হওয়ার পরই সার্ভার খারাপ থাকায় বন্ধ হয়ে যায় পোস্টাল ব্যালট গোনার কাজ। আর সে কারণেই ইভিএম গণনার কাজে হাত দিতে দেরি হয়ে যায় প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি। ইভিএম গণনার ফলাফল ঘোষণা হওয়ার প্রথম রাউন্ড থেকেই দেখা যায় বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে এগিয়ে থাকতে শুরু করেন নুসরাত জাহান। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান বাড়তে থাকে নুসরাত জাহনের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। এদিন সকাল থেকে গণনা কেন্দ্রে দেখা গিয়েছিল বসিরহাট লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সায়ন্তন বসু ও কংগ্রেস প্রার্থী কাজী আব্দুর রহিমকে। গণনা কেন্দ্রে সকাল থেকে দেখা যায়নি বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নুসরাত জাহানকে। সারাদিন পরে বিকাল চারটে নাগাদ যখন সায়ন্তন বসু থেকে প্রায় আড়াই লাখেরও বেশি ভোটের ব্যবধান উঠে আসে তখনই গণনা কেন্দ্রে হাজির হন নুসরাত জাহান।
ততক্ষণে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবধান বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বসিরহাট ভ্যাবলা পলিটেকনিক কলেজের সংলগ্ন মাঠে হাজির ছিলেন উৎসাহিত তৃণমূল সর্মথকরা। নুসরত জাহান এর সমর্থনে মাঠে আবির খেলতে দেখা যায় কর্মী-সমর্থকদের। মাঠে হাজির হতে নুসরত জাহানকে সবুজ আবিরে রাঙিয়ে দেন সামর্থ্যরা। গণনায় নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি সায়ন্তন বসুর থেকে বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে থাকার বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে নুসরাত জাহান বলেন,' এই জয় সাধারণ মানুষের জয় এই জয় দলের জয়। মানুষ আমাকে ভালোবেসে যে ভোট দিয়েছে তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ'।

হুগলি কেন্দ্রে জয়ী বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়

হুগলি, ২৩ মে (হি. স.) : হুগলি কেন্দ্রে জয়ী বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূলের রত্না দে নাগকে পিছনে ফেলে প্রায় ৭৭ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। উল্লেখ্য, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে হুগলি কেন্দ্র থেকে জয় পেয়েছিলেন তৃণমূলের রত্না দে নাগ। সেবার ১ লাখ ৮৯ হাজার ভোটে জয়ী হন রত্না দে নাগ। কিন্তু এখন সবটাই অতীত। কিন্তু এবার গণনা শুরু হতেই দেখা যায় পাশা উল্টে গেছে। গণনার শুরু থেকেই এগিয়ে যান লকেট চট্টোপাধ্যায়। প্রায় সাড়ে ৬ লাখ ভোট পেয়েছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। সেখানে রত্না দে নাগের প্রাপ্ত ভোট ৬ লাখের গণ্ডি পেরয়নি। শতাংশের বিচারে বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় ভোট পেয়েছেন ৪৬.৪১ শতাংশ। সেখানে তৃণমূলের রত্না দে নাগ পেয়েছেন বেশ অনেকটা কম ৪০,৮৭ শতাংশ।
প্রসঙ্গত, ভোটের দিন সকাল থেকেও দেখা যায়, ধনেখালিতে ছুটে বেড়িয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। যেখানে গণ্ডগোল দেখেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। এজেন্ট বসানো থেকে শুরু করে ভুয়ো এজেন্ট ধরা সব করেছেন। নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন। বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও মাঠ ছেড়ে পালাননি। লড়াই করেছেন। ভোটের দিন অবশ্য হতাশা ধরা পড়েছিল তাঁর গলায়। বলেছিলেন, ধনেখালির ৮০ শতাংশ বুথে ছাপ্পা ভোট হয়েছে। তবে অন্য বিধানসভাগুলির ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ।মানুষের উপর ভরসা রেখে শেষ পর্যন্ত 'অর্গ্যানিক জয়'। যে জয় তিনি উৎসর্গ করছেন, বাংলার নিহত বিজেপি কর্মীদের স্মৃতির উদ্দেশে।

গুরুদাসপুর ও মথুরায় জয়ী সানি, হেমা, হার ঊর্মিলার

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : প্রথমবার রাজনীতিতে পা রেখে বিজেপির হয়ে পঞ্জাবের গুরুদাসপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেন বলিউড অভিনেতা সানি দেওল। উত্তরপ্রদেশে মথুরা কেন্দ্র থেকে ফের জয়ী হলে বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী হেমা মালিনী। কিন্তু কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়িয়ে হারতে হল ঊর্মিলা মাতন্ডকার। ছয়ের পাতায়

হুগলি কেন্দ্রে জয়ী বিজেপি পার্থি লকেট

হুগলি, ২৩ মে (হি. স.): হুগলিতে তৃণমূলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলো বিজেপি। তৃণমূলের রত্না দে নাগকে পিছনে ফেলে প্রায় ৭৭ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী লকেট ।সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে গণনার শুরু থেকেই এগিয়ে যান লকেট চট্টোপাধ্যায়। প্রায় সাড়ে ৬ লাখ ভোট পেয়েছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। সেখানে তৃনমূল পার্থি রত্না দে নাগের প্রাপ্ত ভোট ৬ লাখের গণ্ডি পেরয়নি। শতাংশের বিচারে বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় ভোট পেয়েছেন ৪৬.৪১ শতাংশ। সেখানে তৃণমূলের রত্না দে নাগ পেয়েছেন বেশ অনেকটা কম ৪০,৮৭ শতাংশ ।উল্লেখ্য, বহিরাগত লকেট চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী ঘোষণা করায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ। কিন্তু ভোটের ফল বেরতেই দেখা গেল, অসন্তোষ কোনও প্রভাব ফেলেনি ভোটবাক্সে ।তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সিপিআইএম-এর প্রদীপ সাহা। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১ লাখ ১৪ হাজারের সামান্য কিছু বেশি।

অবন্তীপোরায় নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা : আহত দু'জন সাধারণ নাগরিক

শ্রীনগর, ২৩ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনীকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করল সন্ত্রাসবাদীরাঊ গ্রেনেড হামলায় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা আহত হননি, কিন্তু দু'জন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছেনঊ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার অবন্তীপোরা থানার কাছে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে সন্দেহভাজন জঙ্গিরাঊলক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গ্রেনেডটি রাস্তায় ফেটে যায়ঊ সেই সময় দু'জন সাধারণ নাগরিক রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরাই সামান্য আহত হয়েছেনঊ এছাড়াও বেশ কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ বিস্ফোরণের পরই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনীঊ যদিও, সন্দেহভাজন জঙ্গিদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নিঊ আপাতত গোটা এলাকায় চলছে চিরুনি তল্লাশি।

মোদী সরকারের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিতে চাঙ্গা শেয়ার বাজার

মুম্বই (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বাজার খোলার শুরু থেকেই চাঙ্গা হয়ে উঠল দেশের শেয়ার বাজার। সেনসেক্স ছুঁল ৪০ হাজারের ঘর। এদিন গণনা শুরু হতেই আন্দাজ করা গিয়েছিল, গরিষ্ঠতা পাচ্ছে এনডিএ। তার পরেই বাড়তে শুরু করে শেয়ার সূচক। উর্ধমুখী সূচকের নিরিখে গড়ে ফেলল সর্বকালীন রেকর্ড ।বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) সেনসেক্সের সূচক ৭৯১ পয়েন্ট বেড়ে গিয়ে পৌঁছে গেল প্রায় ৪০ হাজারে। হল ৩৯, ৯০১. ৫৯। যা এর আগে হয়নি কোনও দিন। পাল্লা দিয়ে বাড়ল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) নিফটির সূচকও। ২৩১ পয়েন্ট বেড়ে গিয়ে নিফটির সূচক হল ১১, ৯৬৮.৯৫। নিফটির সূচক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেজি হয়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি শিল্প সংস্থার শেয়ারের দাম। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে আদানি স্পোর্টসের শেয়ারের দাম। ৭.৩৬ শতাংশ। তার পরেই রয়েছে যথাক্রমে ইন্দাসইন্দ ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্ক ও ভারত পেট্রোলিয়াম। প্রসঙ্গত রবিবার এক্সিট পোলের ফল প্রকাশিত হয়। সোমবার শেয়ার সূচক উঠেছিল রেকর্ড পরিমাণে।

বিজেপির বিপুল জয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন সুষমার

নয়াদিল্লি, ২৩ (হি.স.) : কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলিকে দুরমুশ করে দিয়ে গোটা দেশজুড়ে ৩৩৮টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। অন্যদিকে কংগ্রেস এগিয়ে মাত্র ৯৫ আসন। বিজেপির এই বিপুল জয়ের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দিয়েছেন বিদায়ী বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। বৃহস্পতিবার ট্যুইট করে সুষমা স্বরাজ লেখেন, প্রধানমন্ত্রীজি ভারতীয় জনতা পার্টিকে এত বড় জয় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন। পাশাপাশি দেশবাসীর প্রতি নিজের হার্দিক কৃতজ্ঞতাও ব্যক্ত করেছেন সুষমা ।উল্লেখ্য, দলের এই বিপুল জয়ে সুষমা স্বরাজের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি সহ বহু নেতা। পশ্চিমবঙ্গ সহ ওডিশায় নজর কাড়া সাফল্য পেয়েছে বিজেপির। যা দেখে উচ্ছসিত দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

বিজেপির জয়ে নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ যোগগুরু

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ফল ঘোষণার পর থেকে গোটা দেশজুড়ে বিজেপির ঝড় উঠেছে। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট এগিয়ে রয়েছে ৩৪২ আসন। কংগ্রেস ইউপিএ জোট এগিয়ে ৯২ আসনে। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী প্রশংসায় পঞ্চমুখ যোগগুরু রাম মাধব। ভোটের ফলাফলে তখন সাড়ে তিনশো আসনে এগিয়ে বিজেপি। তা দেখেই মুখ খুললেন যোগগুরু। তাঁর কথায়, উন্নতির নিরিখে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকেও ছাপিয়ে যাবে ভারত। এবার যখন মানুষকে ভোটের কথা বলি তখন বলেছিলাম, এমনভাব ভোট দিন যাতে আপনার ভোট বিফলে না যায়।
রামদেব আরও বলেন, এক সময় কিছু মানুষ দেশভক্তির প্রশ্নে হক কথা সরাসারি বলতে বলতে ভয় পেতেন। কিছু মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। যারা হেরে গিয়েছিন তারা স্বর্গীয় হয়ে গিয়েছেন। তাদের সম্পর্কে কিছু বলা য়ায় না। তবে মোদীজি সব বিরোধীদের ফের শীর্ষাসন করিয়ে ছেড়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের পর ২০১৯ সালেও প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র।

পুলওয়ামায় হিজবুল জঙ্গির ভাইয়ের মৃত্যু, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

শ্রীনগর, ২৩ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গির ভাইয়েরঊ বৃহস্পতিবার সকালে পুলওয়ামা শহর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে নাইরা গ্রাম থেকে উদ্ধার হয় হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গির ভাইয়ের দেহঊ মৃতের নাম হল, জহুর আহমেদঊ এই ঘটনায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊপদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সক্রিয় হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি ইরফান আহমেদের ভাই ছিল জহুর আহমেদঊ বৃহস্পতিবার সকালে নাইরা গ্রাম থেকে উদ্ধার হয় জহুর আহমেদের রক্তাক্ত-গুলিবিদ্ধ দেহঊ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছেঊ কীভাবে মৃত্যু হল ওই সাধারণ নাগরিকের তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশঊ এই ঘটনার নেপথ্যে জঙ্গিদের হাত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কাশ্মীর উপত্যকার আধিপত্য বজায় এনসি-র : তিনটি আসনেই জয়লাভ, জয়ী ফারুক আবদুল্লা

শ্রীনগর, ২৩ মে (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকার তিনটি সংসদীয় আসনই নিজেদের ঝুলিতে রাখল ন্যাশনাল কনফারেন্সঊ পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের জম্মু এবং লাদাখ রিজিওনের বাকি তিনটি আসনে জয়ের পথে ভারতীয় জনতা পার্টিঊ শ্রীনগর লোকসভা আসনে জয়ী হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লাঊ এই নিয়ে চতুর্থবার লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হলেন ৮৩ বছর বয়সি জম্মু ও কাশ্মীরের তিনবারের সাংসদ ফারুক আবদুল্লাঊন্যাশনাল কনফারেন্স প্রার্থীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন অনন্তনাগ লোকসভার আসনের পিডিপি প্রার্থী মেহবুবা মুফতিঊ পরাজয়ের পর টুইট করে মেহবুবা মুফতি জানিয়েছেন, 'জনগণের কাছ থেকে ভালোবাসা ও স্নেহ পেয়েছি, এ জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছিঊ আমার ব্যর্থতার জন্য নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে তাঁদেরঊ ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দনঊ দলীয় কর্মী এবং সহকর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সুস্থ অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, ছেড়ে দেওয়া হল এইমস থেকে

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.): অসুস্থতার কারণে একদিন দিল্লির এইমস হাসপাতালে চিকিতাধীন থাকার পর ছাড়া পেলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিঊ বিগত এক সপ্তাহ ধরে অফিসে আসেননি ৬৬ বছর বয়সি অরুণ জেটলি। এরপরই অসুস্থতার কারণে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি হন অরুণ জেটলিঊ একদিন চিকিতার পর বৃহস্পতিবার এইমস থেকে ছেড়ে দেওয়া হল অরুণ জেটলিকেঊপেশায় আইনজীবী অরুণ জেটলি, নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতাঊ শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি জেটলিঊ ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পঞ্জাবের অমৃতসর লোকসভা আসনে পরাজিত হয়েছিলেন অরুণ জেটলিঊ অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার আমলেও মন্ত্রী ছিলেন অরুণ জেটলি।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে বিজেপি, দাবি রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির জয়কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। বিজেপির এই জয়ের পেছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শাহকে কৃতিত্ব দিয়ে রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার ট্যুইটারে লেখেন, মোদীজির দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের ফলেই সাধারণ নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে বিজেপি। অমিত শাহর নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা এবং তৃণমূল স্তরের কয়েক লক্ষ দলীয় কর্মীদের তৎপরতার জন্য এই বিপুল জয় সম্ভব হয়েছে। নির্ধারক জনাদেশ দেওয়া এবং নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার জন্য দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাই। নরেন্দ্র মোদী এখন নতুন ভারত গড়বে ।উল্লেখ্য এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতিতে তাতে ৫৪২ টার মধ্যে ৩৪৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। ৮৬টি এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস।

বীরভূমের দুটি লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী, বিধানসভা ভিত্তিক ভোট বাড়ল বিজেপির

সিউড়ি, ২৩মে(হি.স.) : বীরভূমের দুটি লোকসভা কেন্দ্রে তৃনমূলের জয়। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শতাব্দী রায় অল্পের ওপর দিয়ে বিজেপির কাছ থেকে আসন ছিনিয়ে নিলেও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল প্রায় লক্ষের কাছাকাছি ভোটে জয়ী হয়েছেন। যদিও রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূলের ভরাডুবি নিয়ে কিছু হলেও নিরাশ হয়েছেন বীরভূম জেলার তৃণমূলের নেতারা। সকাল থেকে টিভি দিকে চোখ রাখার পর দেশ জুড়ে এবং রাজ্য জুড়ে বিজেপির ফলাফল দেখে উলটো পুরান গাইতে শুরু করেছেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর এক সময়ের চ্যালেঞ্জ তিনি ফিরিয়ে নিয়ে কার্যত স্বীকার করলেন তিনি সেই সব কথা রাজনীতিতে হাওয়া গরম করার জন্যই বলেছিলেন। তিনি এদিনের ফলাফল দেখার পর বলেন, “রাজনীতিতে অনেক কিছুই বলতে হয়। মোদি বলেছিল সবার অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা দেবে দিয়েছিল? ও তো রাজনীতি ছাড়েনি। তাহলে আমি কেন ছাড়ব।”

উল্লেখ্য এক সময় অনুব্রত মণ্ডল লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় বিভিন্ন সভা মঞ্চ থেকে বলেছিলেন, “রাজ্যে বিজেপি কোনো আসন পাবে না। ৪২ এ ৪২ হবে বাংলা। আর কেন্দ্রে বিজেপি ১২০-র বেশি আসন পাবে না। যদি এর বেশি হয় তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো।” কিন্তু এদিন রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের আসন বৃদ্ধির পর অনুব্রত মণ্ডল তাঁর সুর পালটে দেন।

এদিন সকাল থেকেই বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থী দুধ কুমার মণ্ডলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। এক সময় শতাব্দী রায়ের লিড কমতে কমতে ৪১ হাজার থেকে ৯ হাজারে এসে ঠেকে যায়। যাই হোক তাঁর পরে বেশ কয়েকটি রাউন্ডে খুব সামান্য করে লিড বাড়তে বাড়তে খুব সামান্য মার্জিনে শতাব্দী রায় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের আসনটি বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। জয়ী হন তিনি। যদিও এই খুশি নিয়ে কম মার্জিনে লিড হওয়ায় ততটা খুশি দেখা যায় নি শতাব্দী রায়কে। অন্যদিকে এদিন সকাল থেকেই বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অসিত মাল তাঁর নিকটতম বিজেপি প্রার্থী রামপ্রসাদ দাসের থেকে খুব সামান্য করে ভোট এগিয়ে থেকে দিনের শেষে প্রায় লক্ষ নিকট ভোটে বিজেপি প্রার্থীকে পরাজিত করেন। অসিত মালের লিডের পরিমাণ দেখে তাকে জয়ী ঘোষনার আগে থেকেই বোলপুরে আবীর খেলায় মেতে ওঠেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা।

প্রথম থেকেই তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের গড়ে বিজেপির উত্থান নিয়ে একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে দেখা যায় এই জেলার দুটি আস্নের মধ্যে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দুধ কুমার মণ্ডল কোনও না কোনও ভাবে জয় লাভ করতে পারে। রাজনৈতিক মহলের মতে এই লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু বিধান সভা এলাকা আছে যেখানে শতাব্দী রায়কে নির্বাচনে প্রশ্নের মুখে পড়তে হতে পারে। ঠিক কিছু তাই দেখা গেছে লোকসভার ফলাফলেও। এদিন গণনার সকাল থেকেই বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে লিড এনে দেয় হাসন, মুরারই, নলহাটি এবং রামপুরহাটের একাংশ।

মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে ।। মানসিক অবসাদে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন রামনগরের পাঁচ ও ছয় নগর রোডের ফাস্ট ক্রসিং এলাকার বাসিন্দা অভিজিত ঘঠক। তিনি পূর্ত দপ্তরে কর্মরত ছিলেন । বেশ কিছুদিন ধরেই মানুষিক রোগে ভুগছিলেন। তাকে বহির্রাজ্যে চিকিৎসাও করানো হয়। বেশ কিছুদিন ধরেই ঘন ঘন অফিস কামাই করতেন অভিজিৎ ঘটক। আজও তিনি অফিসে যাননি। নিজ ঘরেই সকলের অজান্তে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন তিনি। তার মৃত্যুতে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃতের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, গত বেশ কিছুদিন ধরেই তাকে বলছিলেন সংসারের সব দায়িত্ব বুঝে নিতে।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

মেরে বাসের ভেতরে থাকা কাউন্টিং এজেন্টদের আহত করে। অনেকের মাথা ফেটে যায়, বাসটির ভীষণ ক্ষতি হয়। পুলিশ গুরুতর আহত ড্রাইভারকে প্রথমে গোমতী জেলা ও পরে আগরতলা জি বি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। আহত কাউন্টিং এজেন্টদের মধ্যে সাতজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তাছাড়া বিশালগর, সোনামুড়া, জিরানীয়া, পানিসাগর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, কুলাই প্রভৃতি স্থানে হামলা হুজ্জতি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। সিপিএমের তরফ থেকে অবিলম্বে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধে নির্বাচন কমিশন, পুলিশ ও প্রশানকে কঠোর হতে দাবী জানিয়েছে।

তিনেই

● প্রথম পাতার পর

এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে দেশবাসী বিজেপি ও তার শরিকদের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেছে। সিপিএম এই নির্বাচনে পরাস্ত হয়েছে কিন্তু, আগামী দিনে এই পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করা হবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অমিতের

● প্রথম পাতার পর

একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব ছিল বলেই ওই মহলের দাবি ছিল।

বাঙ্গাল কী অন্দর, বাঙ্গাল কী অন্দর, বাঙ্গাল কী অন্দর। এক বার নয়, বারবার একই কথা উচ্চারণ করলেন অমিত শাহ। আর কর্মী সমর্থকদের মধ্য থেকে উঠে এল উল্লাশ ধ্বনী। আর সেই উল্লাস ধ্বনীকে উস্কে দিতে বাক্য শেষ করার আগে ‘ভারত মাতা কী জয়’ ধ্বনী তুললেন অমিত শাহ। তৈরি করলেন এক নাটকীয় পরিবেশ। আর তার পরেই তাঁর গলা থেকে শোনা গেল বাংলার বিধানসভা দখলের হুঙ্কার।

পশ্চিমবঙ্গের ফল নিয়ে উল্লসিত বিজেপি। ২ থেকে ১৮ আসনে পৌঁছে যাওয়ার উল্লাস খোদ দিল্লিতে। খোদ বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর গলায়। এদিন গোটা দেশের ফল প্রকাশের পরে সদর দফতর থেকে কর্মী, সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন অমিত। আর তাতে বাংলার জন্য আলাদা করে সময় দিলেন বিজেপি সভাপতি।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও ওই বিজয় সমাবেশে হাজির ছিলেন বিজেপি সংসদীয় কমিটির সদস্যরা। আর হাজির ছিল হাজারে হাজারে বিজেপির কর্মী সমর্থক। আর তাদের সামনেই অমিত শাহ অন্ধ্র প্রদেশে সরকার গঠনের জন্য জগন রেড্ডি, ওড়িশায় নবীন পট্টনায়ক, সিকিমের পবন চামলিং এবং তাদের দলকে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু তার জন্য সব মিলিয়ে যে সময় তিনি খরচ করেছেন তার থেকে বেশ সময় দিলেন বাংলাকে। বুঝিয়ে দিলেন বাংলা বিজেপির কাছে অন্য কিছু হয়ে উঠেছে নির্বাচনের এই ফলে।

এদিন অমিত শাহ বলেন, লোকসভায় ১৮টি আসন আর বিধানসভা উপনির্বাচনে পাঁচটি আসন জয় বুঝিয়ে দিয়েছে এবার বাংলার ক্ষমতা দখল করতে চলেছে বিজেপি। সেই সঙ্গে এই রাজ্যে ৮০ জন বিজেপি কর্মীর কথাও স্মরণ করেন অমিত শাহ

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসায় যে ৮০ জন বিজেপি কর্মীদের খুন করা হয়েছে, তাও উল্লেখ করেন বিজেপি সভাপতি।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জিব কুমার জানিয়েছেন, পরেশ দেববর্মার বাড়ি মান্দাইয়ের বালুধুম পাড়া এবং দ্বিপেনজয় দেববর্মার বাড়ি ধলাই জেলার গঙ্গানগরে।

আত্মসমর্পণকারী দুই বৈরী বিএসএফ-কে জানিয়েছে, তারা ২০০০ এবং ২০০৬ সালে এনএলএফটি সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু, এখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইছে।

বিএসএফ আধিকারিকের কথায়, বাংলাদেশের গোপন ঘাঁটি থেকে প্রতিনিয়ত বৈরীরা আত্মসর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছে। বিএসএফ বৈরীতার বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অবলম্বন করছে। ফলে, রাজ্যে এখন বৈরী গতিবিধি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ, তারা একদিকে বাংলাদেশের ঘাঁটিতে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, সীমান্তে কড়া পাহাড়ার জন্য তারা এরাজ্যে ঢুকতে পারছে না। তাই, আত্মসমর্পণ ছাড়া কোন পথ খোলা নেই তাদের কাছে, বলেন বিএসএফ আধিকারিক সঞ্জিব কুমার। আত্মসমর্পণকারী দুই বৈরী জানিয়েছে, সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ফেলেছে কেষ্টকে

আটের পাতার পর

করে দেখতে হবে”। তবে ভোটের ফলাফলের সঙ্গে নরেশবাবুর বক্তব্যের মিল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ গত লোকসভা নির্বাচনে মুরারই বাদ দিলে নলহাটিতেও সিপিএম ১০১৯ ভোটে সিপিএম এগিয়ে ছিল। হাঁসনে শতাব্দী গত নির্বাচনে ৩৯০৪ ভোটে জয়ী হলেও এবার কংগ্রেসের ভোট ঝুলিতে ভরে ব্যবধান বাড়িয়েছে কয়েকগুণ। তবে রামপুরহাট, সিউড়ি এবং দুবরাজপুর শতাব্দীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন, “হার নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। আমরা যা উন্নয়ন করেছি মানুষের কাছে তা পৌঁছতে পারিনি। আমাদের জানতে হবে মানুষের কি কি চাহিদা আছে”। শতাব্দী রায় বলেন, “তিনবারের জয় তিন রকম হয়েছে। এবারেরর জয়ের তিনটি কারণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন, সংগঠন এবং মানুষের ভালোবাসা। তবে তিনটি বিধানসভায় পরাজয় নিয়ে সংগঠন আলোচনা করবে। আমরাও আলোচনা করব”।

জানিয়েছে বলিউড

আটের পাতার পর

জানান। ৬৯ বছরের অভিনেতা রজনীকান্ত টুইট করে লেখেন, ”শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদীজিকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।.... আপনি করে দেখিয়েছেন। ভগবান আপনাকে আশীর্বাদ করুক।

অন্যদিকে, প্রয়োজক একতা কাপুর আবার পোস্ট করেছেন তাঁর ছোট্ট ছেলে রবির ছবি। অমেঠি থেকে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে লড়ছেন একতার দীর্ঘদিনের বন্ধু স্মৃতি ইরানি। একতা লিখেছেন, সবাই অমেঠির দিকে তাকিয়ে, আমরা মাসির জয় প্রার্থনা করছি।

রীতেশ দেশমুখের বাবা, প্রয়াত কংগ্রেস নেতা বিলাসরাও দেশমুখকে নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের একটি মন্তব্যে যথেষ্ট চটেছিলেন রীতেশ। এবার কিন্তু সব তিক্ততা ঝেড়ে ফেলে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

হার ঊর্মিলার

পাচের পাতার পর

গোটা দেশজুড়ে জনগণ বিপুল ভাবে বিজেপির পক্ষে ভোট দিয়েছে বিজেপি। গুরুদাসপুর লোকসভা কেন্দ্রে থেকে সাংসদ হয়েছিলেন বলিউড অভিনেতা বিনোদ খান্না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আসনটি চলে যায় কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেস প্রার্থী সুনীল ঝাখর থেকে এগিয়ে থেকে জয়ী হলেন সানি দেওল। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের মথুরা থেকে জয়ী হয়েছেন হেমা মালিনী। নিজের এই বিপুল জয়ের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি অমিত শাহকে দিয়েছেন হেমা মালিনী। কংগ্রেসের হয়ে মুম্বই উত্তর থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন ঊর্মিলা মাতন্ডকার। কিন্তু বিজেপি প্রার্থী গোপাল শেট্টির কাছে হারতে হয় তাঁকে। হেরে গেলেও রাজনীতি যে ছাড়বেন তা স্পষ্ট করে দেন ঊর্মিলা মাতন্ডকার।

ঊমারেড্ডি ভেঙ্কটেশ্বরালু

তিনের পাতার পর

বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা শুরু হয়ঊ অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির শিকার হয়েছে তেলুগু দেশম পার্টিঊ নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত ১৪৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টিঊ তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি) মাত্র ২৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছেঊ এছাড়াও পবণ কল্যাণের দল জনসেনা পার্টি মাত্র একটি আসনে এগিয়ে রয়েছে।

সিংহাসনে মোদি

● প্রথম পাতার পর

লাল নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এক সারিতে ঢুকে পড়লেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর তখতে বসতে চলেছেন মোদী। একই সঙ্গে ইতিহাস তৈরি করে ফেললেন তিনি।

এদিনের ফলাফলের পর মোদী দু’টি ইতিহাস তৈরি করেছেন। মোদীই প্রথম অকংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী যিনি পরপর দু’বার এই পদে আসীন হতে চলেছেন। দ্বিতীয় রেকর্ডটি আরও চিত্তাকর্ষক। নরেন্দ্র মোদীই হতে চলেছেন তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি পরপর দু’বার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী হলেন। এর আগে এই রেকর্ড ছিল কংগ্রেসের দখলে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পরপর তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

নেহরুর রেকর্ড বজায় রাখেন কন্যা ইন্দিরা। তিনিও পরপর দু’বার প্রধানমন্ত্রী হন। এঁরা দু’জনেই শরিক দলের সাহায্য ছাড়াই ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়ে সরকার গঠন করেন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল ২০১৯ সালে। তবে বিজেপির নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে। গতবারের থেকে আসনও বেড়েছে বিজেপির। ২০১৪ সালে ২৮২টি আসন পায় মোদীর দল। এবার তিনশো পার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

এদিকে, রাজধানী দিল্লিতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্য দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করলেন, লোকসভা নির্বাচনে কেউ যদি প্রকৃত ভাবে জয়যুক্ত হয় তবে তা ভারত। দেশের গণতন্ত্র জয়ী হয়েছে। এদিন নরেন্দ্র মোদী বলেন, দেশের কোটি কোটি মানুষ এই ফকিরকে ঝুলি ভর্তি করে দিয়েছে। দেশের ১৩০ কোটি মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাই। এই জয়কে দেশবাসীর প্রতি উৎসর্গ করছি। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত জয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানাই। চলতি নির্বাচনে সেকুর্লারিসমের মুখোশ পরে জনগণকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে কয়েকটি দল। ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রকে অন্য উচ্চতাই নিয়ে গিয়েছে।

গীতা শ্লোক তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদী বলেন, মহাভারতের যুদ্ধের পর কৃষ্ণ বলেছিলেন যে তিনি কারও পক্ষে নন। তিনি হস্তিনাপুরের পক্ষে। একই ভাবে চলতি নির্বাচনে কৃষ্ণের ভূমিকা পালন করেছে দেশের নাগরিকেরা। দেশবাসী জাতীয় স্বার্থকে সব চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে। নতুন ভারত গড়ার জনাদেশ দেশবাসী দিয়েছে। এদিন দলীয় কার্যালয়ে নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন রাজনাথ সিং, শিবরাজ সিং চৌহান, রামলাল, সুষমা স্বরাজ।এর আগে ট্যুইট করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ভারতবাসীদের ধন্যবাদ জানাই। যে ভাবে দেশবাসী আস্থা দেখিয়েছেন তাতে আরও বেশি কাজ করে যাবে সরকার। একাগ্রতা, কঠোর পরিশ্রমের জন্য বিজেপি কর্মীদের কুর্নিশ জানাই।

প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গেল কংগ্রেস। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ইতিমধ্যেই ৩৩৮টি আসনে জয়লাভ করে ফেলেছে। পাশাপাশি এগিয়ে রয়েছে আরও ১৬টি আসনে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট জয়ী হয়েছে ৮৬তে। এগিয়ে ৪টিতে। নক্ষত্রপতন কংগ্রেসের। জয়ের জন্য দেশবাসীকে শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদীর। স্বাগত জানিয়েছে আরএসএস। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নক্ষত্র পতন। পরাজিত শতাব্দী প্রচীন দলের হেভিওয়েট নেতা।

কর্ণাটকে চিক্কাবল্লাপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা এম বীরাপ্পা মইলি পরাজিত। প্রায় ১,৮২,১১০ ভোটে বি এন বাচে গৌড়ার কাছে পরাজিত হতে হয় মইলিকে। গৌড়া পান ৭, ৪৫,৯১২ ভোট। বীরাপ্পা মইলি পান ৫,৬৩,৮০২ ভোট। ২০১৪ সালে এই গৌডাকে হারিয়েছিল মইলি। কিন্তু এবার সেই ফলাফলের আর পুনরাবৃত্তি হল না।

কর্ণাটকের গুলবর্গা লোকসভা আসন থেকে পরাজিত হন আরও এক হেভিওয়েট কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খারগে। পরাজয়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মল্লিকার্জুন খারগে বলেন, জনগণের এই রায় মেনে নিলাম। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আমরা। যে ভুলগুলি হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে।

মধ্যপ্রদেশের ভোপাল লোকসভা কেন্দ্রে সাধ্বী প্রজ্ঞা কাছে হারলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং। পরাজয়ের পর দিগ্বিজয় সিং বলেন জনাদেশ মেনে নিলাম। রাজ্যের গুনা লোকসভা কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। অন্যদিকে উত্তরপূর্ব দিল্লিতে ভোজপুরী তারকা তথা বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি কাছে হারতে হয় শীলা দীক্ষিতের। নয়াদিল্লি লোকসভা কেন্দ্রে মীনাক্ষী লেখির কাছে হারতে হয়েছে অজয় মাকেনকে।

কেরলের ওয়ানাড লোকসভা কেন্দ্র নিজের দখলে রাখতে পারলেও আমেঠিতে স্মৃতি ইরানির কাছে হারতে হয় রাহুল গান্ধীকে।

লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভাবে জয়যুক্ত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানালেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। পাশাপাশি বিহারের ৪০টি লোকসভা আসনে আরজেডি-কংগ্রেস জোটকে চূর্ণ করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। এখনও পর্যন্ত ৩৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। বক্সারে বিজেপি প্রার্থী অশ্বিনীকুমার, বেগুসরাইয়ে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ সিং চৌহান, পাটনাসাহিবে রবিশঙ্কর প্রসাদ, পূর্ব চম্পারণ থেকে বিজেপির রাঁধা মোহন সিং, সারন থেকে রাজীব প্রতাপ রুডি জয়যুক্ত হয়েছে।

জোটের এই সাফল্যের পর জেডি(ইউ) নেতা তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার বলেন, দেশজুড়ে যে বিপুল সমর্থন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। জনগণ স্পষ্ট জনাদেশ দিয়েছে। ফলে আমাদের উপর অনেক দায়িত্ব এসে পড়েছে। নির্বাচনের সময় পরিস্থিতি হিংসাত্মক করে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু জনগণ তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

লোকসভা নির্বাচনে কেউ যদি প্রকৃত ভাবে জয়যুক্ত হয় তবে তা ভারত। দেশের গণতন্ত্র জয়ী হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্য করে দেওয়া ভাষণে এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন নরেন্দ্র মোদী বলেন, দেশের কোটি কোটি মানুষ এই ফকিরকে ঝুলি ভর্তি করে দিয়েছে। দেশের ১৩০ কোটি মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাই। এই জয়কে দেশবাসীর প্রতি উৎসর্গ করছি। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত জয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানাই। চলতি নির্বাচনে সেকুর্লারিসমের মুখোশ পরে জনগণকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে কয়েকটি দল। ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রকে অন্য উচ্চতাই নিয়ে গিয়েছে।

গীতা শ্লোক তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদী বলেন, মহাভারতের যুদ্ধের পর কৃষ্ণ বলেছিলেন যে তিনি কারও পক্ষে নন। তিনি হস্তিনাপুরের পক্ষে। একই ভাবে চলতি নির্বাচনে কৃষ্ণের ভূমিকা পালন করেছে দেশের নাগরিকেরা। দেশবাসী জাতীয় স্বার্থকে সব চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে। নতুন ভারত গড়ার জনাদেশ দেশবাসী দিয়েছে।

এদিন দলীয় কার্যালয়ে নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন রাজনাথ সিং, শিবরাজ সিং চৌহান, রামলাল, সুষমা স্বরাজ।

এর আগে ট্যুইট করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ভারতবাসীদের ধন্যবাদ জানাই। যে ভাবে দেশবাসী আস্থা দেখিয়েছেন তাতে আরও বেশি কাজ করে যাবে সরকার। একাগ্রতা, কঠোর পরিশ্রমের জন্য বিজেপি কর্মীদের কুর্নিশ জানাই।

আরএসএস তরফ থেকে বিজেপির এই বিপুল জয়কে স্বাগত জানানো হয়েছে। জাতীয়তাবাদী শক্তির জয় হয়েছে বলে আরএসএসের তরফে দাবি করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার আরএসএসের সরকার্যবাহ সুরেশ (ভাইয়াজি) জোশী বলেন, ভারতীয়রা ভাগ্যবান যে তারা ফের স্থায়ী সরকার পেতে চলেছে। এতে জাতীয়তাবাদী শক্তির জয় হয়েছে। গণতন্ত্রের এই বিপুল জয়ে যারা যোগদান করেছে তাদের অভিনন্দন জানাই। ভারতীয় গণতন্ত্রের আদর্শ এবং স্বতস্ফূর্ততা গোটা বিশ্বে প্রমাণিত হয়েছে। নতুন সরকার দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খাকে পূরণ করবে। নির্বাচনের আগে যে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল, তার অবসাণ হবে।

১১ কোটি বিজেপি কর্মী এবং ১২৫ কোটি দেশবাসীর জন্য এই জয় সম্ভব হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সামনে কর্মী এবং সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে এমনই দাবি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। এই জনাদেশ থেকে স্পষ্ট দেশবাসী পরিবারতন্ত্র, জাতপাত এবং তোষণের রাজনীতিকে খারিজ করে দিয়েছে। বিজেপি কর্মীরা সফল ভাবে সবকা সাথ সবকা বিকাশের দর্শনকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে সফল হয়েছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে অমিত শাহ বলেন, দেশের ২১ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খাতাই খুলতে পারেনি কংগ্রেস। এদিন নিজের ভাষণে যেমন কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি গত পাঁচ বছরে মোদী সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের জন্যই এই সাফল্য বলেও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, স্বাধীনতার পর এটাই সবচেয়ে বড় জয়। তাই এটা সকলের জন্য গৌরবময় বলেই তিনি দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে মোদী ঝড়ে উড়ে গিয়েছিল বিরোধীরা। এনডিএ পেয়েছিল ৩০০-র বেশি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ২৮২টি আসন। যদিও এর পর একাধিক উপ-নির্বাচনে হারতে হয়েছে বিজেপিকে। সব মিলিয়ে বিজেপির আসন সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ২৭২-এ।

ফলে এবার জল্পনা ছিল বিজেপি কেমন ফল করে তার উপর। রাজনৈতিক মহলের একটা অংশের দাবি ছিল, শক্তি কমিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে বিজেপি। মোদীর দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব ছিল বলেই ওই মহলের দাবি ছিল।

বাঙ্গাল কী অন্দর, বাঙ্গাল কী অন্দর, বাঙ্গাল কী অন্দর। এক বার নয়, বারবার একই কথা উচ্চারণ করলেন অমিত শাহ। আর কর্মী সমর্থকদের মধ্য থেকে উঠে এল উল্লাশ ধ্বনী। আর সেই উল্লাস ধ্বনীকে উস্কে দিতে বাক্য শেষ করার আগে ‘ভারত মাতা কী জয়’ ধ্বনী তুললেন অমিত শাহ। তৈরি করলেন এক নাটকীয় পরিবেশ। আর তার পরেই তাঁর গলা থেকে শোনা গেল বাংলার বিধানসভা দখলের হুঙ্কার।

পশ্চিমবঙ্গের ফল নিয়ে উল্লসিত বিজেপি। ২ থেকে ১৮ আসনে পৌঁছে যাওয়ার উল্লাস খোদ দিল্লিতে। খোদ বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর গলায়। এদিন গোটা দেশের ফল প্রকাশের পরে সদর দফতর থেকে কর্মী, সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন অমিত। আর তাতে বাংলার জন্য আলাদা করে সময় দিলেন বিজেপি সভাপতি।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও ওই বিজয় সমাবেশে হাজির ছিলেন বিজেপি সংসদীয় কমিটির সদস্যরা। আর হাজির ছিল হাজারে হাজারে বিজেপির কর্মী সমর্থক। আর তাদের সামনেই অমিত শাহ অন্ধ্র প্রদেশে সরকার গঠনের জন্য জগন রেড্ডি, ওড়িশায় নবীন পট্টনায়ক, সিকিমের পবন চামলিং এবং তাদের দলকে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু তার জন্য সব মিলিয়ে যে সময় তিনি খরচ করেছেন তার থেকে বেশ সময় দিলেন বাংলাকে। বুঝিয়ে দিলেন বাংলা বিজেপির কাছে অন্য কিছু হয়ে উঠেছে নির্বাচনের এই ফলে।

এদিন অমিত শাহ বলেন, লোকসভায় ১৮টি আসন আর বিধানসভা উপনির্বাচনে পাঁচটি আসন জয় বুঝিয়ে দিয়েছে এবার বাংলার ক্ষমতা দখল করতে চলেছে বিজেপি। সেই সঙ্গে এই রাজ্যে ৮০ জন বিজেপি কর্মীর কথাও স্মরণ করেন অমিত শাহ

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসায় যে ৮০ জন বিজেপি কর্মীদের খুন করা হয়েছে, তাও উল্লেখ করেন বিজেপি সভাপতি।

ফুটল পদ্ম

● প্রথম পাতার পর

আসনে কংগ্রেস প্রার্থী রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেববর্মণ পেয়েছেন ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫১৭ ভোট এবং বামফ্রন্ট প্রার্থী জীতেন্দ্র চৌধুরী পেয়েছেন ২ লক্ষ ৪৯৭ ভোট। এই আসনেও শাসক জোট শরিক আইপিএফটি প্রার্থী রাজস্বমন্ত্রী তথা দলের সভাপতি এনসি দেববর্মা পেয়েছেন ৪৫ হাজার ১৫৩ ভোট।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট শতাংশের হারে বেড়েছে। এই নির্বাচনে বিজেপি ৪৯.০৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ফলাফল করেছে কংগ্রেস। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ২৫.৩৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অথচ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ১.৮ শতাংশ ভোট। তাতে স্পষ্ট কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে ২৩.৫৪ শতাংশ। এদিকে, বামেদের লোকসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছে। শতাংশের হারে বিধানসভার তুলনায় লোকসভা নির্বাচনে বামেদের ভোট কমেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বামেরা ৪৪.৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। একা সিপিএম পেয়েছিল ৪২.৭ শতাংশ ভোট। কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনে বামেদের সংগ্রহ মাত্র ১৭.৩১ শতাংশ ভোট। তাতে বামেদের ভোট কমেছে ২৭.৫৯ শতাংশ। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হয়েও লোকসভা নির্বাচনে বামেরা তৃতীয় স্থানে ঠাঁই পেয়েছে। সেই তুলনায় কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। লোকসভা নির্বাচনে শাসক জোট শরিক আইপিএফটিরও ভোট কমেছে। এই নির্বাচনে আইপিএফটি ৪.১৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অথচ তারাই ২০১৮ এর বিধানসভা নির্বাচনে ৭.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল।

এদিন, অপেক্ষা সহ্য হচ্ছিল না। তাই হয়তো ফলাফল ঘোষণার আগেই রাজ্যে গেরুয়া আবির এবং বাজি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন বিজেপি সমর্থকরা। দুই আসনেই জয় নিশ্চিত জেনে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার আগেই রঙ খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাথে পাল্লা দিয়ে বাজি পোড়ানো। খুশি শুধু যে রাজ্যের ফলাফলে, তা নয়। আবারও শক্তি বাড়িয়ে দিল্লির তখতে বসতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। তাই উন্মাদনা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল বিজেপি সমর্থকদের। অন্তত, আগরতলায় বিভিন্ন স্থানে তাঁদের হই-হুল্লোড় তা-ই প্রমাণ করছে।

বিপ্লব দেব

● প্রথম পাতার পর

মানুষের স্বার্থে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসার বদলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কেবল ষড়যন্ত্র করেছে। তাই মানুষ তাঁদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন। বিপ্লবের কথায়, ত্রিপুরাকে বদনাম করে জনগণকে জয় করা সম্ভব নয়।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্য এবং দেশ থেকে কমিউনিস্টরা আগামীদিনে মুছে যাবে। কারণ, তাঁদের জমির সাথে যোগ নেই, কেবল অভিযোগের পিটারা খুলে বসে থাকেন, কটাক্ষের সুরে বলেন বিপ্লব দেব। তাঁর মতে, গত দেড় বছরে দারুণভাবে লড়াইয়ে ফিরে এসেছে কংগ্রেস। বিধানসভা নির্বাচনে ২ শতাংশের ভোটের হার লোকসভা নির্বাচনে বেড়ে কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। তিনি মনে করেন, বিরোধী শক্তিশালী হওয়া গণতন্ত্রের জন্য খুবই জরুরী।

আজ বিপ্লব দেব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যাণার্জিকে এক হাত নিয়েছেন। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর লম্ফজম্ফের জবাব দিয়েছেন ওই রাজ্যের জনগণ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। কারণ, তাঁরা তৃণমূলের স্বৈরাচারী শাসন কোনভাবেই মেনে নিতে চাইছেন না, নির্বাচনী ফলাফলে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিপ্লব বলেন, নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহের হেলিকপার নামতে দেওয়া হয়নি পশ্চিমবঙ্গে। তিনি নিজে চারটি সভা করতে পারেননি ওই রাজ্যে, ক্ষোভের সুরে তা জানিয়েছেন। তাই, মানুষ নির্বাচনে তৃণমূলকে যোগ্য জবাব দিয়েছেন। চোরা স্রোত বয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে তা তৃণমূল নেত্রী আঁচ করতেও পারেননি, বিদ্রুপ করে বলেন বিপ্লব দেব।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির এই সাফল্যের জন্য বিপ্লব দেব ত্রিপুরার সমস্ত কার্যকর্তা, পৃষ্ঠাপ্রমুখ, নেতা এবং মন্ত্রিদের পাশাপাশি সমগ্র দেশবাসীকে কুর্ণীশ জানিয়েছেন।

চিন্তায় আইপিএফটি

আটের পাতার পর

জোটের ভবিষ্যত কি হতে পারে, তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না।

রতনলাল

আটের পাতার পর

আজ রতন নাথ দেশের স্বার্থে যোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করার জন্য ত্রিপুরাবাসী-সহ সমগ্র দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ।

গেলাম, দেখলাম, জিতলাম—এর মতো সহজ নয় এবারের বিশ্বকাপ

দেবাশিস দত্ত: এক্সারসাইজ করেন না কি? ব্যথা হয়? যতই ব্যথা হোক, এক্সারসাইজ বন্ধ করবেন না। কসরত না করলে হাড়—মজ্জায় মরচে ধরে যায়। ব্যথা হোক, এক্সারসাইজও চলুক। সিয়াট বর্ষসেরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি পুরস্কার নিয়ে নামার পর এক বৃদ্ধ গুটি গুটি পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে মহিন্দার অমরনাথকে তাঁর হাঁটুর ব্যথার কথা জানান। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও কোনও লাভ হয়নি। হঠাৎই তাঁর মনে হল, সত্তর—পেরনো লালা অমরনাথের পুত্র যদি দিব্যি হাঁটাচলা করতে পারেন, তাহলে ৬৬ বছর বয়সে তিনি কেন পারবেন না! এই তাড়না থেকেই মহিন্দারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এবং ৮৩---র বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পাওয়া মহিন্দার যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা এই প্রতিবেদনের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।দরজায় বিশ্বকাপ ঘণ্টা নাড়ছে। প্রথম বিশ্বজয়ের অন্যতম নায়ককে হাতের সামনে পেয়ে তো আর অন্য কোনও প্রশ্নমালার সামনে তাঁকে দাঁড় করানো যায় না। তাই আজকাল প্রথমেই জানতে চাইল তাঁর অনুভূতির কথা, যখন ফাইনালের শেষ বলে তিনি মাইকেল হোল্ডিংকে এলবিডব্লু করে গোটা ভারতকে গর্ব করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। প্রথমেই হাসতে হাসতে মহিন্দার বললেন, 'কীভাবে যেন আমরা সবাই বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম যে, দর্শকের স্রোত লর্ডসের বিধিনিষেধ মানবে না। তাই, হোল্ডিং এলবিডব্লু হতেই, এখনও তো ভিডিওতে দেখা যায় যে, আমরা সবাই প্যাভিলিয়নের দিকে দৌড়তে শুরু করেছিলাম। জনতার স্রোতে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে, জয়ের মুহূর্ত সরকারিভাবে হয়ত হোল্ডিংকে আউট করার মুহূর্তেই এসেছিল। আমরা আসলে ৫ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরই বুঝতে পেরেছিলাম, ইতিহাসের লগ্ন তৈরি করতে পারব আমরা।'ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর ব্যাপারটা অবশেষে ঘটল, এটাও মহিন্দার মানতে চাইলেন না, 'সেবার আমরা শেষ ৫/৬ মাসের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তিনবার হারিয়েছিলাম। তার মধ্যে একবার তো ওয়েস্ট ইন্ডিজের বারবিসে। এ সব কথা কিন্তু অনেকেই ভুলে গিয়েছেন।' কেউ কেউ বলেন, '৮৩---র বিশ্বকাপ জয় ফ্লুক। এই সমালোচনায় না ঢুকেও পরোক্ষে মহিন্দার কিন্তু জুতসই জবাব দিয়ে দিলেন।মহিন্দার মনে করেন, গেলাম, দেখলাম, জিতলাম এবার কিন্তু এত সহজে কোনও দল জিততে পারবে না। ৪৭ দিনের প্রতিযোগিতায় টানা ভাল খেলা কঠিন। এবং গ্রুপ লিগে অনেক অপ্রত্যাশিত ম্যাচের ফলাফল হতে পারে। তাহলে উপায়? উত্তর এল, 'বেশি জটিলতা না করার দিকে মন দেওয়াই ভাল। এমনিতে এবারের বিরাটদের দলটা তো ব্যালান্সড। যেটুকু ফাঁকফোকর আছে, তা কিন্তু ভরাতে হবে অলরাউন্ডারদের দিয়ে।' পরমুহূর্তেই যোগ করলেন, 'দরকার আন্তরিকতা। জেতার খিদে। ভারতও যে পারে, এটা তো গোটা দুনিয়াকে নতুন করে বোঝাতে হবে না। অবশ্যই জেতার জন্য সুবর্ণ সুযোগ থাকছে। এবার প্রশ্ন হল, সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে তো!'জানতে চাইলাম, কোনও বিশেষ পরামর্শ বিরাট কোহলির দলকে তিনি দিতে চান কি না? 'বিপদে ফেলছেন।' বলেই বুঝলেন উত্তরটা তাঁকে দিতেই হবে। দিলেনও, 'এখন সবাই ম্যাচিওর্ড ক্রিকেটার। চাপের মুখে ভাল খেলতে হবে। '৮৩---তে আমরা জিতেছিলাম মূলত বোলিংয়ের জোরে। জিম্বাবোয়ে ম্যাচ ছাড়া। ওই ম্যাচে ক্যাপ্টেন কপিলদেব যেভাবে ১৭৫ রান করেছিল, ওটা তো মহাকাব্য হয়ে গেছে। সব অর্থেই এপিক ইনিংস। এবারও কিন্তু বিরাট—রোহিতদের কয়েকটি ম্যাচে দারুণ ইনিংস বা বুমরা---চাহালদের ফ্যান্টাস্টিক বোলিং করতে হবে। ভুলের সংখ্যা কমাতে হবে। মাথায় রাখতে হবে, ব্যাটিং লেজ কিন্তু খুব শক্তিশালী নয়। তাই, লোয়ার মিডলঅর্ডারে এমন দু—একজন ব্যাটসম্যানকে রাখতে হবে। তাদের আসল কাজ হবে দুর্বল নন—স্ট্রাইকারকে নিয়ে রান বাড়িয়ে যাওয়া। গত এক—দেড় বছরে ভারত বেশির ভাগ ম্যাচ জিতেছে মিডল ওভারে কুলদীপ—চাহালরা উইকেট তুলে নেওয়ায়। বিপক্ষকে বড় রানের পার্টনারশিপ করতে দেওয়া মানে, ম্যাচ থেকে সরে যাওয়া। আমি নিশ্চিত, আমাদের ইন্ডিয়া টিম এ সব ব্যাপার নিয়ে টিম মিটিংয়ে আলোচনা করবে। চাপমুক্ত থাকতে পারলে, ভাল কিছু ঘটবে।

দাপুটে ক্রিকেটে আবারও সেরা উইন্ডিজ

টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে ক্ষতি হয়নি কেবল ভারতের। নিউ জিল্যান্ড হারিয়েছিল শুধুমাত্র রিচার্ড হ্যাডলিকে। তবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান। ক্যারি প্যাকারের ওয়ার্ল সিরিজের ছোবলে তারকাশূন্য হয়ে পড়ার শঙ্কায় পড়েছিল বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর। শেষ পর্যন্ত মেলে সমাধান। বিশ্বমঞ্চে পা পড়ে বিশ্ব তারকাদের।১৯৭৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের সম্প্রচার স্বত্ব কেনার চেষ্টা করে প্যাকারের প্রতিষ্ঠান চ্যানেল নাইন। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলে তেতে ওঠেন প্যাকার। প্রস্তুতি নেন ১৯৭৭-৭৮ অস্ট্রেলিয়ান মৌসুমে স্বাগতিক বোর্ডকে টেক্কা দিতে একই সময়ে অন্য এক টুর্নামেন্ট আয়োজনের।১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি থেকে পরের বছরের শুরুর সময় পর্যন্ত বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রায় তিন ডজন ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি করেন প্যাকার। সে সময়ে বোর্ড থেকে খুব একটা অর্থ পেতেন না ক্রিকেটাররা। ওয়ার্ল সিরিজের লোভনীয় প্রস্তাবে তাই সাড়া দিতে থাকেন নতুন নতুন খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়া একাদশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ ও বিশ্ব একাদশের বাইরে আরও দুটি একাদশ গঠনের মতো খেলোয়াড় এসে যায় প্যাকারের হাতে।টাকার স্রোতে ভেসে একের পর এক তারকা ক্রিকেটার চলে যাচ্ছিলেন ওয়ার্ল সিরিজে। মাঠের ক্রিকেট ছিল জমজমাট, বাইরে ছিল উদ্ভাবনী কৌশলের শক্তি। দুইয়ে মিলে ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়ে জায়গা করে নিচ্ছিল বিদ্রোহী এই সিরিজ। এদিকে বিশ্বকাপ এগিয়ে আসায় চিন্তার ভাঁজ বাড়তে থাকে আইসিসির।প্রায় সব দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মাঠে নামে তারা। একের পর এক মিটিং শেষে ১৯৭৯ সালের ৩০ মে আসে সমাধান। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের সম্প্রচার স্বত্ব পান প্যাকার। সঙ্গে খেলাটির প্রচার, উন্নতি ও বিপণনের জন্য তার সঙ্গে ১০ বছরের একটি চুক্তিও করা হয়। এর ১০ দিন পর মাঠে গড়ায় দ্বিতীয় বিশ্বকাপ।১৯৭৯ আসরে স্বাগতিক হওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছিল ভারত। তবে অবকাঠামোগত সুবিধা ও বেশি সময় ধরে সূর্যের আলো থাকায় সেবারও স্বাগতিক হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ইংল্যান্ডকে। আট দলের টুর্নামেন্ট চলে ৯ থেকে ২৩ জুন। ছয় ভেন্যুতে হয় ১৫টি ম্যাচ।যথারীতি প্রতিটি ইনিংসের দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ ওভার। একজন বোলার সর্বোচ্চ ১২ ওভার বল করতে পারতেন। নেতিবাচক বোলিং ঠেকাতে ওয়াইড ও বাউন্সারের দিকে এই আসরে কড়া নজর রেখেছিলেন আম্পায়াররা।পরিবর্তন হয়নি ১৯৭৫ সালে ইংল্যান্ডেই হয়ে যাওয়া প্রথম আসরের ফরম্যাটে। বর্ণবাদের দায়ে নিষিদ্ধ টেস্ট খেলুড়ে দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা খেলতে পারেনি এই আসরেও। তবে এই বিশ্বকাপের আগে প্রথমবারের মতো বাছাইপর্ব আয়োজন করে আইসিসি।আইসিসি ট্রফি নামে পরিচিত ১৫ দলের টুর্নামেন্টে অংশ নেয় বাংলাদেশও। চার ম্যাচের দুটিতে জয় পাওয়া দলটি বিদায় নেয় গ্রুপ পর্ব থেকেই। সেমি-ফাইনালে জিতে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় শ্রীলঙ্কা ও কানাডা। সেমি-ফাইনাল দুটি হয় মূল আসর শুরুর মাত্র তিন দিন আগে। পূর্ব আফ্রিকা বাছাই পর্ব উতরাতে না পারায় আফ্রিকার কোনো দল ছিল না এই বিশ্বকাপে।চূড়ান্ত পর্বের ফাইনালের দুই দিন আগে হয় আইসিসি ট্রফির ফাইনাল। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাওয়া কানাডাকে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তোলে শ্রীলঙ্কা। 'এ' গ্রুপে প্রথম আসরের রানার্সআপ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গী ছিল ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ও কানাডা। 'বি' গ্রুপে শিরোপাধারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গী ছিল ভারত, নিউ জিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা।'এ' গ্রুপের সেরা হয়ে ইংল্যান্ড ও রানার্সআপ হয়ে পাকিস্তান শেষ চারে ওঠে। 'বি' গ্রুপের সেরা হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও রানার্সআপ হয়ে নিউ জিল্যান্ড সেমি-ফাইনালে পৌঁছায়। উপমহাদেশের প্রথম দল হিসেবে শেষ চারে খেলা পাকিস্তানকে বিদায় করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফাইনালে যাওয়ার আরেক লড়াইয়ে নিউ জিল্যান্ডকে হারায় ইংল্যান্ড।লর্ডসে ফাইনালে ভিভ রিচার্ডস খেলেন অপরাজিত ১৩৮ রানের অসাধারণ এক ইনিংস, এখনও যেটিকে মনে করা হয় সর্বকালের সেরা ওয়ানডে ইনিংসগুলোর একটি। ৬৬ বলে ৮৬ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন কলিস কিংস। এক পর্যায়ে ৯৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরে তোলে ৯ উইকেটে ২৮৬ রান।ইংল্যান্ড উদ্বোধনী জুটিতে তুলেছিল ১২৯ রান। তবে গতি ছিল ভীষণ মন্থর। পরে গতি বাড়াতে গিয়েই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ইনিংস। ইয়র্কারের প্রদর্শনীতে ৫ উইকেট নেন 'বিগ বার্ড' জোয়েল গার্নার। ১৯৪ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৯২ রানের জয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ট্রফি ঘরে তোলে ক্লাইভ লয়েডের দল।২৫৩ রান করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন গর্ডন গ্রিনিজ। তিনি ছাড়া দুইশর বেশি রান করেন কেবল রিচার্ডস ও ইংল্যান্ডের গ্রাহাম গুচ। সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নেন ইংল্যান্ডের মাইক হেনড্রিক। ম্যাচে একবার করে পাঁচ উইকেট নেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান হার্স ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের গার্নার।প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয় আসরে বড় রান হয়নি খুব একটা। তিনশ ছুঁতে পারেনি কোনো দল। সেঞ্চুরি হয় সাকুল্যে দুটি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্রিনিজ ও রিচার্ডস কেবল ছুঁতে পারেন তিন অঙ্ক।প্রথম বিশ্বকাপের পরও খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি ওয়ানডে। পরের চার বছরে ম্যাচ হয় মোটে ২৭টি। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত কোনো ওয়ানডে খেলেনি অস্ট্রেলিয়া।প্যাকারের সিরিজের জন্য দুর্বল দল নিয়ে খেলতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে যাওয়া ভারতের যাচ্ছেতাই কাটে টুর্নামেন্টটা। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে হেরে শূন্য হাতে ফিরে যায় তারা।

আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা দলে ফিরলেন আগুয়েরো

রাশিয়া বিশ্বকাপের পর প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ফিরেছেন সের্হিও আগুয়েরো। ম্যানচেস্টার সিটির এই স্ট্রাইকারের সঙ্গে আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা দলে ফিরেছেন পাওলো দিবালা।মহাদেশ সেরা প্রতিযোগিতাটির জন্য মঙ্গলবার ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। দলটিকে নেতৃত্ব দিবেন সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি।চলতি মৌসুমে ইউভেন্তুসের হয়ে সময়টা মোটেও ভালো কাটেনি তরুণ ফরোয়ার্ড দিবালার। ৩০ লিগ ম্যাচ খেলে করেছেন মাত্র ৫ গোল। তবে জাতীয় দলের কোচের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। অন্যদিকে, এবারের সেরি আয় ইন্টার মিলানের হয়ে ১১ গোল করা স্ট্রাইকার মাউরো ইকার্দি জায়গা পাননি।গত বছরের বিশ্বকাপে শেষ ষোলো থেকে ছিটকে পড়ার পর দীর্ঘ নয় মাস জাতীয় দলের বাইরে থাকা মেসি মার্চে ভেনেজুয়েলার কাছে প্রীতি ম্যাচে ৩-১ গোলে হারের ম্যাচ দিয়ে ফিরেন। বার্সেলোনার হয়ে মৌসুমটা দারুণ কাটছে তার; সব প্রতিযোগিতা মিলে এ পর্যন্ত করেছেন ৫০ গোল। জিতেছেন লা লিগা শিরোপা। স্প্যানিশ ফুটবলের ঘরোয়া 'ডাবল' জয়ের আশায় আগামী শনিবার কোপা দেল রের ফাইনালে ভালেন্সিয়ার মুখোমুখি হবে কাতালান ক্লাবটি।এবারের লা লিগায় ৩৪ ম্যাচ খেলে ৩৬ গোল করে টানা তৃতীয় ও মোট ষষ্ঠবারের মতো পিচিচি ট্রফি জিতেছেন মেসি। লক্ষ্য এবার এই পারফরম্যান্সকে জাতীয় দলে টেনে নেওয়ার।সিটির হয়ে মৌসুমটা দারুণ কেটেছে আগুয়েরোরও। দলকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জেতানোর পথে ৩৩ ম্যাচে ২১ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করান আট গোল। গত জুন-জুলাইয়ে হওয়া বিশ্বকাপের পর হোর্হে সাম্পাওলির উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া স্কালোনি এর আগে কখনোই ৩০ বছর বয়সী আগুয়েরোকে দলে ডাকেননি।আগুয়েরো প্রসঙ্গে কোচ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "আগুয়েরোর বিষয়ে আমার মত পাল্টাইনি। আমরা অন্যদের একটা সুযাগ দিতে চেয়েছিলাম। তবে কুনের (আগুয়েরোর) সংখ্যা তার পক্ষে কথা বলে। আমরা খুব খুশি যে সে আমাদের সঙ্গে আছে।"আর্জেন্টিনার ক্লাবগুলোয় খেলা সাত জন খেলোয়াড়কে দলে রেখেছেন স্কালোনি। কোপা আমেরিকায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪ বারের চ্যাম্পিয়নরা সবশেষ প্রতিযোগিতাটির শিরোপা জিতেছে ১৯৯৩ সালে যা তাদের সবশেষ কোনো বড় শিরোপা।আগামী ১৪ জুন ব্রাজিলে শুরু হবে এবারের আসর। আর্জেন্টিনা পরদিন তাদের প্রথম ম্যাচে খেলবে কলম্বিয়ার বিপক্ষে। 'বি' গ্রুপে মেসিদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে ও কাতার।আগামী ২৭ মে অনুশীলন শুরু করবে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

প্রাথমিকভাবে কোপা আমেরিকার জন্য ৩২ জনের দল ঘোষণা করেছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেখান থেকেই চূড়ান্ত ২৩ জনের দল ঘোষণা করলেন আর্জেন্টিনার কোচ। সেই দলে, রাশিয়া বিশ্বকাপের পর প্রথমবার আর্জেন্টিনার জাতীয় দলে ফিরলেন সের্জিও আগুয়েরো। পেলের দেশে কোপায় আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দেবেন লিওনেল মেসি।চলতি মরশুমে জুভেন্টাসের জার্সিতে একেবারেই ভালো সময় কাটেনি পাওলো দিবালার। তবে জাতীয় দলের কোচের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। অন্যদিকে, ইন্টার মিলানের হয়ে ১১ গোল করা আর এক আর্জেন্তিনিয় স্ট্রাইকার মাউরো ইকার্দির চূড়ান্ত দলে জায়গা হয়নি। ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে ছিটকে পড়ার পর দীর্ঘ ন মাস জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন মেসি। ২০১৯ সালে মার্চে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে দলে ফেরেন তিনি। সেই মেসি কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে থাকছেন। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে দুরন্ত ফর্মে থাকা আগুয়েরোকে আর্জেন্টিনা দলে ফেরালেন স্কালোনি। কারণ, রাশিয়া বিশ্বকাপ শেষে জর্জ স্যাম্পাওলির পর আর্জেন্টিনার দায়িত্ব নেওয়া স্কালোনি এর আগে কখনও আগুয়েরোকে দলে ডাকেননি।কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা দল:গোলকিপার : ফ্রাঙ্কো আরমানি (রিভার প্লেট), আগুস্তিন মার্চেসিন (ক্লাব আমেরিকা), এস্তেবান আন্দ্রাদা (বোকা জুনিয়র্স)ডিফেন্ডার: হুয়ান ফইথ (টটেনহ্যাম), নিকোলাস ওতামেন্দি (ম্যাঞ্চেস্টার সিটি), জার্মান পেজেল্লা (ফিওরেন্তিনা), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (আয়াক্স), রামিরো ফুনেস মোরি (ভিয়ারিয়াল), রেনসো সারাভিয়া (রেসিং ক্লাব), মার্কোস আকুনা (স্পোর্তিং লিসবন), মিল্টন কাসকো (রিভার প্লেট)মিডফিল্ডার: লেয়ান্দ্রো পারেদেস (পিএসজি), গুইদো রদ্রিগেজ (ক্লাব আমেরিকা), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেতিস), এসেকিয়েল পালাসিও (রিভার প্লেট), রবের্তো পেরেইরা (ওয়াটফোর্ড), রদ্রিগো দে পল (উদিনেজ), অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া (পিএসজি)ফরোয়ার্ড: লিওনেল মেসি (বার্সেলোনা), সের্জিও আগুয়েরো (ম্যাঞ্চেস্টার সিটি), লাউতারো মার্টিনেস (ইন্টার মিলান), পাওলো দিবালা (ইউভেন্তুস), মাতিয়াস সুয়ারেজ (রিভার প্লেট)কোপা আমেরিকায় ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা শেষবার জিতেছিল ১৯৯৩ সালে। তার পর থেকে আর কোনও বড় ট্রফি জিততে পারেনি তারা। আগামী ১৪ জুন ব্রাজিলে শুরু হবে এবারের কোপা আমেরিকা। বি-গ্রুপে মেসিদের সঙ্গে রয়েছে কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে ও কাতার। আগামী ২৭ মে অনুশীলন শুরু করবে আর্জেন্টিনা।

আমি আইনি ব্যবস্থা নিলে সামির বিশ্বকাপ খেলা হত না

অগ্নি পান্ডে: ঘোরতর সঙ্ঘাত। মুখ দেখাদেখি বন্ধ বছরখানেক। সঙ্ঘাত ছড়িয়েছে আদালতে। থানাতে। এখনও হত্যে দিয়ে পড়ে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশে শ্বশুরবাড়ি সংলগ্ন অঞ্চলে। বিহিত না করে কলকাতায় ফিরবেন না। তবে, জানেন সামনেই বিশ্বকাপ। তাই টিভির পর্দায় চোখ না রাখলেও খবরাখবর রাখবেন। কিন্তু তা সে স্বামী মহম্মদ সামির পারফরমেন্সে নয়। ভারতীয় দলের ফলাফলে।হ্যাঁ, সামির স্ত্রী হাসিন জাহান তেমনই জানালেন বুধবার সন্ধেবেলায় উত্তরপ্রদেশ থেকে। 'আমি কখনওই ক্রিকেটের খুব একটা ভক্ত ছিলাম না। ভাল লাগত না বলেই। হয়তো এটা কেউ বিশ্বাস করবেন না। আমি সত্যি বলছি, সামির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরেও আমি ক্রিকেট দেখতে চাইতাম না। সামি জোর করে মাঠে যেতে বলত। ইডেনে বারদুয়েক খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। তাও একদম শেষ মুহূর্তে। বিদেশে বারকয়েক গিয়েও আমার মাঠে যেতে ইচ্ছে করত না। আমার ক্রিকেটের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই।'খানিকক্ষণ চুপ। ফোনর অপরপ্রান্তে। তারপর হাসিন জাহান দাবি করলেন, 'জানেন, একমাত্র বিশ্বকাপ বলেই আমি সামিকে ছেড়ে দিয়েছি। চার্জশিট বেরিয়ে গেছে। আমি আইনি ব্যবস্থা নিলে সামিকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হত। তখন সামি বিশ্বকাপ খেলতে যেতে পারত না। একমাত্র বিশ্বকাপ খেলতে যাবে বলেই আমি বাড়াবাড়ি করিনি। সামি যেন এটা ভুলে না যায়।' বোঝা গেল, সামির ম্যাচ দেখবেন না হাসিন জাহান। কিন্তু হাসিনের দেশ ভারত তো বিশ্বকাপে খেলবে। ভারতের জয় দেখতে চান না? উত্তরপ্রদেশ থেকে হাসিন জানিয়েছেন, 'না, খেলা দেখব না। তবে, আমি ভারতীয়, তাই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের জয় বাকি দেশের জনগণের মতো আমিও দেখতে চাই। চাই ভারত বিশ্বকাপ জিতে ফিরুক।'

বিশ্বকাপে বিরাট হইতে সাবধান: বাটলার

আজকাল ওয়েবডেস্ক: দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন জোস বাটলার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত একদিনের সিরিজে ব্যাটে ঝড় তুলেছিলেন। বিশ্বকাপেও তা যদি বজায় থাকে, তাহলে প্রতিপক্ষের কপালে দুঃখ আছে। গত কয়েকবছর ধরেই স্বপ্নের ছন্দে আছেন তিনি। আইপিএলে খেলার পর ব্যাটিংয়ের ধার আরও বেড়েছে। তবে বাটলার কিন্তু বলেছেন, বিশ্বকাপে বিরাট কোহলিকে নিয়ে সাবধানে থাকতেই হবে। কারণ বিরাট ছন্দে রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ সম্বন্ধেও মুগ্ধতা ধরা পড়েছে বাটলারের গলায়। তিনি বলেছেন, 'দু'জনেই দুরন্ত ব্যাটসম্যান। আইপিএলে স্মিথের সঙ্গে খেললাম। অনেককিছু শিখেছি। অনুশীলন করেছি একসঙ্গে। আর বিরাট তো দারুণ ব্যাটসম্যান। গত একবছর ধরে সবচেয়ে ধারাবাহিক বিরাট।' ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ে বড় ভরসা বাটলার। তবে বাটলার কিন্তু বেন স্টোকসের কথাই বলে গেলেন, 'বেন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। ও দলে থাকায় ভারসাম্য বেড়ে যায়। বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। বিশ্বকাপে স্টোকসের কাছ থেকে সেরা পারফরম্যান্স দেখা যাবে।' আইপিএলে রাজস্থানের হয়ে ইনিংস ওপেন করার পর থেকে তাঁর খেলায় যে বদল এসেছে তা গোপন করেননি বাটলার। তিনি বলেছেন, 'গতবছর রাজস্থানের হয়ে খেলা শুরু করি। এবার তো ওপেন করেছি। যার ফলে খেলায় বদল এসেছে। কখন হাত খুলতে হবে সেটাও জানি।' বিশ্বকাপে সবাই ইংল্যান্ডকে ফেবারিট ধরছেন। কিন্তু বাটলার বলছেন, 'ফেবারিট তকমা পাওয়া ভাল। তবে চাপে পড়ে গেলে চলবে না। আমাদের একদিনের দল দারুণ। গত কয়েকবছরে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। তবে মাথায় রাখতে হবে যে সব দলেই কিন্তু একাধিক ভাল ক্রিকেটার রয়েছে। তাই নিজেদের খেলায় মন দিতে হবে আমাদের।' ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। চাপ যে থাকবে। তা স্বীকার করে বাটলারের মন্তব্য, 'এখানেই তো মজা। চাপের মুখে সেরাটা যারা তুলে ধরবে। তারাই জিতবে বিশ্বকাপ।'

বিশ্বকাপ হোক আইপিএলের মতো নিয়মে, দাবি রবি শাস্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন : আইপিএলের ফরম্যাটে হোক বিশ্বকপা। দাবি ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রীর। বিশ্ব ক্রিকেটে টি-২০ ফরম্যাট জনপ্রিয় করে তুলতে আইপিএলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঠিক কোন কারণে আইপিএল এতটা জনপ্রিয়, তারই ব্যাখ্যা দিলেন রবি শাস্ত্রী। তিনি মনে করেন, আইপিএলের ফরম্যাট টুর্নামেন্টের বিপুল জনপ্রিয়তার আসল কারণ। শাস্ত্রী তাই চাইছেন, আইসিসি যেন যে কোনও বড় টুর্নামেন্টে আইপিএলের ফরম্যাট অনুসরণ করে! আইপিএলের মতো বিশ্বকাপেও তিনি প্লে-অফ চাইছেন। এবারের বিশ্বকাপ হবে রাউন্ড রবিন লিগ ফরম্যাটে। গ্রুপ পর্বে প্রতিটা দলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। প্রাক্তনদের অনেকেই মনে করেন, এর ফলে এবার বিশ্বকাপ জমে উঠবে। কারণ, তথাকথিত কঠিন বা সহজ গ্রুপ বলে এবার আর কিছু থাকবে না। তবে এমন ফরম্যাটে রবি শাস্ত্রী হয়তো সন্তুষ্ট নন। তিনি তাই নতুন দাবি তুলেছেন। ভারতীয় দলের কোচ বলেছেন, বিশ্বকাপের চেয়ে আইপিএলের প্লে-অফ ফরম্যাট ভাল। আমার মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই ফরম্যাটেই হবে। আইসিসি-র অবিলম্বে তা অনুসরণ করা উচিত। বিশ্বকাপ জয়ে ভারতীয় দল অন্যতম দাবিদার বলেও মনে করেন শাস্ত্রী। তিনি বলছেন, আমাদের এই দলটা গত পাঁচ বছর ধরেই ভাল ক্রিকেট খেলছে। সামর্থ্য অনুযায়ী ক্রিকেট খেলতে হবে আমাদের। তা ছাড়া খেলাটাকে উপভোগ করতে হবে। এবার বিশ্বকাপের ফরম্যাট কঠিন। তা ছাড়া এখন বিশ্ব ক্রিকেটে দুর্বল দল বলেও কিছু নেই। ফলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে আশা করা যায়।

ঘুরে দাঁড়াতে প্রত্যয়ী রিয়ালের আসেনসিও

হতাশাজনক চলতি মৌসুমের পর আগামী মৌসুমে ঘুরে দাঁড়াতে সংকল্পের কথা জানিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের মার্কো আসেনসিও। নিজেদের পারফরম্যান্সে উন্নতি ঘটিয়ে প্রতিটি শিরোপার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়তে চান স্প্যানিশ এই ফরোয়ার্ড।অধিকাংশ ক্লাব সতীর্থের মতোই চলতি মৌসুমটা বাজে কেটেছে আসেনসিওর। সব প্রতিযোগিতা মিলে ৪৪ ম্যাচ খেলে করেছেন মোটে ৬ গোল, অবদান রেখেছেন সতীর্থদের ৭টি গোলে।২০১৬ সালে ইউরোপিয়ান সুপার কাপে সেভিয়ার বিপক্ষে রিয়ালের জার্সিতে অভিষেক আসেনসিওর।

কেন বিরাটের দল বিশ্বকাপ জয়ের দাবিদার! ব্যাখ্যা দিলেন মিতালি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপে ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক মিতালি রাজের ফেভারিট টিম ইন্ডিয়া। ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাতারে মিতালি জানিয়েছেন, বিরাট কোহলির দলে রয়েছে একাধিক ম্যাচ উইনার। সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য ভারতীয় দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন বিরাট কোহলি। আর সেই কারণেই বিরাটের হাতেই বিশ্বকাপ ট্রফিটা দেখতে পাচ্ছেন মিতালি।টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ উইনান কারা? ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্লেমিংয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে মিতালি বলেন, ' এই ভারতীয় দলে রয়েছেন একাধিক ম্যাচ উইনার্স। অবশ্যই ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি তো রয়েছেনই। যিনি দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। সেই সঙ্গে রয়েছেন দুই ওপেনার রোহিত শর্মা এবং শিখর ধাওয়ান। পাশাপাশি রয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ-র মতো পেসার এবং স্পিনাররা।' বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে বড় রান তুলে তার থেকে কম রানে প্রতিপক্ষকে আটকে রাখাই হল সাফল্যের মূল মন্ত্র। এপ্রসঙ্গে মিতালির বক্তব্য, 'সর্বতোভাবে আমি মনে করি, যে দল স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলবে এবং তার বোলাররা কাজের কাজ করে সেই রানটা আটকে রেখে দিতে পারলেই দল জিতবে। তবে আমাদের দলে অনেক গভীরতা রয়েছে।আমাদের দলে ধোনির মতো বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। সেই জন্য আমি কেবলমাত্র একজন ক্রিকেটারকে বেছে নিতে পারব না। কিন্তু মনে রাখবেন ভারতীয় দলে একাধিক ম্যাচ-উইনার্স রয়েছে।'হোম অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ডেরও বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা বেশ ভাল, তবে ভারতের জন্যই বাজি ধরছেন মিতালি। তিনি বলেন, ' আমি ঘরের দলকে(ইংল্যান্ড) বাদ দিয়ে দিতে পারি না। তারাও বেশ ভালো খেলছে। ওয়ান ডে তে তাদেরও ১০-১৫ জন রয়েছে। ওরা ঘরের মাঠে খেলবে। এটা বলার পরেও বলছি. আমি টিম ইন্ডিয়ার হয়েই বাজি ধরছি।'

ছয় গোলের ম্যাচে মোহামেডান-ব্রাদার্সের ড্র

প্রথমার্ধে তিন গোল করে টানা তৃতীয় জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিন গোল করে মোহামেডানের জয়ের আশা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন।বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বুধবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে দুই দলের দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচটি ৩-৩ সমতায় শেষ হয়। গত জানুয়ারিতে লিগের প্রথম পর্বে ব্রাদার্সের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল মোহামেডান।টিম বিজেএমসি ও আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে আগের দুই ম্যাচে হারিয়ে আসা মোহমেডান প্রথমার্ধেই তিন গোল করে চালকের আসনে বসে যায়। ২৩তম মিনিটে সুলেমানে দিয়াবাতের বাড়ানো বল ডি-বক্সে পেয়ে ডান পায়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে কোনাকুনি ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন তকলিস আহমেদ।প্রথমার্ধের শেষ দিকে দুই গোল করে ব্রাদার্সকে কোণঠাসা করে ফেলে মোহামেডান। ৪২তম মিনিটে দিয়াবাতের বাড়ানো বলে ইউসুফ সিফাতের শট গোলরক্ষক ফেরালেও পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি; ফিরতি শটে লক্ষ্যভেদ করেন সিফাতই।দুই মিনিট পর শ্যামল বেপারীর বাড়ানো বল ব্রাদার্সের ডিফেন্ডার আশরাফুল করিম বিপদমুক্ত করতে না পারলে পেয়ে যান সিফাত। সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি এই মিডফিল্ডার।৬৯তম মিনিটে সতীর্থের ক্রসে মানাফ রাব্বীর প্লেসিং শট জালে জড়ালে ম্যাচে ফেরে ব্রাদার্স। ৮২তম মিনিটে শফিকুল ইসলামের গোলে স্কোরলাইন ৩-২ হলে জমে ওঠে ম্যাচ।দ্বিতীয়ার্ধে ছন্দ হারানো মোহামেডানের জালে ৮৮তম মিনিটে রাব্বী ফের গোল করলে স্বস্তির ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে ব্রাদার্স।১৫ ম্যাচে তিন জয় ও চার ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে আছে মোহামেডান। ১৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট ব্রাদার্সের।

CMYK

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

আবারও প্রমাণিত, দেশে নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প নেই : রতনলাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। আবারও প্রমাণিত হয়েছে, দেশে নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প নেই। বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের প্রবণতা দেখে এইভাবেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন আগরতলায় ফলাফলের প্রবণতা দেখে জয় নিশ্চিত জেনেই রাস্তায় উল্লাসে মেতে ওঠেন বিজেপি সমর্থকরা। তাঁদের সাথে যোগ দেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথও। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। চক্রান্তও কম হয়নি। কিন্তু,আবারও প্রমাণিত হল দেশে নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প নেই। ত্রিপুরায় দুই আসনে ফলাফল সম্পর্কে রতন নাথের দাবি, এই রায় বিজেপি-র প্রতি রাজ্যবাসীর আস্থার প্রতিফলন ।রতন নাথের বক্তব্য, দেশে বিজেপির বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে। নানাভাবে চক্রান্ত হয়েছে উ কিন্তু, উন্নয়নের কারিগরকে কেউ আটকাতে পারেননি। তাই, এখন আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। তাঁর কথায়, এখন আমাদের আরো সংঘবদ্ধ হতে হবে। প্ররোচনা দেওয়া হবে, কিন্তু সতর্কভাবে সমস্ত কিছু মোকাবিলা করতে হবে।

রতনলালা নাথ মনে করেন, মানুষের মন বুঝে কাজ করা উচিত। তবেই সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, আমরা ভুল করলে মানুষ ক্ষমা করে দেবে এমনটা ভাবা উচিত নয়। তাঁর কথায়, বিজেপি মানুষের কথা ভেবে কাজ করেছে, তাই আজ দেশবাসী ঢালাও সমর্থন দিয়েছেন। তিনি বলেন,, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও উন্নয়নের পথ থেকে সরলে চলবে না। কারণ, ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।

এদিকে, আজ ত্রিপুরায় সিপিএম কাউন্টিং এজেন্ট তুলে নিয়েছে এ-বিষয়ে রতন নাথ কটাক্ষ করে বলেন, বিরোধীরা পলায়নের রাজনীতি শুরু করেছে। হার নিশ্চিত জেনে আগে থেকেই সরে যাচ্ছেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় কোথাও কোনও ঝামেলা হয়নি। বরং ১৬ জন বিধায়কের ক্ষমতা থাকা সত্বেও বামেদের ফলাফল লজ্জাজনক বলেই তাঁর মনে হয়েছে। রতন নাথ বিদ্রুপ করে বলেন, মানুষ সিপিএম-কংগ্রেসের মিলিজুলি রাজনীতি বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁরা ত্রিপুরায় একটি আসনেও জয়ী হতে পারবে না। ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে দুই আসনে বিজেপির বিরাট সাফল্যে জোট নিয়ে চিন্তায় আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের প্রবণতা দেখে হয়তো হৃদকম্পন শুরু হয়ে গিয়েছে শাসক জোট শরিক আইপিএফটি-র। কারণ, নির্বাচনের আগে বহু অনুনয়-বিনয় সত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে আসেননি এন সি দেববর্মারা। কিন্তু, আজ লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় দুই আসনেই চূড়ান্ত ভরাডুবি হতে চলেছে আইপিএফটি-র, তা একপ্রকার নিশ্চিত। দুপুর একটা পর্য্যন্ত গণনায় দুই আসনে আইপিএফটি সাকুল্যে ৬৩ হাজার ৬৯৭ ভোট পেয়েছে। শাসক জোট শরিক হয়েও ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ফলাফলে আইপিএফটি চতুর্থ স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি বিরাট ব্যবধানে দুই আসনেই জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই, শরিক দলের অনুরোধ এবং পরামর্শ উপেক্ষা করে আখেরে ক্ষতিই হয়েছে, আইপিএফটি তা বুঝেই ইতিমধ্যে দলীয় শীর্ষ নেতারা পরবর্তী রণকৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন।

সূত্রের খবর, আইপিএফটি সভাপতি এন সি দেববর্মা দলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে ডেকেছেন। কারণ, জোটধর্ম মানেনি তাই, বিজেপি লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর ত্রিপুরাতে আইপিএফটি-র সাথে জোট বজায় রাখবে কিনা, তা দলের শীর্ষ নেতাদের চিন্তায় ফেলেছে। বিজেপির এক নেতার কথায়, নির্বাচনের আগে বহুবার আইপিএফটি নেতাদের বোঝানো হয়েছে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে আসার জন্য। তাঁদের এডিসি নির্বাচনে ভরপুর সহায়তা দেওয়া হবে বলেও বিজেপির পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তাঁরা লোকসভা নির্বাচনে একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্তে অনঢ় রয়েছে। তাই, বিজেপিও ত্রিপুরায় এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

ফলাফল সম্পর্কে আইপিএফটি সভাপতি তথা পূর্ব আসনে প্রার্থী এন সি দেববর্মার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, চূড়ান্ত ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত ফলাফল নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। তাতে মনে হয়েছে, আইপিএফটি এখনই ত্রিপুরায় শরিক সম্পর্কে কোন জটিলতা হোক চাইছে না। বরং, কৌশলে জোট শরিক হিসেবেই মেয়াদ পূর্ণ করতে চাইছেন এনসি দেববর্মারা।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, ত্রিপুরায় সরকার টিকিয়ে রাখতে বিজেপির কোন দলের সমর্থনের প্রয়োজন হবে না। এককভাবে বিজেপি সরকার টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে, লোকসভা নির্বাচনে প্রস্তাবে সায় না দিয়ে আইপিএফটি রাজ্যে শরিক দলের সম্পর্কে যে উষ্ণতা তৈরি করেছে, তা সহজে ঠান্ডা হবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ, ত্রিপুরায় জোট শরিকের পৃথকভাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যে এবং গোটা দেশে বিজেপিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। ফলে, ত্রিপুরায় শাসক ছয়ের পাতায় দেখুন

নরেন্দ্র মোদীকে বিপুল জয়ের অভিনন্দন জানালেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিপুল জয়ের অভিনন্দন জানালেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার টুইট করে নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানান তিনি।

ভারতীয় জনতা পার্টির এত বড় জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান প্রণব মুখোপাধ্যা। এদিন তিনি টুইট করে লিখলেন, ১৩০ কোটি মানুষের আশা ও উৎসাহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মোদী। মোদীর জন্য ঈশ্বরের কাছে শক্তি প্রার্থনা করেছেন তিনি। এদিন মোদীর জয়ের পরে টুইটে মোদীকে অভিনন্দন জানান সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অভিনন্দন জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও। দেশের নানা প্রান্ত থেকেও এসেছে শুভেচ্ছা বার্তা। তার মধ্যেই টুইটারে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। এদিন সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় ভোট গণনা। ১৭তম লোকসভা নির্বাচনে ৬৭০টি দলের ৮ হাজার প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ৯০ কোটির মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৬০ কোটি ৩ লাখ ভোটার।

মনোজ-রবি-কিরণ জয়যুক্ত, পরাজিত বক্সার বিজেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে চলচ্চিত্র তারকাদের মধ্যে কেউ জিতেছে। কারও ভাগ্যে জুটেছে হার। বিজেপি প্রার্থী তথা ভোজপুরী দুই অভিনেতা রবি কিষণ এবং মনোজ তিওয়ারি নিজ নিজ কেন্দ্র থেকে জয়যুক্ত হয়েছেন। অনুপম খেরে স্ত্রী কিরণ খের চন্ডীগড় কেন্দ্র থেকে জয়যুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে বিহারি বাবু শত্রুঘ্ন সিনহা পাটনাসাহিবে পরাজিত হয়েছেন। গায়ক হংস রাজ হংস উত্তর পশ্চিম দিল্লি থেকে জয়যুক্ত হয়েছেন। ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর পূর্ব দিল্লিতে জিতেছেন। দক্ষিণ দিল্লিতে হেরেছেন সদ্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়া বিজেন্দ্র সিং।

উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সপা প্রার্থী রাম ভুয়াল নিষাদকে ৩,০১,৬৬৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছে রবি কিষাণ। রবি কিষাণ নিজে পেয়েছেন ৭১৭১২২। নিষাদ পেয়েছেন ৪,১৫,৪৫৮ ভোট।। জয়ের পর রবি কিষাণ বলেন, সত্যের জয় হয়েছে। উত্তরপূর্ব দিল্লিতে শীলা দীক্ষিতকে হারিয়েছেন দিল্লির বিজেপি প্রদেশ সভাপতি মনোজ তিওয়ারি। চণ্ডীগড়ে কংগ্রেস প্রার্থী পবনকুমার বনসলকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন অনুপম খেরের স্ত্রী তথা বলিউড অভিনেত্রী কিরণ খের। প্রথম জয়ের জন্য তারা বলেছিল আমি সেলিব্রিটি। প্রথম দফায় ভাল কাজ করেছি বলেই জিতেছি। দলীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। দক্ষিণ দিল্লিতে হেরেছেন কংগ্রেস প্রার্থী বিজেন্দ্র সিং। পূর্ব দিল্লিতে কংগ্রেস নেতা অরবিন্দ সিং লাভলিকে ৩,৯০,৩৯১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতল গম্ভীর। উত্তর পশ্চিম দিল্লিতে জয়লাভ করেছেন হংস রাজ হংস।

গুড়া উপনির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন না খালেদা জিয়া

ঢাকা, ২৩ মে (হি.স.) : বগুড়া সদর আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন না খালেদা জিয়া। জেলার নেতারা চেয়ারপার্সনকে প্রার্থী করার জন্যে যে প্রস্তাব করেছিলেন তাতে সায় মেলেনি খালেদা জিয়ার। তাঁর নামে ফর্ম কেনা হলেও জমা দেওয়া হচ্ছে না। বিএনপির দুইজন দায়িত্বশীল নেতা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার নয়াপল্টনে বগুড়া জেলার নেতাদের সঙ্গে স্কাইপের মাধ্যমে বৈঠকের আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এই সময় বগুড়ার স্থানীয় নেতারা রাজনৈতিক আবেগ থেকে প্রার্থী হিসেবে খালেদা জিয়ার নাম প্রস্তাব করেন। স্থানীয় নেতাদের আবেগের বিষয়টিকে বিবেচনা করে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্ত দেননি। তিনি আলোচনায় উঠে আসা ৫ নেতার নামেই ফর্ম জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেন।

এদিকে উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব দেওয়ার বিষয়টি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে কারাবন্দি অবস্থায় চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া অবহিত হন। তবে তিনি তাতে সায় দেননি। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনও উপনির্বাচনে অংশ নেবেন না। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় নির্বাচনে বগুড়া ও ফেনীর তিনটি আসনে প্রার্থী হিসেবে কারাবন্দি খালেদা জিয়ার মনোনয়ন ফর্ম জমা দিয়েছিলেন দলটির নেতারা। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাঁর মনোনয়ন ফর্ম বাতিল ঘোষণা ও উচ্চ আদালত নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দিলে তিনি আর নির্বাচন করতে পারেননি। আগামী ২৪ জুন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বগুড়া-৬ অর্থাৎ সদর আসনের উপনির্বাচন। ইতোমধ্যেই এই আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ ও বর্তমান সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি। অপরদিকে বেগম খালেদা জিয়ার আসন হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে দলের চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াসহ পাঁচজনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন নেতারা। এমন তথ্য জানিয়েছিলেন, বগুড়া জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ বলেছেন, এই পাঁচ প্রার্থীকে আজ ২৩ মে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে। পরে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময়ের আগে একজনকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হবে। তবে ইতিমধ্যে খালেদা জিয়ার অংশগ্রহণ না করার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া চারজন হলেন- বগুড়া জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও বগুড়া পৌরসভার মেয়র অ্যাডভোকেট একেএম মাহবুবর রহমান, বগুড়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন চান।

বগুড়া সদর আসনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ছিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির।

গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সেই নির্বাচনে মির্জা ফখরুল নির্বাচিত হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শপথ না নেওয়ায় গত ৩০ এপ্রিল আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়। এরপর গত ৮ মে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়।

ঐতিহাসিক জয় : প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানালেন অভিনেতা রজনীকান্ত

চেন্নাই, ২৩ মে (হি.স.): তামিল সিনেমার সুপারস্টার রজনীকান্ত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় ক্ষমতায় আসার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেনঊ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিশাল সংখ্যা গরিষ্ঠতায় জিতে ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারউ বিজেপির সাফল্যে নরেন্দ্র মোদীকে টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন তামিল সিনেমার সুপারস্টার রজনীকান্ত।

৬৯ বছরের অভিনেতা রজনীকান্ত টুইট করে লেখেন, "শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদীজিকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।.... আপনি করে দেখিয়েছেন। ভগবান আপনাকে আশীর্বাদ করুক।" মহাজোট সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রজনীকান্ত বলেন, "যখন ১০ জন মানুষের বিপরীতে একজন মানুষ থাকেন তখন কে শক্তিশালী? তিনি এই দাবিও করেন যে, যখন ১০ জন মানুষ ১ জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন কে শক্তিশালী?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছে বলিউড

মুম্বই, ২৩ মে (হি.স.) : ভারতে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ্যে আসতেই চিত্র পরিষ্কার হয়ে যায়, নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়। বিজেপির এই বিপুল জয়কে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক বার্তায় জয়ী দলকে বলি তারকারা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।গায়িকা আশা ভেঁসলে থেকে একতা কাপুর, ধর্মেন্দ্র থেকে রজনীকান্ত-লোকসভা ভোটে জয়ী হওয়ার জন্য বিজেপিকে অভিনন্দন জানাল বলিউড।

এবারের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন হেমা মালিনী, সানি দেওল, উর্মিলা মাতন্ডকর, শত্রুঘ্ন সিনহা ও প্রকাশ রাজের মত তারকারা। হেমা মথুরা থেকে জিতেছেন, গুরুদাসপুর থেকে অনায়াসে জিতেছেন সানিও। উর্মিলা অবশ্য পিছিয়ে ছিলেন উত্তর মুম্বইতে। বিজেপির এক সময়ের দাপুটে নেতা ও অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকা শত্রুঘ্ন সিনহা দল ছেড়ে কংগ্রেসে গিয়েছিলেন। তিনিও হেরেছেন পটনা সাহিব থেকে। হেরেছেন নরেন্দ্র মোদী সরকারের কঠোর সমালোচক, নির্দল হিসেবে ভোটে দাঁড়ানো দক্ষিণী তারকা প্রকাশ রাজও।

ছেলে সানি প্রথমবার রাজনীতির ময়দানে পা রেখেই সংসদে যাওয়ার রাস্তা সাফ করায় বেজায় খুশি ধর্মেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও সানির একটি ছবি শেয়ার করে টুইটারে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।ধর্মেন্দ্র টুইট করে লেখেন, "ধরতি পুত্র সানি দেওল, অভিনন্দন, ভালো দিন অবশ্যই আসবে। অন্যদিকে হেমা মালিনী জিকে টুইট করে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, আপ কা ধরাম।তিনি আরও লেখেন, আমরা ভারত মাতাকে ভালোবাসি। আমরা বেকানের এবং মথুরায় নিজেদেরকে প্রমাণ করেছি।

তামিল সুপারস্টার প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ছয়ের পাতায় দেখুন

নিজের গড়ে আবারও জয়ী বাবুল সুপ্রিয়

কলকাতা, ২৩ মে (হি.স): নিজের গড়ে আবারও জয়ী বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের মুনমুন সেনকে হারিয়ে ৮০ হাজার ৪৮৬ ভোটে জিতলেন বাবুল সুপ্রিয়। গত বারের থেকে জয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে নিলেন তিনি। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে ৭০ হাজার ৪৮০ ভোটের ব্যবধানে এখানে জিতেছিলেন। মিডিয়া সার্টিফিকেশন ছাড়ে বিজেপির থিম সং কেন ইউটিউবে ছেড়ে দিয়েছেন সেই অভিযোগে ভোটের মুখে বাবুলকে শোকজ করেছিল নির্বাচন কমিশন। গানে এমন কথা রয়েছে যা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য অসম্মানজনক। এই মর্মে বাবুলের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন পশ্চিম বর্ধমান লাইব্রেরি স্টুডেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি। ভোটের দিন বাবুল বুথে পৌঁছতে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' স্লোগানও ওঠে। কিন্তু তার পরেও নিজের কেন্দ্রে কোনও ভাবেই যে জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি ভোটের ফলাফলই তার প্রমাণ।

কন্যাপুরের দিল্লি পাবলিক স্কুলে হল আসানসোল কেন্দ্রের গণনা। আসানসোল কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দের প্রার্থী মুনমুন সেনকে টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে তিনি জিতে ছিলেন বাঁকুড়া কেন্দ্র থেকে। কিন্তু তাঁর প্রতি বাঁকুড়ার মানুষের ক্ষোভ আঁচ করে তাকে বাঁকুড়া থেকে সরিয়ে আসানসোলের প্রার্থী করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে এখানে বিজেপি প্রার্থী মুম্বই গায়ক বাবুল সুপ্রিয়। আজ জেতার পর 'উনি বেড টি পেয়েছেন' বলে মুনমুন সেনকে কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি বাবুল। এর আগে আসানসোলে ভোটের দিন 'বেড টি' না পাওয়ায় সকাল সকাল ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে যেতে পারেন নি বলে নিজেই জানিয়ে ছিলেন মুনমুন।

বাবুল অবশ্য গত লোকসভা নির্বাচনে এই আসানসোল থেকে জিতেই প্রথমবার লোকসভায় পা রেখে ছিলেন। এখানে কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করেন বিশ্বরূপ মন্ডল। খনি শ্রমিকদের নেতা, এক সময়ের আসনসোলের জোনাল সম্পাদক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় এখানে সিপিএম প্রার্থী ছিলেন। কেন্দ্র-রাজ্যের উন্নয়ন তুলে ধরতে ব্যস্ত ছিলেন আসানসোলের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাবুল-মুনমুন। সেই ফাঁকে অবৈধ কয়লা, পাথরের কারবার নিয়ে সরব হন বছর ৫১-র স্বরাজ দাস। এক সময় খনি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বাম নেতা হারাধন রায়ের ডান হাত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে পেশায় ট্যাক্সি চালক। তিনি এবার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী ছিলেন। বাবুল সুপ্রিয়, মুনমুন সেন, গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়-সহ এ পর্যন্ত মোট ১৩ জন মনোনয়ন পত্র জমা দেন এখানে।

সিপিএমের টিকিটে একাধিকবার সাংসদ ও বিধায়ক হয়েছিলেন হারাধন রায়। তবে খনি শ্রমিক নেতা হিসেবে তাঁর দাপট ছিল আসানসোলে। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বাবুল সুপ্রিয় পেয়েছিলেন ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৮৩টি ভোট। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দোলা সেন। ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫০৩ টি ভোট পেয়েছিলেন তিনি। তিন নম্বরে ছিলেন সিপিএমের বংশগোপাল চৌধুরী। পেয়েছিলেন ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮২৯ ভোট। কংগ্রেস প্রার্থী ইন্দ্রানী মিশ্র চতুর্থ স্থানে আসেন ৪৮ হাজার ৫০২টি ভোট পেয়ে।

শতাব্দীর জয় স্বস্তি দিলেও, তিনটি বিধানসভায় হার চিন্তায় ফেলেছে কেষ্টকে

সিউড়ি, ২৩ মে (হি. স.) : জয়ের হ্যাট্রিক করলেন বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। তবে কেষ্ট গড়ে তিনটি বিধানসভায় পরাজয় হল তৃণমূলের। এনিয়ে দলের দুই বিধায়ক পর্যালোচনা করার কথা বললেও দুবরাজপুর বিধানসভার বিধায়ক জানিয়েছেন সিপিএম ও কংগ্রেসের ভোট বিজেপিতে যাওয়াতেই এই পরাজয়।

সাতটি বিধানসভা নিয়ে বীরভূম লোকসভা। বিধানসভা গুলি হল দুবরাজপুর, সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, নলহাটি, হাঁসন ও মুরারই। গত লোকসভা নির্বাচনে মুরারই বিধানসভা কেন্দ্রে ২৪৮২ ভোটে পরাজয় হয়েছিল শতাব্দীর। সেখানে এগিয়ে ছিলেন সিপিএম প্রার্থী প্রয়াত কামরে ইলাহি। এবার সেই বিধানসভায় শতাব্দীর জয়ের ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। গত লোকসভা শতাব্দীর মান বাঁচিয়েছিল বাকি ছয়টি বিধানসভা। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে বিস্তর। গত বিধানসভায় মুরারই কেন্দ্রের কংগ্রেসের টিকিটে ২৮৩ ভোটে পরাজিত আলি খান তৃণমূলে যোগদান করেছেন। অন্যদিকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুরারই এলাকার মানুষ এবার সিপিএম কিংবা কংগ্রেসকে ত্যাগ করে তৃণমূলকেই তাদের ভরসা মনে করেছেন। ফলে মুরারই বিধানসভাই জয়ের বড় মার্জিন গড়ে দিয়েছে শতাব্দীকে।

পরাজয় নিয়ে রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক, কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সব ফলাফল হাতে পাওয়ার পর পর্যালোচনা করে দেখা হবে"। দুবরাজপুর বিধানসভার বিধায়ক নরেশ বাউরি বলেন, "কংগ্রেস ও সিপিএমের ভোট বিজেপিতে চলে গিয়েছে। কিছু মানুষ আমাদের ভোট দেননি। কেন দেননি তা তদন্ত ছয়ের পাতায় দেখুন

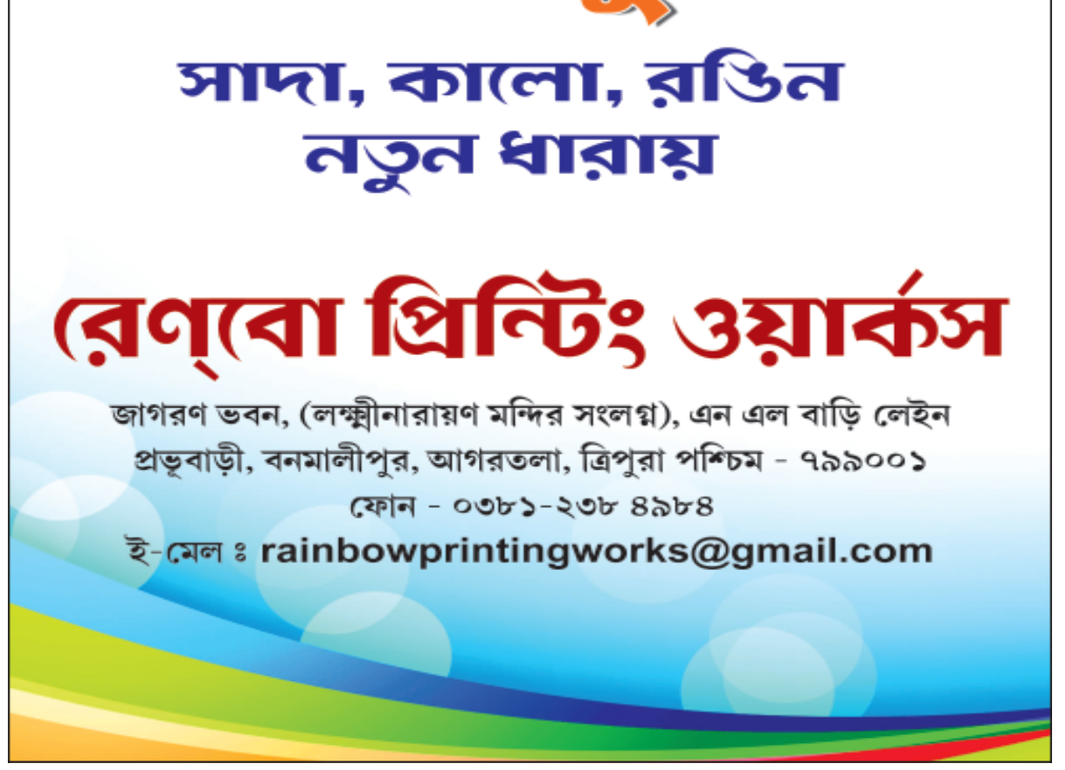

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।